চমক ভরা
ধনতেরাস
৩ থেকে ১৪ নভেম্বর
(প্রতিদিন দোকান খোলা)
শ্যাম সুন্দর কোং
জুয়েলার্স
সবার সাদর আমন্ত্রণ

ত্রিপুরার প্রথম দৈনিক
জাগরণ
THE FIRST DAILY OF TRIPURA
গৌরবের ৬৭ তম বছর
অনলাইন সংস্করণ ঃ www.jagarandaily.com

সিস্টার Sister মশলা
নিশ্চিন্তের প্রতীক
গুঁড়া মশলা
অল্পতেই যথেষ্ট
সিস্টার
স্বাদ ও গুনমানে প্রতি ঘরে ঘরে

JAGARAN ■ 7 November, 2020 ■ আগরতলা, ৭ নভেম্বর, ২০২০ ইং ■ ২১ কার্ত্তিক ১৪২৭ বঙ্গাব্দ, শনিবার ■ RNI Regn. No. RN 731/57 ■ Founder : J.C.Paul ■ মূল্য ৩.৫০ টাকা ■ আট পাতা

সীমানা সমস্যা নিয়ে মিজোরাম সরকারকে কেন্দ্রের দ্বারস্থ হতে পরামর্শ মুখ্যমন্ত্রীর

আগরতলা, ৬ নভেম্বর (হি.স.)।। দেশের যুক্তরাষ্ট্রীয় কাঠামোর লঙ্ঘন শোভনীয় নয়। উত্তর ত্রিপুরা জেলার ফুলডুঙশেই গ্রাম নিজেদের অংশ দাবি করে মিজোরামের ভূমিকায় এমনই মন্তব্য করেছেন ত্রিপুরার মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব। তাঁর পরামর্শ, সীমানা নিয়ে কোনও আপত্তি থাকলে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রকের দ্বারস্থ হওয়া উচিত। কারণ, সীমানা সংক্রান্ত সমস্যার সমাধানে শুধুমাত্র কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রকের এক্তিয়ার রয়েছে। তিনি মিজোরামের মুখ্যমন্ত্রীকে সকলকে সাথে নিয়ে চলার পরামর্শ দিয়েছেন।

গত কিছুদিন ধরে মিজোরাম ত্রিপুরার ফুলডুঙশেই গ্রাম নিজেদের অংশ দাবি করে দুই রাজ্যের সম্পর্কে উষ্ণতা বাড়িয়ে দিয়েছে। অন্যদিকে অসমের সাথেও সীমানা নিয়ে মিজোরাম ঝঞ্ঝাট শুরু করেছে। পরিস্থিতি এতটাই জটিল রূপ নিয়েছে, অসম-মিজোরাম সীমান্তে কেন্দ্রীয় এসএসবি মোতায়েন করতে হয়েছে।

আজ ত্রিপুরার মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব মিজোরামের ভূমিকা নিয়ে কড়া ভাষায় প্রতিক্রিয়া দিয়েছেন। তাঁর কথায়, যুক্তরাষ্ট্রীয় কাঠামোয় কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রক সীমান্ত সমস্যার নিস্পত্তি করে। ফলে, মিজোরামের সাথে অসম কিংবা ত্রিপুরার সীমানা নিয়ে কোনও সমস্যা হলে তার সমাধানও কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রককই করবে। তাই তাঁর পরামর্শ, সীমানা সমস্যা সমাধানে মিজোরাম কেন্দ্রের দ্বারস্থ হোক।

তাঁর মতে, যুক্তরাষ্ট্রীয় কাঠামোয় সীমানা নিয়ে দুই রাজ্যের ঝগড়া অশোভনীয়। সে-ক্ষেত্রে নতুন করে সীমানা নির্ধারণের জন্য কেন্দ্রের কাছে আবেদন রাখুক মিজোরাম, পরামর্শ দেন তিনি। তাঁর আবেদন, প্রত্যেক রাজ্য যুক্তরাষ্ট্রীয় কাঠামোয় থেকে তাকে আরও শক্তিশালী করুক। তাঁর দাবি, সীমানা নিয়ে ত্রিপুরার তরফে কোনও সমস্যা নেই। তিনি মনে করেন, সমগ্র দেশ আমাদের। তাই কোথাও যেতে আমাদের বাধা নেই। সাথে তিনি যোগ করেন, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী জম্মু ও কাশ্মীরে ৩৭০ এবং ৩৫-এ ধারা বিলুপ্ত করে সেখানেও সমগ্র দেশবাসীর অধিকার প্রতিষ্ঠা করেছেন।

মুখ্যমন্ত্রীর বক্তব্য, ব্রু শরণার্থীদের ত্রিপুরায় বসবাসের সুযোগ করে দিয়ে রাজ্যবাসী উদার মানসিকতার পরিচয় দিয়েছেন। তাই তিনি সমগ্র ত্রিপুরাবাসীকে ধন্যবাদ জানিয়েছেন। সাথে তিনি মিজোরামের মুখ্যমন্ত্রীকে পরামর্শ দিয়েছেন, রাজ্যের প্রধান ব্যক্তি হিসেবে সকলকে সাথে নিয়ে চলতে হবে।

মিজো আগ্রাসন ঃ বিতর্কিত এলাকায় গেলেন আইজিপি

নিজস্ব প্রতিনিধি, চুরাইবাড়ি, ৬ নভেম্বর।। দক্ষিণ অসমের আন্তঃরাজ্য সীমান্তে মিজো আগ্রাসন কিছুতেই থামছে না। উদ্ভূত পরিস্থিতি খতিয়ে দেখতে শুক্রবার জেলা প্রশাসনের আধিকারিকদের সঙ্গে নিয়ে করিমগঞ্জ জেলার বাজারিছড়া থানাধীন মেদলিছড়ায় মিজোরাম সীমান্তে ছুটে গেছেন রাজ্য পুলিশের আইজিপি। বিষয়টি নিয়ে বার কয়েক প্রতিবেশী দুই রাজ্যের শীর্ষস্তরীয় প্রশাসনিক আলোচনা হয়ে গেলেও সমস্যা র অবসান হচ্ছে না। পরিস্থিতি এখনও উত্তপ্ত।

আজ বিকেলে পাথারকান্দির অসম-মিজোরাম সীমান্তের মেদলিছড়া এলাকা পরিদর্শন ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

রাজ্যের পৃথক স্থানে গৃহবধূ ও শিশুসহ চারজনের মৃতদেহ উদ্ধার

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৬ নভেম্বর।। রজ্যের বিভিন্ন স্থানে এক গৃহবধূ ও শিশুসহ চারজনের মৃত্যু হয়েছে অস্বাভাবিক ভাবে। এই ঘটনায় রাজ্যের আইন শৃঙ্খলা প্রশ্নের মুখে গিয়ে দাঁড়াল।

উত্তর ত্রিপুরা জেলার ধর্মনগরের বড়ুয়া কান্দির ৬ নং ওয়ার্ডের শুক্রবার সকালে এক ব্যক্তি আত্মহত্যা করেছে। তার নাম হীরালাল দাস। পেশায় কাঠমিস্ত্রি। তার বাড়ি জলে ভাসা এলাকায়। বড়ুয়া কান্দিতে শ্বশুর বাড়িতে থাকত ওই ব্যক্তি। জানা গেছে ঋণের দায়ে অতিষ্ঠ হয়ে সে আত্মহত্যার পথ বেছে নিয়েছে। পারিবারিক সূত্রে জানা গেছে শুক্রবার সকাল সাতটা নাগাদ হীরালাল দাস নামে ওই ব্যক্তি প্রাকৃতিক কাজের জন্য ঘর থেকে বের হয়।তারপর বেশ কিছুক্ষণ সময় অতিক্রান্ত হওয়ার পরও ঘরে ফিরে না আসায় পরিবারের লোকজনদের মনে সন্দেহ দেখা দেয়। তারা খোঁজাখুঁজি করতে গিয়ে পাশের জঙ্গলে তার ঝুলন্ত মৃতদেহ দেখতে পান। পরিবারের লোকজনদের চিৎকারে প্রতিবেশীরাও ছুটে আসেন। খবর পাঠানো হয় ধর্ম নগর থানায়। ধর্ম নগর থানার পুলিশ ঘটনাস্থলে ছুটে আসে। সেখান থেকে ঝুলন্ত মৃতদেহ উদ্ধার করেছে পুলিশ। মৃতদেহ ময়নাতদন্তের জন্য ধর্মনগর জেলা হাসপাতাল মর্গে পাঠানো হয়।ময়নাতদন্তের পর মৃত দেহ পরিবারের লোকজনদের হাতে তুলে দেওয়া হয়েছে।অভাব অনটনের কারণে কাঠমিস্ত্রি হীরালাল দাস আত্মহত্যার পথ বেছে নিয়েছে বলে জানা গিয়েছে।তার মৃত্যুর সংবাদে এলাকায় গভীর শোকের ছায়া নেমে এসেছে।

বিশালগড় এর কমলা সাগরের গাবতলী এলাকায় এক যুবককে হত্যা করে মৃতদেহটি ফাঁসিতে ঝুলিয়ে রাখা হয়েছে। মৃত যুবকের নাম মানিক সরকার। ঘটনাকে কেন্দ্র করে এলাকায় তীব্র চাঞ্চল্য সৃষ্টি হয়েছে। সংবাদ সূত্রে জানা গেছে ঝুলন্ত মৃতদেহ টির পা মাটিতে লেগে রয়েছিল। তা দেখেই পরিবারের লোকজনদের সন্দেহ তাকে কেউ হত্যা করে মৃতদেহটি ফাঁসিতে ঝুলিয়ে রেখেছে। এ ব্যাপারে বিশালগড় থানায় একটি সুনির্দিষ্ট অভিযোগ দায়ের করা হয়েছে। বিশালগড় থানার পুলিশ মৃতদেহটিকে করে ময়নাতদন্তের জন্য হাসপাতাল মর্গে পাঠিয়েছে। ময়নাতদন্তের পর মৃত দেহ পরিবারের লোকজনদের হাতে তুলে দেওয়া হয়।অপর একটি সূত্রে জানা গেছে মৃত মানিক সরকার কিছুটা মানসিকভাবে বিপর্যস্ত ছিল। পুলিশ ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে। এটি অস্বাভাবিক মৃত্যু না হত্যাকাণ্ড তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে।এ বিষয়ে জানতে চাওয়া হলে পুলিশ জানিয়েছে ময়নাতদন্তের রিপোর্ট পাওয়ার পর এ বিষয়ে নিশ্চিত হওয়া যাবে।

রাজধানী আগরতলা শহর সংলগ্ন অপূর্ব প্রতাপগড় রামকৃষ্ণ পাড়ায় এক গৃহবধূ আত্মহত্যা করেছে। আত্মঘাতী ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

ভূমিকম্পে ফের কাঁপল মণিপুর তীব্রতা ৪.১

ইমফল, ৬ নভেম্বর (হি. স.)।। ফের ভূমিকম্পে কাঁপল মণিপুর। রিখটার স্কেলে ভূমিকম্পের তীব্রতা ছিল ৪.১। সকাল ৮টা ৩৬ মিনিটে ওই ভূ-কম্পন অনুভূত হয়েছে। মণিপুর-মায়ানমার সীমান্তের খুব কাছাকাছি স্থানে ভূমিকম্পের উৎপত্তি হয়েছে।

ন্যাশনাল সেন্টার ফর সিসমোলোজি-র রিপোর্ট অনুযায়ী, আজ সকাল ৮টা ৩৬ মিনিটে মণিপুর-র উখরুল-র ১৮৮ কিমি পূর্ব দিকে ভূগর্ভের ১০৬ কিমি গভীরে ভূমিকম্পের উৎপত্তি হয়েছে। মূলত, মায়ানমারের অংশেই কম্পনের উৎপত্তি বলে জানা গেছে। এদিনের, ভূমিকম্পে ক্ষয়ক্ষতির কোন ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

আবারও আক্রান্ত বাউল শিল্পী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৬ নভেম্বর।। আবারো আক্রান্ত এক বাউল শিল্পী। আমতলী থানাধীন ও এন জি সি নেতাজি নগর এলাকায় ঘর ভাড়াকে কেন্দ্র করে মারধোর করে বাড়ির মালিক যাদব সরকার বলে অভিযোগ। ঘটনা সুত্রে ভাড়াটিয়া তথা বাউল শিল্পী মন্টি আচার্যী অভিযোগ ও এন জি সি নেতাজি নগর এলাকায় যাদব সরকারের বাড়িতে ঘর ভাড়া থাকতেন। কিন্তু দীর্ঘ কয়েক মাস যাবত স্বামী বিষ্ণু আচার্যী প্রতিমাসে বাড়ির মালিক যাদব সরকারের ভাড়া প্রদান করছিলেন না। আর এরই সুত্র ধরে শুক্রবার সকালে বাড়ির মালিক যাদব সরকার এবং নরেন সরকার ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

করোনার প্রকোপেও আগরতলা আইসিপি দিয়ে পণ্য আমদানি স্বাভাবিক ছিল, কমেছে যাত্রী আসা-যাওয়া

আগরতলা, ৬ নভেম্বর (হি. স.)।। করোনা-র প্রকোপ মোকাবিলায় দেশজুড়ে লকডাউন প্রভাব ফেলেছে সর্বত্রই। বহু প্রাণ রক্ষা করা গেছে ঠিকই, কিন্তু বাণিজ্যে প্রভাব কাটিয়ে উঠতে কিছুটা সময় লাগবেই। তবে, করোনা মহামারীর মাঝেও স্বাস্থ্যকর্মী, আরক্ষা কর্মী-র পাশাপাশি প্রশাসনিক আধিকারিক-রাও কর্তব্যে অবিচল ছিলেন। তার প্রমান মিলেছে আগরতলা ইন্টিগ্রেটেড চেকপোস্ট দিয়ে বাণিজ্যিক আদান-প্রদানে। লকডাউন-র পূর্বে এবং পরে বাংলাদেশের সাথে বাণিজ্যে তেমন কোন প্রভাব পড়েনি। কারণ, সামান্য ঘাটতি রেখে বাংলাদেশ থেকে ত্রিপুরায় পণ্যের আমদানি-র পরিমান প্রায় কাছাকাছিই ছিল। শুধু, যাত্রী আসা-যাওয়ায় অনেকটা ফারাক দেখা যাচ্ছে।

ল্যান্ড পোর্ট অথরিটির ম্যানেজার দেবাশীষ নন্দী জানিয়েছেন, করোনা মহামারীর মাঝেও ইন্টিগ্রেটেড চেকপোস্ট দিয়ে বাণিজ্যিক আদান-প্রদানে কোন ব্যাঘাত ঘটতে দেওয়া হয়নি। তাই, বাংলাদেশ থেকে পণ্য আমদানি প্রায় স্বাভাবিক রয়েছে। তিনি জানান, ২০১৯-২০ অর্থ বছরে বাংলাদেশ থেকে ত্রিপুরায় ৫৮৫.৫৪ কোটি টাকা মূল্যের পণ্য আমদানি হয়েছে। তেমনি, ০.৩৭৪ কোটি টাকার পণ্য ত্রিপুরা থেকে রফতানি হয়েছে। তাঁর কথায়, গত অর্থ বছরে ১৩৩৬৬টি গাড়িতে বাংলাদেশ থেকে পণ্য এসেছে। সেই তুলনায় ৫টি গাড়িতে বাংলাদেশে পণ্য রফতানি হয়েছে। সাথে যোগ করেন, বাংলাদেশ থেকে ১ লক্ষ ৭২ হাজার ৭৩৮ জন ত্রিপুরায় এসেছেন এবং ১ লক্ষ ৫৫ হাজার ৪১৫ জন ত্রিপুরা থেকে বাংলাদেশে গিয়েছেন।

একইভাবে লকডাউন চলাকালীন সময়ে বাংলাদেশের সাথে আগরতলা ইন্টিগ্রেটেড চেকপোস্ট দিয়ে বাণিজ্যিক আদান-প্রদান এবং যাত্রীদের আসা-যাওয়ার তথ্য দিয়েছেন তিনি। দেবাশীষবাবু বলেন, গত ২৪ মার্চ থেকে ৩১ অক্টোবর করোনা-র প্রকোপে লকডাউন-এ আইসিপি দিয়ে পণ্য আমদানি রফতানি বন্ধ ছিল। তেমনি কোন যাত্রী বাংলাদেশ থেকে আসতে পারেননি। কিন্তু, ত্রিপুরায় অবস্থানরত বাংলাদেশী নাগরিক দেশে ফিরে গিয়েছেন। ওই সময়ে ১৫৫ জন যাত্রী বাংলাদেশে ফিরে গেছেন। তাঁর কথায়, এপ্রিল থেকে পণ্য আমদানি শুরু হয়েছে ঠিকই। কিন্তু, বাংলাদেশে এপ্রিল ও মে দুই মাস ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

বৃষ্টিতে ফসলের ব্যাপক ক্ষতি তেলিয়ামুড়ায়

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৬ নভেম্বর।। সম্প্রতি বৃষ্টির ফলে তেলিয়ামুড়া মহকুমায় ব্যাপক ক্ষতির সম্মুখীন কৃষকরা। এই মরশুমের ফসল ঘরে তুলতে না পেরে মাথায় হাত কৃষকদের। সরকারি সাহায্য না পেলে সংসার চালানো কঠিন হয়ে পড়বে কৃষির উপর নির্ভরশীল পরিবারগুলির। জানা যায় বর্তমানে শীতের শুরুতেই ধান সহ বিভিন্ন শীতকালীন কৃষিজ সবজি বাজারে বিক্রি করে লাভের মুখ দেখে কৃষকরা। কিন্তু সম্প্রতি বর্ষণের ফলে ধান সহ কৃষিজ ফসল ক্ষেতেই নষ্ট হয়ে গেছে। তেলিয়ামুড়া মহাকুমার কৃষি ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

পশ্চিমবঙ্গে রাজনীতিতে অপরাধের প্রবেশ নিয়ে সরব হলেন অমিত শাহ

কলকাতা, ৬ নভেম্বর (হিস) ।। পশ্চিমবঙ্গে রাজনীতিতে অপরাধের প্রবেশ হয়েছে। শুক্রবার কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ কলকাতায় ইজেডসিসি-র এক সভায় এই মন্তব্য করেন।

প্রত্যাশিতভাবেই এদিন শাহের নিশানায় ছিলেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ও তৃণমূল কংগ্রেস। শাহ বলেন, 'মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের শাসনে প্রশাসনিক অবক্ষয়ের নতুন যুগের সূচনা হয়েছে। উনি প্রশাসনের সম্পূর্ণ রাজনীতিকরণ করেছেন। রাজনীতির অপরাধীকরণ করেছেন। আর দুর্নীতিকে প্রাতিষ্ঠানিক রূপ দিয়েছেন। সম্ভবত আর কোনও রাজ্যে তিনটি জিনিস একসঙ্গে ঘটেনি। এর মধ্যে একটাও কোথাও ঘটে থাকলে রাজ্যের পতনের জন্য তা দায়ী থাকত। এখানে তিনটে

জিনিই মমতাদি খুব সফল ভাবে চালু করেছেন। করোনা ও আমফানের ত্রাণেও তৃণমূল দুর্নীতি করতে ছাড়েনি'।

শাহের দাবি, 'তোষণের ফলে বাংলার বিপুল অংশের জনগণের মনে তাঁরা দ্বিতীয় শ্রেণির নাগরিক কি না সেই প্রশ্ন জাগতে শুরু করেছে। তোষণ এমন জায়গায় পৌঁছেছে যে বাংলায় তিন রকমের আইন চালু হয়েছে। এক ধরণের আইন ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

অরণ্যকে নির্ভর করে পর্যটন কেন্দ্র গড়ে তোলার উপর গুরুত্ব দিয়েছে সরকার ঃ উপমুখ্যমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৬ নভেম্বর।। অরণ্য ও তার সবুজ প্রকৃতি সবসময়ই পর্যটকদের কাছে আকর্ষণীয়। তাই অরণ্যকে কেন্দ্র করে পর্যটন কেন্দ্র গড়ে তোলার উপর গুরুত্ব দিয়েছে সরকার। আজ দক্ষিণ ত্রিপুরা জেলার রাজনগর ব্লকে নবরূপে সজ্জিত বরদোস ইকো পার্কের আনুষ্ঠানিক সূচনা করে উপমুখ্যমন্ত্রী যীষ্ণু দেববর্মা একথা বলেন।

অনুষ্ঠানে উপমুখ্যমন্ত্রী আরও বলেন, রাজ্য সরকার পর্যটন শিল্পের উন্নয়নকে অগ্রাধিকার দিয়েছে। যাতে এই শিল্পের সাথে জনগণকে যুক্ত করে তাদের আর্থ সামাজিক মানোন্নয়ন করা যায়। এই অ'লে অবস্থিত ত'ষ্ণা অভয়ারণ্য, প্রজাপতি পার্ক, বরদোস পার্ক, ভারত-বাংলা মৈত্রী পার্ককে কেন্দ্র করে ভালো ট্যুরিষ্ট সার্কিট গড়ে তোলা যেতে পারে।

তিনি আরও বলেন, রাজ্য সরকার জনগণের কল্যাণে বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কর্মসূচি বাস্তবায়িত করছে। এতে জনগণ উপক'ত হচ্ছেন। তিনি বলেন, দক্ষিণ ত্রিপুরা জেলায় এম জি এন রেগাতে এখন পর্যন্ত গড়ে ৫৪.১৭ শ্রমদিবসের কাজ হয়েছে।

অনুষ্ঠানে দক্ষিণ ত্রিপুরা জিলা পরিষদের সভাধিপতি কাকলি দাস দত্ত, বিধায়ক শংকর রায়, বিধায়ক অরুণ চন্দ্র ভৌমিক, সহকারি সভাধিপতি বিভীষণ চন্দ্র দাস, রাজনগর প'ায়েত সমিতির চেয়ারম্যান তপন দেবনাথ, জেলাশাসক দেবপ্রিয় বর্ধন, জেলা বনাধিকারিক সীব দাস প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন। বরদোস ইকো পার্কটি ২৭ হেক্টর এলাকাজড়ে গড়ে তোলা হয়েছে।

পণের টাকা না আনায় গর্জিতে স্ত্রীকে মারধর ও হত্যার চেষ্টা

নিজস্ব প্রতিনিধি, উদয়পুর, ৬ নভেম্বর।। পণের টাকা চেয়ে স্ত্রীকে মারধর ও প্রাণে মেরে ফেলার চেষ্টা,। ঘটনা আর কে পুর থানাধীন গর্জি আউট পোষ্টের অন্তর্গত উত্তর কালাবনে। খবরে প্রকাশ, গত এক যুগ বারো বছর আগে উদয়পুর ১ নং ফুলকুমারী নিবাসী প্রদীপ পাল হিন্দু ধর্মীয় শাস্ত্রে নগদ অর্থ ৩৫ হাজার টাকা নগদ পণ সহ আসবাসপত্র দিয়ে মেয়েকে বিয়ে দেন উত্তর কালাবনের নারায়ণ পালের ছেলে প্রদীপ পালের সহিত।

প্রদীপ পাল গর্জি ফাঁড়ি থানার অন্তর্গত দাতারাম পুলিশ ক্যাম্পে এসপিও পদে কর্মরত রয়েছে। বিয়ের এক বছর পর থেকেই শাশুড়ি শশুর এবং জামাই মিলিতভাবে প্রতিনিয়ত মারধর করতো পণের দাবিতে। একইভাবে গত ২০ অক্টোবর নগদ ৫০ হাজার টাকা বাপের বাড়ি থেকে নিয়ে আনার দাবি করে স্ত্রীকে মারধর করে মেরে ফেলার চেষ্টা করে স্বামী ,শ্বশুর এবং শাশুড়ি। পরবর্তী সময় স্বামীর বাড়ি থেকে পালিয়ে গিয়ে বাপের বাড়িতে পুরো ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

অফিসারদের নৈতিকতা ও মূল্যবোধের পাঠ প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী মানিক সরকারের

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৬ নভেম্বর।। অফিসারদের নৈতিকতা ও মূল্যবোধের পাঠ দিলেন প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী তথা বিরোধী দলনেতা মানিক সরকার। তারা দায়িত্ব ভুলে গেলে মানুষ আস্থা হারাবেন, সতর্কতার সুরে একথা জোর দিয়ে বলেন তিনি। মূলতঃ পশ্চিম জেলা পুলিশ সুপারের সাংবাদিক সেম্মেলনকে তোতাপাখীর বুলি হিসেবে ইঙ্গিতে বোঝাতে গিয়ে মানিক সরকার এভাবেই কটাক্ষ করেছেন।

পশ্চিম জেলার পুলিশ সুপার গতকাল সাংবাদিক সম্মেলন করে অপরাধ প্রবণতা হ্রাস পেয়েছে বলে যে দাবি করেছেন তা খন্ডন করে দিলেন। তিনি বলেন থানায় মামলা হলে আক্রমণকারীরা পাল্টা হুমকি দিচ্ছে। পুলিশকে একই রকম ভাবে হুমকি দেয়া হচ্ছে বলে অভিযোগ করেন বিরোধী দলনেতা মানিক সরকার। মহিলা শিশু এর থেকে রেহাই পাচ্ছে না।

আইনজীবীরা সওয়াল জবাব করতে গিয়ে আদালত চত্বরে আক্রান্ত হচ্ছে। এই পরিস্থিতিতে যেসমস্ত হিসেব-নিকেশ দেওয়া হচ্ছে তা সঠিক নয়। প্রতিশ্রুতি রক্ষা করছে ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

বাঁশ দিয়ে তৈরি মোমবাতি বাজারজাতকরণের সূচনা

আগরতলা, ৬ নভেম্বর (হি.স.)।। বাঁশ দিয়ে প্রদীপ তৈরি হয়েছে ত্রিপুরায়। আজ স্ব-সহায়ক গোষ্ঠীর তৈরি ওই প্রদীপ বাজারজাতকরণের সূচনা করলেন মুখ্যমন্ত্রী। অভিনব ওই আবিষ্কার দেখে বাকরুদ্ধ হয়ে পড়েছেন তিনি। ওই সৃষ্টির জন্য স্ব-সহায়ক গোষ্ঠীর প্রশংসা করে মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব বলেন, আজ সত্যিকার অর্থেই প্রধানমন্ত্রীর ভোকাল ফর লোকাল স্লোগান সফলতা অর্জন করেছে। তাই তিনি চাইছেন, আলোর উৎসব দীপাবলিতে পরিবেশ বান্ধব এই প্রদীপ আলোকিত করুক সমগ্র ত্রিপুরাকে।

সিপাহিজলার নলছড় এলাকায় স্ব-সহায়ক গোষ্ঠী বাঁশ দিয়ে প্রদীপ তৈরি করেছে। মহিলাদের দ্বারা পরিচালিত ওই স্ব-সহায়ক দল বিভিন্ন আকৃতির প্রদীপ তৈরি করে রীতিমতো চমক দিয়েছে। ওই প্রদীপের কলা-কৌশলী এতটাই আকর্ষণীয় যে ক্রেতাদের টানতে অসুবিধা হবে না বলে মনে করা হচ্ছে। ওই স্ব-সহায়ক গোষ্ঠীর জনৈক সদস্যা জানিয়েছেন, বাঁশের উপর বিভিন্ন ধরনের নকশা তৈরি করা হয়েছে। তার ভেতরে মোম দিয়ে সলতে রাখা হয়েছে। ওই মোম গলে গেলেও পুনরায় ব্যবহারযোগ্য থাকবে প্রদীপটি। তিনি বলেন, ৬০ টাকা থেকে ৯০ টাকা পর্যন্ত দর নির্ধারিত করা হয়েছে একেকটি মোমবাতির। যেমন আকার সেই অনুপাতেই দাম নির্ধারিত হয়েছে। তাঁর বক্তব্য, চাহিদা অনুযায়ী উৎপাদনে আমরা সক্ষম।

এদিন সচিবালয়ে মুখ্যমন্ত্রীর হাত দিয়ে বাঁশের প্রদীপ বাজারজাতকরণের সূচনা হয়েছে। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, স্থানীয় শিল্পীরা পরিবেশবান্ধব প্রদীপ তৈরি করেছেন। সারা রাজ্যে ওই প্রদীপ ব্যবহৃত হবে। ওই প্রদীপ তৈরিতে স্ব-সহায়ক গোষ্ঠীগুলিকে উৎসাহ দেওয়া এবং অর্থনৈতিক সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেবে ত্রিপুরা সরকার।

মুখ্যমন্ত্রীর কথায়, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী বাঁশের প্রতি আরও বেশি নজর দিতে বলেছেন। তাই বাঁশকে বনজ সম্পদের তালিকা থেকে বের করে দেওয়া হয়েছে। ফলে এখন বাঁশ বিক্রির জন্য বন দফতরের অনুমোদনের প্রয়োজনীয়তা নেই। তিনি বলেন, প্রধানমন্ত্রী স্বয়ং ব্যাম্বো মিশনের নজরদারি রাখছেন।

মুখ্যমন্ত্রীর দাবি, কর্মসংস্থান এবং পরিবেশ বান্ধব হিসেবে বাঁশ একটি ব্যতিক্রমী উপাদান। কারণ, খুব অল্প সময়ে বাঁশ পরিপূর্ণ আকার ধারণ করে। সেই বাঁশ কেটে ব্যবহারের পর পুনরায় বাঁশ উৎপন্ন হয়ে যায়। তাতে বাঁশ দিয়ে শিল্প স্থাপন ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

বাংলাদেশ থেকে অসম যাওয়ার পথে নাইজেরিয়ার তিন যুবক ধৃত

নিজস্ব প্রতিনিধি, চুরাইবাড়ি, ৬ নভেম্বর।। ফের আবার বাংলাদেশ থেকে সীমান্ত টপকে উত্তর জেলার পুলিশের চোখে ধুলো দিয়ে পাশ্ববর্তী রাজ্য অসমে প্রবেশের মুখে অসম চুড়াইবাড়ি পুলিশের হাতে ধরা পড়ল তিন নাইজেরিয়ান যুবক। জানা গেছে ধৃতরা আজ বিকালে ধর্মনগর থেকে এএস২৪সি-৯৯৫ নম্বরের নেটওয়ার্ক ট্রাভেলসে চড়ে অসমের গুয়াহাটি যাবার উদ্দেশ্যে ছিল।

কিন্তু অসমের করিমগঞ্জ জেলার অসম চুরাইবাড়ি ওয়াচ পোষ্টের পুলিশের রুটিন তল্লাশিতে তারা ধরা পড়ে যায়।এ মর্মে পুলিশ ওয়াচপোষ্ট ইনচার্জ মিন্টু শীল জানান। তাদের সঙ্গে ভারতীয় মুদ্রায় ছয় হাজার পাঁচশো পঞ্চাশ টাকা ছাড়াও ১০০ আমেরিকান ডলার পাওয়া গেছে।তবে তাদের সাথে বৈধ কোনও কাগজ পত্র পাওয়া যায়নি।

আগামীকাল ধৃতদের করিমগঞ্জ সিভিল আদালতে প্রেরণ করা হবে।প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে এই রুট দিয়ে বিগত দিনে অসমে প্রবেশের ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

জাগরণ আগরতলা ▫ বর্ষ-৬৭ ▫ সংখ্যা ৩২ ▫ ৭ নভেম্বর
২০২০ ইং ▫ ২১ কার্ত্তিক ▫ শনিবার ▫ ১৪২৭ বঙ্গাব্দ

বিধির বিধান

জন্মিলে মরিতে হইবে ইহা নিয়া কোন দ্বিধা নাই। জন্ম-মৃত্যু বিধির বিধান। ইহা অগ্রাহ্য করিবার উপায় নাই। সৃষ্টির সর্বশ্রেষ্ঠ জীব মানুষ। মানুষ বিশ্বকে জয় করিবার জন্য নানা প্রয়াস আদি অনন্ত কাল হইতে শুরু করিয়াছে। বিজ্ঞানের আবিষ্কাকারকে কাজে লাগাইয়া মানুষ বহু দূর অগ্রসর হইয়াছে। কিন্তু মৃত্যু রোধ পরিবার ক্ষমতা হয় নাই। নানা ব্যাধিতে আক্রান্তত হইয়া মানুষ মৃত্যুর কোলে ধাবিত হইতে বাধ্য হইতেছে। বর্তমানে করোনা ভাইরাস সংক্রমণ গোটা বিশ্বকে তছনছ করিয়া দিয়াছে। এই ভয়ঙ্কর প্রবণতা হইতে রক্ষা করিবার জন্য জীবন বাজি রাখিয়া কাজ করিতেছেন চিকিৎসকরা। সেই কারণেই মানব সমাজের কাছে চিকিৎসকরা ঈশ্বর সমতুল্য।

মৃত্যুভয় উপেক্ষা করিয়া চিকিৎসকরা

দুমড়ে-মুচড়ে যাওয়া বাতিস্তম্ভেও আলো জ্বালেন বাবুই পাখির ঘর সাজানোর মতোই। সেই অসম যুদ্ধের সৈনিকদের সমাজ সাধারণত মনে রাখে না। এটাই বাস্তব। এ যেন ওঁদের করারই কথা ছিল! শুধু আলো জ্বালানোই নয়, ঝড় থামানোর অলৌকিক ক্ষমতা কেন বা ওঁদের থাকবে না, দাবি করে সমাজ।বিপুল প্রতিকূলতার মুখে দাঁড়িয়েও যাঁহারা চেষ্টা করে চলিয়াছেন আরও অনেক মানুষের প্রাণ বাঁচানোর সেই চিকিৎসক, স্বাস্থ্যকর্মীরা কেন লড়িতেছেন এই অসম লড়াই? শুধুই চাকরির দায়ে? জীবিকার বাধ্যবাধকতায়? না। দায়িত্ব পালনের নতুন ইতিহাস লেখার তাগিদ তাঁহাদের প্রাণিত করে।

চিকিৎসা-পেশার প্রত্যেকে ঠিক এই মুহূর্তে এক প্রবল মরুঝড়ের মুখোমুখি বুক চিতিয়ে লড়িতেছেন করোনাভাইরাসের বিরুদ্ধে। এই লড়াইয়ের স্বরূপ আরও এক বার স্মরণ করিয়ে দিই: এখানে শত্রুর রূপ এখনও অদৃশ্য, তার চলন প্রায় অজানা, আর সৈনিকের টর্চের আলো এখনও অনুজ্জ্বল। লড়াইটা তাই একান্তই আদিম। অন্ধকারে, প্রায় খালি হাত-পায়ে শত্রুর নাক-চোখ-মুখ হাতড়ে, ঘ্রাণ নিয়ে যুঝে যাওয়ার মতো শক্ত কাজ এই লাইন অব কন্টোলে দাঁড়াইয়া শিরদাঁড়া সোজা রাখিয়া করে চলিয়াছেন ডাক্তার, নার্স ও প্রতিটি সহযোগী স্বাস্থ্যকর্মী। যুদ্ধ জয়ের পদ্ধতি-প্রকরণ এখনও বিজ্ঞান পরিষ্কার অক্ষরে আমাদের হাতে তুলিয়াা দিতে পারেনি। যদিও প্রতি মুহূর্তে বিজ্ঞানের নানান প্রাঙ্গণে চেষ্টা চলিয়াছে অক্লান্তত।

এই চিকিৎসক-স্বাস্থ্যকর্মীরা নিয়মিত খবর পাইতেছেন, মারণ-ভাইরাস কতাঁদের কোনও না কোনও সহকর্মীর প্রাণ। কেন, কারণটা তাঁরা বিলক্ষণ জানেন। তাঁদের মাথার উপরে বর্ষার মেঘের মতো শঙ্কা জমে আছে, কিন্তু তাঁহাদের পথচলা থামিয়া নেই। সব ক্লান্তি ভুলে, আত্মজন বিয়োগব্যথায় ভাঙা বুক আবার সাহসে বেঁধে নিচ্ছেন। কেন? সংবাদপত্রের পাতায়, টেলিভিশনের স্ক্রিনে যখন চোখে পড়ে এই চিকিৎসক-স্বাস্থ্যকর্মীদের মৃত্যুর খবর, তাহাতে কি সেই মানুষগুলোর মুখ ফুটে ওঠে? না কি, আমরা শুধু রণক্ষেত্রে মৃত সেই জওয়ানের উর্দিটুকুই দেখি? ইউনিফর্মের আড়ালে ব্যক্তিমানুষটির অসহায়তা, নিঃস্ব হতে বসা পরিজনের ভবিষ্যৎ ভাবনা অনালোচিত থেকে যায়? কফিনবন্দি সহকর্মীর শবদেহে সম্মাননা জানানোর প্রথাগত সঙ্গীত আর প্রস্তাবনার সময় সৈনিকের শিরদাঁড়ায় যে গর্বের স্রোত বয়ে যায়, রক্তে যে ঢেউ ওঠে, তাতে পেশার মহান ঐতিহ্যে শরিক হওয়ার গর্বের দ্যোতনা থাকে। সেই ঝুরো মাটিতে ব্যক্তিগত শঙ্কার আবহ ঢাকা পড়ে যায়। এগুলি সবই যুদ্ধ জয়ের আবশ্যিক প্রেক্ষিত।

করোনার আবহে সাধারণ মানুষ যেমন আতঙ্কিত, চিকিৎসক-স্বাস্থ্যকর্মীরাও তাই। বরং দমবন্ধ অন্ধকারটা তাঁহাদেরই বেশি ঘিরিয়াছে। কারণ, বিজ্ঞানের অপরিণত অবস্থা, অনিশ্চয়তার খবরাখবর তাঁহাদের কাছেই সবার আগে আসে। পাশাপাশি তাঁহাদেরও তো সংসার আছে, আছেন পরিজন। তাঁহারাও যে রক্তমাংসের মানুষ। চোখের সামনে এক জনকে চলে যেতে দেখলে চিকিৎসক বা স্বাস্থ্যকর্মীও কিন্তু শিউরে উঠছেন। ভাবছেন, আমারও তো এই পরিণতি হইতে পারে।যদি কেউ এই মানসিক দুর্বলতাকে জয় করিয়া উঠিতে পারেন, তিনি অবশ্যই সেরা সৈনিক।নয় মাস হইয়া হয়ে গেল, যুদ্ধ চলিতেছে। আশার আলো এখনও নেই। এমনকি, সেই লগ্নও কেউ নির্দিষ্ট করিতে পারিতেছেন না। এই প্রলয়ঙ্করী অবস্থাতেও মানুষের একমাত্র ভরসা চিকিৎসক। চিকিৎসকদের ওপর ভর করে এই মানবসভ্যতা বাঁচিয়ে থাকার আপ্রাণ প্রচেষ্টা জারী রাখিয়াছে।

মমতা গায়ের জোরে আসেনি মানুষের জোরে গণআন্দোলন জোরে ক্ষমতায় এসেছে, তোপ তৃণমূলের

কলকাতা,৬ নভেম্বর (হি স): একুশের নির্বাচনের আগেই রাজ্য সফরে আসেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ। শুক্রবার একগুচ্ছ কর্মসূচি নিয়ে কলকাতায় আসেন অমিত শাহ। এরপর বিকেলে সাংবাদিক সম্মেলন করে "বাংলার মানুষের মনে অনেক প্রত্যাশা ছিল। মা-মাটি-মানুষের সরকার এখন তুষ্টিকরণের সরকার" তৃণমূলের বিরুদ্ধে তোপ দাগেন অমিত শাহ। আর তারপরেই তৃণমূল ভবন থেকে রাজ্যসভার তৃণমূল সাংসদ সুখেন্দুশেখর রায় সাংবাদিক বৈঠক করে "মমতা গায়ের জোরে আসেনি মানুষের জোরে গণআন্দোলন জোরে ক্ষমতায় এসেছে" বলে সুর ছড়ান।

এদিন সকালে দক্ষিণেশ্বর মন্দিরে পুজো দেয় অমিত শাহ। সেই প্রসঙ্গ টেনে রাজ্যসভার তৃণমূল সাংসদ সুখেন্দুশেখর রায়ের বক্তব্য, "দক্ষিনেশ্বরের মায়ের মূর্তির সামনে অমিতের মুখে রাজনীতির কথা। মানুষ তৃণমূলের বিরুদ্ধে কিভাবে বিমানবন্দর নেমে বুঝলেন? গোটা ভারত দেখছে কিভাবে বিরোধীদের উপর অভিযান চলছে। আমাদের একমাত্র কর্মসূচি উন্নয়ন। মমতা গায়ের জোরে আসেনি মানুষের গণআন্দোলন জোরে ক্ষমতায় এসেছে। আমাদের একমাত্র কর্মসূচি উন্নয়ন। রাজনৈতিক দুর্বৃত্তায়নের কথা বলছেন দিল্লিতে কি হয়েছিল? শুধুই বিভ্রান্তি ছড়ানোর চেষ্টা করছে বিজেপি"।

চন্দননগরের জগদ্ধাত্রী পুজো নিয়ে প্রশাসনিক বৈঠক

হুগলী,৬ নভেম্বর (হি.স.) চন্দননগরের জগদ্ধাত্রী পুজোর সেন্ট্রাল কমিটির পুলিশ প্রশাসন ও পুজো কমিটি গুলোকে নিয়ে চন্দননগর রবীন্দ্রভবনে এক আলোচনা সভা আয়োজন করা হয়।

শুক্রবার সন্ধ্যায় আলোচনা সভায় সিদ্ধান্ত নেওয়া হল এ বছর চন্দনগরের বিখ্যাত জগদ্ধাত্রী পুজোতে কোন রকম আলোকযাত্রা সহকারে শোভাযাত্রা করা হবে না।মানকুন্ডু ও চন্দননগর মিলিয়ে সব কটি পুজো কমিটি গুলি কোভিত প্রটোকল মেনে পুজো করবে।মন্ডপের ভেতরে একসাথে পনেরো জনের বেশি জমায়েত করা যাবে না। প্রতিটি মন্ডপের প্রবেশ দ্বারে স্যানিটেজেশনে ব্যাবস্থা করতে হবে। মন্ডপে সবার মাস্ক থাকা বাধ্যতামুলক। কোভিড সচেতনতায় পুজো কমিটি গুলি লাগাতার মাইকে প্রাচর করবে। কোনরকম বিশৃংখলার সৃষ্টি হবে না বলে জানিয়ে দিলেন চন্দননগর পুলিশ কমিশনারের ডঃ হুমায়ুন কবির আজ এই সভায় উপস্থিত ছিলেন রাজ্যের মন্ত্রী তথা চন্দননগরের বিধায়ক ইন্দ্রনীল সেন উপস্থিত ছিলেন জিসিপি তথাগত বসু সহ সমস্ত পুলিশ আধিকারিক বৃন্দ ও সমস্ত পূজা কমিটির সদস্য সদস্যবৃন্দরা।

ভাষার জীবনীতে লিখতেই হবে মহামারীর কথা

রঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়

করোনা মহামারী বাংলার ভাষাকেও রেহাই দিল না কিন্তু এবং সেটাই স্বাভাবিক। বিশেষ করে বাহালির মুখের ভাষায় ঘটল এই মহামারীর অমোঘ, অনিবার্য সমক্রমণ। এই প্রসঙ্গে অনেকের নিশ্চয়ই মনে পড়বে, সুপণ্ডিত, সুলেখক ভাষাবিদ মেলভিন ব্র্যাগের বিখ্যাত গ্রন্থ গ্য অ্যাডভেঞ্চার অফ ইংলিশ বায়োগ্রাফি অফ আল্যাংগুয়েজ' একটি ভাষার জীবনী। অত্যন্ত সুখপাঠ্য এই বইয়ে অবিশ্যি বিশেষভাবে ইংরেজি ভাষার কথা লেখা। যুগে যুগে বিচিত্র মহামারী এবং মানব ইতিহাসের নানা বিপুর্যয়ের মধ্য দিয়ে ইংরেজি ভাষার অভিযানের কাহিনীর উপরেই বেশি জোর দিয়েছিলেন মেলভিন। বইটি পড়ার পর করাও কারও মনে মহামারীর মধ্যে বাংলা ভাষার অভিযানের গল্প লিখতে ইচ্ছা হতেই পারে।

মেলভিনের বইয়ের বিষয় ইংরেজি ভাষার অ্যাডভেঞ্চার হলেও তাঁর বিশেষ মৌলিক বার্তাটি হল, মহামারীর সঙ্গে ভাষার যুগ যুগান্তরের সম্পর্ক। কোনও ভাষার জীবনী লিখতে তাই একান্তভাবে জানার প্রয়োজন সেই ভাষা কতগুলি মহামারির ভিতর দিয়ে বয়ে এসেছে। ভাষার সঙ্গে নদীর এখানেই বড় মিল। নদী যুগ যুগান্তর ধরে বহন করছে মানব বিপর্যয়ের নিরন্তর স্মৃতি। কিন্তু ভাষার সঙ্গে নদীর পার্থক্য হল, মহামারী যত রিক্ত করে মানুষকে, তত সমৃদ্ধ করে মানুষের ভাষা। নদীর নির্বেদ ভাষায় বর্তমানি। প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের মধ্যে মানুষে বুঝে না, আমরা জানি না। তার অবিরল স্রোতের নির্মোহে অন্তত ছায়া ফেলে না কোনও মহামারী। যদিও শবদেহ ভেসে যায় নদীর স্রোতেই। নদীর ঘটেই জ্বলে ওঠে শয়ে শয়ে মানুষের চিতা। কিন্তু মানুষের ভাষা কী স্বার্থপর। এমনই ইঙ্গিত করেন ভাষাবিদ মেলভিন। মানুষের সর্বনাশে কিছুই এসে যায় না মানুষের ভাষার। বরং মহামারী, মড়কের মতো পারিব্যাপ্ত নাশ জুগিয়ে চলে ভাষাকে পুষ্টির অন্তস্রোত। নতুন নতুন শব্দ আসে, জড়ো হতে থাকে ভাষার ভাঁড়াবে। ভাষার স্বাস্থ্যে সঞ্চারিত হয় নতুন এনার্জি শক্তি তৎপরতা চাকচিক্য। মজার ব্যাপার হল, মহামারীর মধ্যে মানুষ যত হারায় তার স্বাভাবিক প্রাণন, দ্রুতি, সঞ্চার ভাষা যেন ততই ঝিলিয়ে ওঠেন নতুন চলনে, বলনে, গঠনে।

প্রশ্ন হল, মহামারীর মতো বিপর্যয়ের ছোঁয়াচ কি ভাষাতে লাগবেই? আর সেই সংক্রাম কি ভাষার পক্ষে সবসময়েই ভাল? ঠিক তাই। এই ছোঁয়াচ লাগবেই। এবং এই সংক্রমণ ভাষার পক্ষে প্রায় সবসময়েই ভাল। মানুষের প্রতি তার ভাষার বিশ্বাসঘাতকতা সবথেকে বেশি হয়তো এখানেই। ভাষা শুয়ে নেয় মহামারীর সংক্রমণ। অনেকটা বাদুড় খাওয়া মানুষের মতো। যে বাদুড় থেকেই শোনা যাচ্ছে করোনা ভাইরাসের প্রাদুর্ভাব, সেই বাদুড় আবার বহু মানুষের রোচক খাদ্য। তেমনই করোনা ভাইরাসের সংক্রম থেকেই বিশেষ উপকৃত হচ্ছে বাংলা বাষা। মেলভিন সাহেবের অব্যর্থ ইঙ্গিত মহামারীর উপাদেয়, উপকারী সংক্রমণ থেকে ভাষাকে বাঁচানোর চেষ্টা বোকামি ও বৃথা। মেলভিন যেন তাই চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিচ্ছেন নেই এমন কোনও নিরন্ধ্র মাস্ক বা মুখচ্ছদ, নেই এমন কোনও কল্পনার করাণ এমন কোনও অপরাজেয় স্যানিটাইজার যা রুখে দিতে পারে ভাষার শরীরে মহামারীর প্রভাব ও প্রকোপ। কারণ, ভাষা যে নিজেই আগ্রহী খুলে ফেলতে মাস্ক ছুড়ে ফেলতে দস্তানা, নষ্ট করতে সব শুদ্ধিকরণ এবং মহানন্দে শুষে নিতে মহামারীর সংক্রম। তাই ভাষার জীবনীতি লিখতেই হবে মহামারীর অবদানের কথা। জানাতেই হবে, যতদূর সম্ভব নির্লিপ্তভাবে, মহামারী কীভাবে যুগ যুগ ধরে লক্ষ লক্ষ মানুষের শবদেহের উপর দিয়ে, উপহার দিয়েছেন মানুষেরই ভাষাকে নবজন্ম। মহামারীর সঙ্গে ভাষার এই নিগুঢ় সম্পর্কের কৌণিকতা ভাষার জীবনী লেখককে বুঝতেই হবে।

> কারণ, ভাষা যে নিজেই আগ্রহী খুলে ফেলেতে মাস্ক, ছুড়ে ফেলতে দস্তানা, নষ্ট করতে সব শুদ্ধিকরণ এবং শুষে নিতে মহামারীর সংক্রমণ। মেলভিন ব্র্যাগের বিখ্যাত গ্রন্থ 'দ্য অ্যাডভেঞ্চার অফ ইংলিশ'-এর মৌলিক বার্তাটি হল, মহামারীর সঙ্গে ভাষার যুগ-যুগান্তরের সম্পর্ক। কোনও ভাষার জীবনী জানতে প্রয়োজন সেই ভাষা কতগুলি মহামারীর ভিতর দিয়ে এসেছে। প্রায় তিনশো বছর ফরাসি শাসনের পর প্লেগের মহামারী ইংরেজতে ফিরিয়ে দিয়েছিল ইংরেজের ভাষা। যদিও, সেখানে ফরাসি প্রভাব ততদিনে ছয়লাপ। বাংলা ভাষাও কি গাই খাচ্ছে করোনাদাপটে?

ইংরেজি বাষার কথাই ধরা যাক, লিখছেন মেলভিন ব্র্যাগ। ১০৬৬ সাল। ইংল্যান্ডের রাজা হ্যারল্ডকে যুদ্ধে হারিয়ে তহ্যা করল নরম্যান্ডিব ইউলিয়াম। ইংল্যান্ডে শুরু হল ফরাসি শাসন। ফরাসি ভাষার কেতন উড়ল ইংল্যান্ডে। এরপর ৩০০ বছর ধরে ক্রমাগত ফরাসি ভাষার চাপে ক্রমাগত দুর্বল হতে হাতে ইংরেজি বাষা হয়ে পড়ল মুমুর্ষু এমন সময় ১৩৪৮ সালে আচমকা ইংল্যান্ডের বন্দরে ভিড়ল জাহাজ ভর্তি ব্ল্যাক ডেথ। সাধারণ ইঁদুর বা র‍্যাট নয়। ভীষণদর্শন।

রোডাল্ট ইঁদুর যাদের নাম কালো মৃত্যু। জাহাজ থেকে পিলপিল করে বেরিয়ে এচা ঢুকে পড়ল ইংল্যান্ডবাসীর ঘরে ঘরে। এবং ছড়িয়ে দিল মারাত্মক বিউবনিক প্লোগের বীজানু, শহরেই বেশি ছড়াল। চার্চে চার্চে ধ্বনিত হল এই বার্তা, শহরেই পাপ বেশি। বেশ্যাদের পাপ। শুরু হল হোর হুইপিং। যাতে কমে প্লোগের প্রকোপ। নারী নয়, ইঁদুর—একথা বিশ্বাস করাবে কে? যাই হোক দলে দলে মরতে লাগল মানুষ। কোনও প্রার্থনা বা মহৌষধ থামাতে পারল না মড়ক। যেসব মানুষ মরছে, দেখা গেল তাদের মধ্যে ধনী, অভিজাত, ক্ষমতাবান ফরাসি ও ইংরেজের সংখ্যাই বেশি, সমাজের তলানি মানুষ, গ্রামের গরিব মানুষ কম মারা গেল।

ফলে মহারমারী শেষে দেখদিল এক নতুন ইংলান্ড। এই নতুন ইংল্যান্ডে ইংরেজি ভাষা ফিরে পেল তার হারানো পরিসর ও প্রবাব। এবং দেখা গেল এই ফিরে আসা ইংরেজি যার শরীর থেকে অনেকটাই ঝরে গিয়েছে ফারাসি শব্দ, বাক্যগঠন, ব্যাঞ্জনার প্রতিপত্তি। ১৩১৮ -তে ইংরেজের স্কুলে ফরাসির জায়গায় ফিরে এল ইংরেজি।

আইনের ভাষা থেকে বাণিজ্যের ভাষা—সবই ইংরেজি। নির্বাসিত হল ফরাসি।কিন্তু মহামারীর আগের ছবিটা ছিল এইরকম—ইংরেজের যুদ্ধেক্ষেত্রে থেকে রান্নাঘর, ফরাসির উপস্থিতি সর্বব্যাপী। তারপর কী হল? ইংরেজি সর্বনাশ ইংল্যান্ডেই। ইংরেজি বাষাকে কবর থেকে টেনে তুলল মহামারী যে মহামারী হাজার হাজার ইংরেজকে কবরে পাঠাল মোদ্দা কথা, প্লোগের মহামারী ইংরেজকে ফিরিয়ে দিল ইংরেজের ভাষা। এই ঘটনার অনেক বছর পরে আর এক মহামারী মাথায় করে, ১৫৬৪-তে জন্মাবেন ইংরেজি ভাষার স্বয়ং ঈশ্বর ---ইউলিয়াম শেক্সপিয়র যিনি ১৫৯২ এর লন্ডন দুর্দমনীয় প্লেগ আর মড়কের মধ্যে, মাত্র ২৮ বছর বয়সে, খুঁজে পাবেন নিজের ভাষাও প্রতিভার প্রথম নিশ্চিত স্বাক্ষর এবং মহামারীকে ভয় পেয়ে লন্ডনে ছাড়বেন না, থেকে যাবেন মৃত্যুমিছিলের লন্ডনে ।

করোনা বিশ্বব্যাপী মহামারী মাথায় নিয়ে কোনও বাঙালি মহাকবি জন্মাল কি না, জানি না। শুধু এইটুকু জানি, মহামারীর নিজস্ব প্রতিভা এই লকডাউনের মধ্যেই কী দ্রুত বদলে দিচ্ছে বাংলা ভাষাকে। বাংলা ভাষা, করোনার প্রভাবেই, সেজে উঠছে, নতুন শব্দে, চলনে, গঠনে। মাস্ক শব্দটি কী অনিবার্য সাবলীলতায় হয়ে উঠেছে বাংলা ভাষার অঙ্গ। মাস্ক এর জায়গায় মুখোশ। আজীবন সমাজে সংসারে মুখোশপরা বাঙালিও ভাবতে পারছে না। এতটুকু বাড়াবাড়ি হবে না যদি বলি, ভাইরাস প্যান্ডেমিক হ্যান্ডওয়াশ স্যানিটাইজার, এখন চেয়ার টেবিলের মতোই বাংলা শব্দ। মাস দুয়েক আগেও কি বাঙালি স্বপ্নেও ভাবতে পেরেছিল অনলাইন-এ মদ কিনাবে? এখন তো কী নেশায় কী পেশায় বাঙালি জীবনে অনলাইন এর হরির লুট। বাঙালি জীবনে এতদিন ছিল স্ট্রাইক, লকআউট ঘেরাও। কিন্তু ডাইনোসরাসের মতো প্রাবল্য নিয়ে বাংলা ভাষার এসে ঢুকল লকডাউন। এবং বাংলা অভিধানে তার জায়গা হল বলে। পাশাপাশি কোয়ারেন্টিই হোম আইসোলেশন সোশ্যাল ডিসট্যান্সি এবং তো বাঙালির জিভে ডাল ভাতের মতোই স্বাভাবিক।

আর বদলে সঙ্গরোধ অন্তরিন সামাজিক দূরায়ণ অসম্ভব। এই ক'দিনেই বাঙালির চোয়াল, জিভ টাগরা টনসিল সব এই ভাষাতেই দুরন্ত দুরন্ত। বাঙালি দম্পতি সদ্যজন্মানো কন্যার নাম রেখেছেন অকুষ্ঠ আধুনিকতায় করোনার। বাংলা সত্যি বদলাচ্ছে মহামারীর ধাক্কায়। (সৌজন্যে-সংবাদ প্রতিদিন)

সেবিকা সম্পর্কে যা যা জানি

অভিজিৎ তরফদার

নিম্নমধ্যবিত্ত পরিবারের মেয়ে। বাবা নেই। ছোট ছোট ভাইবোন। সংসার নিজের কাঁধে নিয়ে আক্লান্ত পরিশ্রমের পর অবেশষে অভীষ্ট অর্জন। তরুণ চিকিৎসকের সঙ্গে প্রেম ও বিবাহ।

বাংলা সিনেমার প্রথম যুগে তৈরি হওয়া সেবিকা সম্বন্ধে এমনই একটা ধারণা আপামর বাঙালির মাথায় গেঁছে গিয়েছিল।

ধারণাটা বদলাল। ক্রমশ, ঘুষ না খেলে যেমন পুলিশ হয় না, ডায়াগানস্টিক ল্যাব থেকে কমিশন না নিলে সে ডাক্তারই নয়, কোন প্রশ্ন পরীক্ষায় আসবে বলে না দিলে সে আবার শিক্ষক কীসের—এইরকম মানসিকতা যখন আমাদের গ্রাস করে নিয়েছে, সেবিকা বলতে খড়খড়ে রুক্ষ দুর্ব্যবহারকারী এবং ভুল ইনজেকশন দেওয়া এক শ্রেণির মহিলাকেই আমরা চিনতে শিখলাম।

একজন সেবিকাকে বিচার করতে বসে আমরা ভুলে গেলাম, যে আট ঘণ্টার ডিউটি হলেও বাড়ি থেকে আসা যাওয়া মিলিয়ে তাঁকে দশ থেকে বারো ঘণ্টা পরিশ্রমক করতে হয়। বাড়িতে যেটুকু সময় কাটে, তখনও অধিকাংশ ক্ষেত্রে রান্না থেকে শুরু করে গৃহস্থালীর সমস্ত কাজ তো বটেই, সন্তানদের তৈরি করে ইশকুলে পাঠানো পর্যন্ত— একটা কাজও তিনি অবহেলা করতে পারেন না। সবচেয়ে বড় কথা, হাসপাতালেও রোগীর সংখ্যার তুলনায় নার্সের সংখ্যা যেখানে হাস্যকরকময় অপ্রতুল ৯০ শতাংশ কি আর চেয়ে বেশি ভুলহীনতার সঙ্গে তিনি তাঁর কাজটি প্রতিদিন ঘড়ির কাঁটা মিলিয়ে করে চলেছেন।

কিন্তু সেবিকা যে কী অথবা কী হতে পারে, তার সঠিক পরিচয় পাওয়া গেল সংকটকালে। যেখানে রোগটা অসম্ভবরকম ছোঁয়াচে, যেখানে কেউ মারা গেলে নিকটআত্মীয় পর্যন্ত মৃতদেহ সৎকারে এগিয়ে আসছে না সংক্রমণের ভয়ে, সেখানে দিন নেই রাত নেই সেবিকারাই রোগীর পাশে দাঁড়িয়ে চেষ্টা করে চলেছেন অসুস্থ মানুষটিকে মৃত্যুর মুঠো থেকে টেনে জীবনে ফিরিয়ে আনার—এই ছবি আমরা দেখতে শুরু করলাম। উদাহরণ একটা নয়, ভুরি ভুরি। টিভি চালালে কিংবা খবরের কাগজে সেবিকাদের স্বার্থহীন আত্মত্যাগের এত বিবরণ যে সমস্তই নিছগ কল্পকথা বলে মেনে নিতে কষ্ট হয়।

হাসপাতালে চাপ এতটাই বেশিয়ে, কোথাও কোথাও টানা সাতদিনে ১৫ ঘণ্টা অবধি কাজ করে তবে ৪৮ ঘণ্টার জন্য বাড়ি যাওয়ার সুযোগ পাওয়া যাচ্ছে। শিশু সন্তানকে একবার চোখের দেখা, সেটুকুও সপ্তাহান্তে অথবা তারও পরে। কারও কারও স্বামী, সন্তান,বাবা, মা গুরুতর অসুস্থ। বাড়ির লোককে ওষুধ বুঝিয়ে দিয়ে সেকিবা ছুটছেন হাসপাতালের আরও ক্রিটিকাল রোগীর পাশে। উপযুক্ত পোশাক বা পিপিই, যা স্বাস্থ্যকর্মীকে সংক্রমণের হাত থেকে বাঁচায়, অনেক সময়ই পাওয়া যাচ্ছে না। অথচ সামনে মুমূর্ষু রোগী তার শুশ্রুয়াও ফেলে রাখা যাবে না। জীবনের ঝুঁকি নিয়েও সেবিকাকে ঝাঁপাতে হচ্ছে । ফলে পৃথিবীর প্রতিটি দেশে, এক বিশাল সংখ্যক স্বাস্থ্যকর্মী যে অসুখের চিকিৎসায় নিজেকে সঁপে দিচ্ছেন, সেই অসুখে নিজেরাই আক্রান্ত হচ্ছেন। কেউ কেউ মারাও যাচ্ছেন। এই স্বাস্থ্যকর্মীদের এক বড় অংশই নার্সিং স্টাফ।

আমরাও যে তার প্রতিদিন দিচ্ছে না তা বলা যাবে না। দেখলেই তাঁদের লক্ষ্য করে ঢিল ছুঁড়ছি। ভিটেমাটি উচ্ছেদ করে বাধ্য করছে নতুন বাবস্থান খুঁজে নিতে। জানাতে পারলে সেবিকার স্বামী সন্তানকেও অচ্ছুত করে রাখছে। এক নির্ভেজাল সামাজিক বয়কটের দিকে ঠেলে দিচ্ছে তাঁদের।

পাশাপাশি কাঁসর ঘণ্টা বাজিয়ে ফুল ছড়িয়ে তাঁদের প্রচেষ্টাকে সাধুবাদ দিতেও ছাড়ছি না। পারলে সেই সুযোগে দুরদর্শনের পর্দায় নিজেদের মুখ দেখিয়ে নিতেও ভুল করছি না। আসলে বিশ্বব্যাপী এই সংকটের সময় একটা রূপান্তর ঘটল। একটা পারশেপশনের রূপান্তর। শুয়োপোকা যেন প্রজাপতিতে উত্তীর্ণ হল। সেবিকাদের আমরা নতুন করে চিনেতে শিখলাম (অথবা শিখেও শিখলাম না) । এই উপলব্ধিই মাত্রা পায় যখন মনে পড়ে এই ১২ মে জন্মের দ্বিশবর্ষে পা দিয়েছেন এক মহামারী নারী। তিনিও ছিলেন সেবিকা । বলা উচিত সেবিকাদের শিক্ষিক।

ফ্লেরেন্স নাইটেঙ্গেল পাদপ্রদীপের নীচে এসেছিলেন ক্রিমিয়ার যুদ্ধের সময়। হাসপাতাল ভর্তি অসুস্থ আহত মানুষ তাঁর জন্যই অপেক্ষা করে থাকত। চিকিৎসকরা রাতের শেষ রাউন্ডটি দিয়ে যখন বিদায় নিতেন, একটি প্রদীপের আলোয় উদ্ভাসিত দেবিমূর্তির মতো ফ্লোরেন্স যন্ত্রাণাকাতর রোগীদের পাশে গিয়ে দাঁড়াতেন। এর আর একটি ডাইমেনশনের কথা আমরা ভুলে যাই। একজন অসুস্থ রোগকাতর মানুষের চিকিৎসা কেবলমাত্র ওষুধেই শেষ হয়ে যায় না। সে অপেক্ষা করে থাকে একটি স্পর্শের একটি উপস্থিতির। যা বয়ে নিয়ে আসে রোগমুক্তির আশ্বাস, যা অন্ধকার থেকে আলোয় উত্তরণের পথ দেখায়।

হেনরি ওয়াডসওয়ার্থ লংফেলো কবিতা লিখেছিলেন ফ্লোরেন্সকে নিয়ে দ্য লেডি ইউথ দ্য ল্যাম্প নামে অমরত্ব পেয়েছেন ফ্লোরেন্স, পরবর্তীকালে নার্সিং নিয়ে বইও লিখেছেন। আজও নার্সিং পাশ করে তাঁরাই নামে শপথ নিতে হয় সেবিকাদের। যে সেবিকার আজ জীবনকে বাজি রেখে এক অতিমারীর মোকাবিলা করছেন, তাঁদের অন্তরে কি সেই শপথ ধ্বনি হচ্ছে? না ।তাঁরা কি চোখ বন্ধ করলে 'দ্য লেডি ইউথ দ্য ল্যাম্প-এর মূর্তি দেখতে পান? না। তাহলে কীসের আশায় তাঁরা সমস্ত ফেলে হাসপাতালে পড়ে আছেন?

পড়ে আছেন একটিমাত্র আশায় বুক বেঁধে। রোগকাতর মানুষগুলি যেন সুস্থ হয়ে ওঠে। সুস্থ হয়ে ছেলে -মেয়ে স্বামী-স্ত্রী বাবা-মায়ের কাছে ফিরে যায়। তারাও যে পথ চেয়ে বসে আছে। শেষ করার আগে একটি তথ্য পাঠকের সঙ্গে শেয়ার করে নিতে চাই। ফ্লোরেন্স যে হাসপাতালে রাতের অন্ধকারে দীপশিখার মতো ঘুরে বেড়াতেন, তার নাম সেন্ট টমাস হসপিটাল। চেনা ঠেকছে? বরিস জনসনকে করোনা আক্রান্ত হয়ে ভর্তি হতে হয়েছিল। গুরুতর অসুস্থ ছিলেন জনসন। জনসনেরই জবানিতে ফল ভাল বা মন্দ যে কোনওটাই হতে পারত। হাসপাতালের নাম? সেন্ট টমাস হসপিটাল। (সৌজন্যে-সংবাদ প্রতিদিন)

সম্পাদকীয় পাতায় প্রকাশিত নিবন্ধ গুলির বক্তব্য সম্পূর্ণ লেখকদের ব্যক্তিগত অভিমত। সম্পাদক এরজন্য দায়ী নন।

শুক্রবার মহাকরণে আয়োজিত উচ্চ পর্যায়ের বৈঠকে মুখ্যমন্ত্রী। ছবি- নিজস্ব।

শুক্রবারও অন্তর্বর্তী জামিন পেলেন না অর্ণব গোস্বামী

মুম্বই, ৬ নভেম্বর (হি.স.) : আর্কিটেক্ট অন্বয় নায়েক ও তাঁর মা কুমুদ নায়েকের মৃত্যু মামলায় বৃহস্পতিবারের পর শুক্রবারও অন্তর্বর্তী জামিন পেলেন না রিপাবলিক টিভি-র সম্পাদক অর্ণব গোস্বামী। যেহেতু এই মামলায় এদিন সবপক্ষের সওয়াল হয়নি, সেকারণে আত্মহত্যায় প্ররোচনা দেওয়ার মামলায় শুক্রবার কোনও রায় দিল না বম্বে হাইকোর্ট। জানা গিয়েছে, শনিবার ফের বম্বে হাইকোর্টে সেই মামলার শুনানি হবে।

২০১৮ সালের আত্মহত্যার প্ররোচনার মামলায় 'অবৈধ গ্রেফতারি'-কে চ্যালেঞ্জ জানিয়ে বম্বে হাইকোর্টে পিটিশন দাখিল করেছেন সাংবাদিক অর্ণব গোস্বামী। আলিবাগ পুলিশ যে এফআইআর দায়ের করেছে, তা খারিজ করে দেওয়ার আর্জি জানিয়েছেন। একইসঙ্গে মামলার তদন্ত স্থগিত রাখার জন্য জরুরি ভিত্তিতে নির্দেশ জারির আর্জির পাশাপাশি অবিলম্বে তাঁকে মুক্তি দেওয়ার আবেদন করেছেন ৪৭ বছরের অর্ণব।

সেই মামলার দ্বিতীয় দিনের শুনানিতে শুক্রবার অর্ণবের পক্ষে সওয়াল করেন হরিশ সালভে এবং অবধ পন্ডা। এদিন হরিশ সালভে দাবি করেন, অভিযুক্ত এবং মৃতের মধ্যে কোনও ব্যক্তিগত সম্পর্কের বিষয়ে কেউ কিছু বলেননি। তাঁদের মধ্যে পুরোপুরি আর্থিক লেনদেন সংক্রান্ত সম্পর্ক ছিল। আর আত্মহত্যায় প্ররোচনা দেওয়ার বিষয়টি সর্বদা "সরাসরি এবং প্রত্যক্ষ" হতে হবে। একইসঙ্গে একাধিক মামলার রায় ও পর্যবেক্ষণ তুলে ধরে সওয়াল করেন অর্ণবের আইনজীবীরা।

ঘণ্টাদুয়েক সওয়ালের পর এস এস শিন্দে এবং বিচারপতি এম এস কার্নিকের বেঞ্চ বলেছে, 'আমরা বলছি যে আমরা আগামীকাল (শনিবার) শুনানি চালাব। অপর পক্ষের সওয়াল শোনা আজ সম্ভব নয়। আগামীকাল আর কিছু নেই। আমরা ১১ টার সময় শুরু করব।' শেষপর্যন্ত সালভের আর্জিতে তা একঘণ্টা পিছিয়ে দেওয়া হয়। বিচারপতি শিন্দে বলেন, "আমরা আশ্বস্ত করছি। আমরা সবার সওয়াল শুনব। আমরা সবাইয়ের (সওয়াল) না শুনে কিছু করি না।"হাইকোর্টের তরফে জানানো হয়েছে, আগামীকাল বেলা ১২ টার সময় হাইকোর্টের ডিভিশন বেঞ্চের বিশেষ শুনানি হবে। সেখানে রাজ্য সরকার এবং অভিযোগকারীর সওয়াল শুনবে হাইকোর্ট।প্রসঙ্গত, ২০১৮ সালে কনকর্ড ডিজাইনসের ম্যানেজিং ডিরেক্টর ৫৩ বছর বয়সী অন্বয় নায়েক ও তাঁর মা কুমুদ নায়েক আলিবাগে আত্মঘাতী হয়েছিলেন। মৃত্যুর আগে সুইসাইড নোটে অন্বয় নায়েক অভিযোগ করেছিলেন, অর্ণব গোস্বামী, ফিরোজ শেখ এবং নীতেশ সারদার থেকে তিনি ৫.৪০ কোটি টাকা পান। সেই টাকা না পাওয়ায় বাধ্য হয়ে আত্মহত্যা করেন অন্বয় নায়েক ও মা কুমুদ নায়েক। তবে এই ঘটনায় সেসময় তাঁর বিরুদ্ধে ওঠা যাবতীয় অভিযোগ অস্বীকার করেছিলেন রিপাবলিক সম্পাদক অর্ণব। এর দুবছর পর চলতি বছর মে মাসে মহারাষ্ট্র স্বরাষ্ট্রমন্ত্রকের নির্দেশে এই ঘটনায় আত্মহত্যায় প্ররোচনা দেওয়ার মামলা দায়ের করে মুম্বাই পুলিশ। এরপর সিআইডির তরফে এই মামলা তদন্ত শুরু হয়। এরপরই তদন্তের স্বার্থে বুধবার সকালে গ্রেফতার করা হয়েছে অর্ণব গোস্বামীকে।

আলোচনার মাধ্যমে ভারত-নেপাল দুই দেশ যাবতীয় সমস্যা মিটিয়ে নিতে পারবে : কেপি ওলি

কাঠমান্ডু, ৬ নভেম্বর (হি.স.) : আলোচনার মাধ্যমে ভারত-নেপাল দুই দেশ যাবতীয় সমস্যা মিটিয়ে নিতে পারবে। শুক্রবার ভারতীয় সেনাপ্রধান এমএম নারাভানের সঙ্গে বৈঠকের পর এমনই বার্তা দিয়েছেন নেপালের প্রধানমন্ত্রী কেপি শর্মা ওলি। শুক্রবার নেপালে প্রধানমন্ত্রীর বাসভবনে ভারতীয় সেনা প্রধানের সঙ্গে দ্বিপাক্ষিক বৈঠক করেছেন কেপি শর্মা ওলি।

বেশ কিছু দিন ধরে সীমান্ত বিতর্কের জেরে নেপাল ও ভারতের সম্পর্ক তলানিতে ঠেকেছে। সেই সম্পর্কে জোড়াতালি লাগানোর জন্যই তিন দিনের সফরে নেপালে গিয়েছেন সেনাপ্রধান এমএম নারাভানে। গতকাল তিনি নেপালের সেনাপ্রধান পূর্ণ চন্দ্র থাপার সঙ্গে বৈঠক করেন। এদিন নারাভানের বৈঠক হয় নেপালের প্রধানমন্ত্রী ওলির সঙ্গে। পরে প্রধানমন্ত্রীর বিদেশনীতি সংক্রান্ত পরামর্শদাতা রাজন ভট্টরাই টুইট করে জানিয়েছেন, ভারত-নেপালের মধ্যে দীর্ঘদিনের বিশেষ সম্পর্ক রয়েছে। সেই সম্পর্ককে শ্রদ্ধা করেন প্রধানমন্ত্রী। দুই দেশের সব সমস্যা আলোচনার মাধ্যমেই সমাধান করা হবে।অন্যদিকে নারাভানে মোদীর তরফ থেকে ওলিকে শুভেচ্ছা জানান ও দ্বিপাক্ষিক প্রতিরক্ষা সহযোগিতা বৃদ্ধিতে কাজ করবেন বলে জানান। শুক্রবার নেপালের সেনা কম্যান্ডে গিয়ে প্রশিক্ষণরত ছাত্রদের সঙ্গে কথা বলেন নারাভানে। ফেরার আগে ভারতীয় দূতাবাসে যান তিনি। সেখানে যেসব প্রাক্তন ভারতীয় সেনাবাহিনীর লোকেরা নেপালে আছেন, তাঁদের খোঁজখবর নেন তিনি। দীর্ঘদিন ধরেই গোর্খারা ভারতীয় সেনায় নিষ্ঠার সঙ্গে কাজ করছেন।

প্রসঙ্গত, মে মাসে ভারত লিপুলেখে মানস সরোবর যাত্রীদের জন্য রাস্তা শুরু করায় ক্ষুব্ধ হয় নেপাল। এরপর নতুন ম্যাপও প্রকাশ করে নেপাল ভারতের তিনটি অঞ্চলকে অন্তর্ভুক্ত করে। নয়াদিল্লি অবশ্য পত্রপাট সেই ম্যাপ খারিজ করে দেয়। তারপর এই প্রথম শীর্ষস্থানীয় ভারতীয় সামরিক নেতার সঙ্গে বৈঠক হল নেপালের প্রধানমন্ত্রীর।

বৃহত্তর রাতাবাড়ি এলাকায় সংগঠিত অসামাজিক কার্যকলাপ দমনে ব্যবস্থা নিতে পুলিশ সুপারকে স্মারকপত্র প্রণব নাথের

করিমগঞ্জ (অসম), ৬ নভেম্বর (হি.স.) : দক্ষিণ করিমগঞ্জ বিধানসভা কেন্দ্রের অন্তর্গত বৃহত্তর রাতাবাড়ি এলাকায় ইদানীং অসামাজিক কার্যকলাপ মাথাচাড়া দিয়ে উঠেছে। সমাজবিরোধীদের আস্ফালনে সাধারণ মানুষ তাঁদের জানমালের নিরাপত্তাহীনতায় ভুগছেন। চুরি, ডাকাতি, ছিনতাই, গাড়ি থামিয়ে লুটপাট প্রভৃতি নিয়মিত ঘটনা হয়ে দাঁড়িয়েছে। তাই সাধারণ জনগণের জানমালের সুরক্ষার কথা চিন্তা করে পুলিশ এডি ক্যাম্পকে পুলিশ ফাঁড়িতে পরিবর্তন করার দাবি জানালেন প্রাক্তন বিধায়ক প্রণব কুমার নাথ। রাতাবাড়ি থানা এলাকাধীন বাজারঘাট সহ বিভিন্ন এলাকায় নাগরিকদের জীবনকে অতিষ্ঠ করে তুলেছে সমাজবিরোধীরা। একের পর এক তাণ্ডব চালানোর ঘটনায় সাধারণ জনমনে এক আতঙ্কের পরিবেশ বিরাজ করছে। বৃহত্তর রাতাবাড়ি এলাকার বাজারঘাট, ঘিলাইটিকর পাহাড় এলাকা, পাহাড়তল, চরগোলা বাজার, পলডহর, গোবিন্দগঞ্জ, ময়নাআলা, সুনাইপার, সহ আশপাশ এলাকার মানুষের রাতের ঘুম উবে গেছে দুষ্কৃতকারীদের তাণ্ডবে।

সম্প্রতি চরগোলা বাজারের আশিক আলির দোকান থেকে রাতের অন্ধকারে মোবাইল সহ নগদ টাকা লুট করে নিয়ে যাওয়ার পাশাপাশি বাজার থেকে বাড়ি ফেরার পথে অলোক সেনের দামি মোবাইল সহ নগদ টাকা ছিনতাই করে নেয় দুষ্কৃতকারীরা।

এছাড়া পলডহরের সুনীল নাথ ও সুরঞ্জন নাথের গরু নিয়ে যায় চোরের দল। একই এলাকার রেখা নাথের বাড়ি থেকে সর্বস্ব নিয়ে যায় চোরের দল। এ রকম ঘটনা প্রায়ই ঘটে চলছে এলাকায়। বলতে গেলে দক্ষিণ করিমগঞ্জ বিধানসভা কেন্দ্রের অন্তর্গত বৃহত্তর রাতাবাড়ি এলাকা সমাজবিরোধীদের দখলে চলে গিয়েছে। কিন্তু পুলিশ এই সকল দুষ্কৃতকারীদের বিরুদ্ধে কোনও ব্যস্থা নিতে পারছে না। এমনই অভিযোগ প্রাক্তন বিধায়ক প্রণব কুমার নাথের।

তিনি আরও অভিযোগ করে বলেন, স্থানীয় পুলিশ এডি ক্যাম্পে এ সব ব্যাপারে অভিযোগ করলেও তাঁরা সময়মতো সাধারণ জনগনের সাহায্যে এগিয়ে আসেন না। এজন্য প্রাক্তন বিধায়ক প্রণব কুমার নাথ পুলিশ সুপার মায়ঙ্ক কুমারের কাছে স্মারকপত্রের মাধ্যমে বাজারঘাট এডি ক্যাম্পকে পুলিশ ফাঁড়িতে উন্নতীকরণের দাবি জানিয়েছেন।

বাজারঘাট থেকে কানাইবাজার পর্যন্ত সড়কে যাত্রী সুরক্ষা সহ এলাকার জনমনে ত্রাস সৃষ্টিকারী দুষ্কৃতীদের বিরুদ্ধে কঠোর পদক্ষেপ নেওয়ার জন্যও প্রদত্ত স্মারকপত্রে দাবি জানিয়েছেন প্রাক্তন বিধায়ক প্রণব কুমার নাথ।

বদরউদ্দিনকে স্বাগত জানাতে শিলচর বিমানবন্দরে 'পাকিস্তান জিন্দাবাদ', ব্যাপক প্রতিক্রিয়া, এফআইআর সাংসদ ও ভিএইচপির

শিলচর (অসম), ৬ নভেম্বর (হি.স.) : এআইইউডিএফ সুপ্রিমো বদরউদ্দিন আজমলকে স্বাগত জানাতে গিয়ে বৃহস্পতিবার মুহুর্মুহু 'পাকিস্তান জিন্দাবাদ' ধ্বনিতে মুখরিত হয়েছিল শিলচর বিমানবন্দর চত্বর। আজমলের সমর্থকদের এ ধরনের দেশবিরোধী স্লোগানে প্রতিবাদের ঢেউ উঠেছে বরাক সহ ব্রহ্মপুত্র উপত্যাকার সর্বত্র। গতকাল শিলচর বিমনবন্দরে দলীয় সুপ্রিমোকে স্বাগত জানাতে 'পাকিস্তান জিন্দাবাদ' স্লোগান দেওয়ার ঘটনায় বিভিন্ন রাজনৈতিক দল-সংগঠন এর তীব্র নিন্দা ও ধিক্কার জানিয়ে দেশদ্রোহী আচরণের বিরুদ্ধে কঠোর পদক্ষেপের দাবিতে সরব হয়েছে।

ভারতে থেকে পাকিস্তানের স্বপক্ষে স্লোগান দিয়ে নিজেদের কট্টর দেশবিরোধী হিসেবে জাহির যারা করেছে সেই সব দেশদ্রোহী দুষ্কৃতীদের শনাক্ত করে কড়া আইনি পদক্ষেপের দাবিতে ইতিমধ্যে শিলচর সদর থানায় পৃথক পৃথক এফআইআর দায়ের করেছেন শিলচরের সাংসদ ডা. রাজদীপ রায় এবং বিশ্বহিন্দু পরিষদের কর্মকর্তারা। তাঁদের অভিযোগের ভিত্তিতে পৃথক পৃথক মামলা রুজু হয়েছে শিলচর সদর থানায়। শিলচরের বিজেপি সাংসদ ড় রায় এ ঘটনার দায় স্বীকার করে সাংসদ বদরউদ্দিন আজমলের পদত্যাগ করা উচিত বলে মন্তব্য করেছেন।

উল্লেখ্য, বৃহস্পতিবার চারদিনের বরাক উপত্যকা সফরে এসেছেন এআইইউডিএফের প্রধান ধুবড়ির সাংসদ বদরউদ্দিন আজমল। তাঁকে কুম্ভিরগ্রাম বিমানবন্দরে স্বাগত জানাতে গিয়েছিলেন বদরউদ্দিন অনুগামীরা। সেখানে তারা পাকিস্তান জিন্দাবাদ ধ্বনি দিয়ে উত্তপ্ত পরিস্থিতির সৃষ্টি করেন। দলের নেতা-কর্মী ও অনুগামীরা আজমলকে উষ্ণ স্বাগত জানাতে গিয়ে পাকিস্তান জিন্দাবাদ স্লোগানের প্রতিযোগিতা শুরু করেছিলেন। ''পাকিস্তান জিন্দাবাদ'' ধ্বনি সংবলিত ভিডিও সোশাল মিডিয়ায় ভাইরাল হয়ে পড়ে। ঘটনার নিন্দায় তোলপাড় শুরু হয়।

এআইইউডিএফ সুপ্রিমো বদরউদ্দিন আজমল লক্ষ্মীপুর, শিলচর সহ কয়েকটি স্থানে দলীয় সভায় অংশগ্রহণ করেন। ওই সভাগুলোতে বদরউদ্দিন আজমল বলেন, বরাক উপত্যকার ১৫টি আসনের মধ্যে ১২টি কংগ্রেস ও তাঁর দল এআইইউডিএফ মহাজোটের দখলে যাবে। আজমল বক্তব্য পেশ করতে গিয়ে রাজ্যের অর্থমন্ত্রী ড় হিমন্তবিশ্ব শর্মাকেও আক্রমণ করেন।

সমালোচনা করতে গিয়ে তিনি বলেন, নির্বাচনের পর পাকিস্তান বা বাংলাদেশে আশ্রয় নিতে বাধ্য হবেন হিমন্তবিশ্ব শর্মা। প্রত্যেক নির্বাচনের আগে হিমন্তবিশ্ব বাংলাদেশে কেন যান, সেখানে তিনি কোথায় থাকেন, এ সব প্রশ্ন তুলেছেন বদরউদ্দিন আজমল। এছাড়া মিজোরাম এবং অসমের মধ্যে জমি জবরদখলের সংঘাতের পেছনে হিমন্তবিশ্ব শর্মার হাত রয়েছে বলে সভাগুলিতে অভিযোগ করেন বদর।

মিজো আগ্রাসন ও হিংসাত্মক কার্যকলাপের প্রতিবাদে ৭ নভেম্বর ১২ ঘণ্টার বরাক বনধ-এর ডাক 'আকসা'র

করিমগঞ্জ (অসম), ৬ নভেম্বর (হি.স.) : দক্ষিণ অসমের বরাক উপত্যকার চার বিধানসভা এলাকার অন্তর্গত মিজোরাম সীমান্তে অবিরত মিজো আগ্রাসন ও হিংসাত্মক কার্যকলাপের প্রতিবাদে আগামীকাল ৭ নভেম্বর সারা কাছাড়-করিমগঞ্জ-হাইলাকান্দি ছাত্র সংস্থা (আকসা) আহূত ১২ ঘণ্টার বরাক বনধ-কে সফল করতে ব্যাপক প্রচারাভিযান চলছে। আগামীকালের বনধ-কে পূর্ণ সমর্থন জানিয়েছে করিমগঞ্জের বিভিন্ন দল ও সংগঠন।

বনধ কর্মসূচিকে পূর্ণ সমর্থন জানিয়েছে ছোট-বড় বিভিন্ন ধরনের মোটর মালিক ও চালক সমিতি। কয়েকটি রাজনৈতিক অরাজনৈতিক সংগঠন ছাড়াও ব্যক্তিগতভাবে উত্তর করিমগঞ্জের বিধায়ক কংগ্রেস নেতা কমলাক্ষ দে পুরকায়স্থ, প্রাক্তন সংসদ এআইএফডিএফের রাধেশ্যাম বিশ্বাস, এআইইউডিএফ নেতা আব্দুল আজিজ প্রমুখ তাঁদের সমর্থন জানিয়েছেন। আকসা নেতা অলোক ধর সাংবাদিকদের জানান, অসমের এক ইঞ্চি ভূমি বেদখল করা চলবে না। মিজোরাম সরকার অসমের ভূমি ছেড়ে না গেলে পরিণাম ভয়ঙ্কর হবে। শুধু অর্থনৈতিক অবরোধ নয়, প্রয়োজনে মিজোরামের দখলকৃত অসমের ভূমি মুক্ত করতে কঠিন পদক্ষেপ নিতে পিছপা হবেন না বরাক উপত্যকার জনগণ। আকসা-র আরেক নেতা শুভাশিস দাস বলেন, বনধ সর্বাত্মক হবে। কারণ বহু সংগঠন আকসা আহূত বনধকে সমর্থন করেছে। বনধ-এর আওতা থেকে জরুরি পরিষেবাকে ছাড় দেওয়া হয়েছে বলে জানান শুভাশিস। সাংবাদিকদের সঙ্গে কথা বলার সময় উপস্থিত ছিলেন সঞ্জীব দে, সাগর দে, শুভ্রজিৎ দেব, ডন বণিক, রাজ রায় প্রমুখ।

মুর্শিবাদাবাদে গরুপাচার কাণ্ডে দিল্লি থেকে গ্রেফতার মূল অভিযুক্ত

নয়াদিল্লি, ৬ নভেম্বর (হি.স.) : মুর্শিবাদাবাদে গরুপাচার কাণ্ডে দিল্লি থেকে গ্রেফতার মূল অভিযুক্ত এনামুল হক। সিবিআই সূত্রের খবর, শুক্রবার দিল্লি থেকে গ্রেফতার এনামুলকে গ্রেফতার করল সিবিআই। তাঁর বিরুদ্ধে বাংলাদেশে গরু পাচারের অভিযোগ রয়েছে। যার তদন্তে নেমে গত সেপ্টেম্বরে কলকাতা ও মুর্শিদাবাদের একাধিক ঠিকানায় তল্লাশি চালায় সিবিআই।

সিবিআইয়ের দাবি, সীমান্তে বিএসএফের আটক করা গরু কাটমানি দিয়ে ছাড়িয়ে ফের বাংলাদেশে পাচার করেছেন এনামুল। বিএসএফ আধিকারিক সতীশ কুমারকে গরুপিছু ২,০০০ টাকা করে দিয়েছেন তিনি। এছাড়া কাস্টমস আধিকারিকদের দিয়েছেন ৫০০ টাকা করে। এছাড়া কলকাতায় নিজের কোম্পানিতে সতীশ কুমারের ছেলে ভুবন ভাস্করকে ৩০,০০০ টাকা মাস মাইনের চাকরিও দিয়েছিলেন এনামুল।

গত সেপ্টেম্বরে এই ঘটনায় এনামুল ও সতীশ কুমারের বিরুদ্ধে এফআইআর দায়ের করে সিবিআই। তল্লাশি চালানো হয় মুর্শিদাবাদে এনামুলের বাড়িতে। ওই ঘটনার তদন্তে বৃহস্পতিবার একই দিনে তল্লাশি হয় বিধাননগরে সতীশ কুমারের বাড়িতেও। দিনভর কলকাতা ও বিধাননগরের একাধিক ঠিকানায় তল্লাশি চালিয়েছিলেন গোয়েন্দারা।

মুচি পাড়ায় মৃতদেহ উদ্ধারে চাঞ্চল্য

কলকাতা, ৬ নভেম্বর (হি স): করোনা আবহের মাঝেই শহরে রহস্য মৃত্যু। এবার ঘটনাস্থল মুচি পাড়া। শুক্রবার মুচিপাড়ায় এক ব্যক্তির মৃতদেহ উদ্ধারের চাঞ্চল্য। কিভাবে মৃত্যু খতিয়ে দেখছে পুলিশ।

যত সময় বাড়ছে ততোই আতঙ্ক বাড়াচ্ছে অদৃশ্য ভাইরাস করোনা। এরই মাঝে এবার খাস কলকাতায় রহস্য মৃত্যু। জানা যাচ্ছে, মুচিপাড়ায় তাপস বন্দ্যোপাধ্যায় নামে এক ব্যক্তির মৃতদেহ তার নিজের বাড়ি থেকে উদ্ধার হয়েছে।

শনিবারের বরাক বনধ-এর প্রেক্ষিতে কাছাড়ে কড়া নিরাপত্তা ব্যবস্থা, বিভিন্ন এলাকায় নিয়োজিত ম্যাজিস্ট্রেট

শিলচর (অসম), ৬ নভেম্বর (হি.স.) : আগামীকাল শনিবার, ৭ নভেম্বর ভোর ৫-টা থেকে সন্ধ্যা ৫-টা পর্যন্ত ১২ ঘণ্টার প্রস্তাবিত বরাক বনধ-এর পরিপ্রেক্ষিতে কাছাড় জেলা প্রশাসন শিলচর ও জেলার অন্যান্য স্থানে জোরদার করেছে নিরাপত্তা ব্যবস্থা।

জেলা প্রশাসন নির্দিষ্ট বিধানসভা এলাকার সংশ্লিষ্ট সার্কলে প্রশাসনিক ম্যাজিস্ট্রেটকে তত্ত্বাবধানের জন্য নিয়োগ করেছে। এ প্রসঙ্গে জারিকৃত এক আদেশে বলা হয়েছে, শিলচরের জেলাশাসকের অফিস এবং আদালত প্রাঙ্গণ এলাকায় তদারকির জন্য শিলচর সদর সার্কল অফিসার তথা কার্যনির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট ডি পাঠককে নিয়োগ করা হয়েছে। তেমনি সোনাই রেভিনিউ সার্কল এলাকার এগজিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেট সুদীপ নাথ কচুদরম এবং ধলাই থানা এলাকা দেখাশোনা করবেন।

শিলচর রাজস্ব সার্কল এলাকায় এগজিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেট রুথি আইয়াজো শিলচর থানা এলাকা দেখাশোনা করবেন।

উধারবন্দের সার্কল এলাকায় এগজিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেট জয়ন্ত চক্রবর্তীকে উধারবন্দ ও বড়খলা থানা অঞ্চল দেখাশোনা করার দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে। কাটিগড়ার এগজিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেট প্রাণজিৎ কুমার দেব কাটিগড়া থানা এলাকা দেখাশোনা করবেন।

বনধ চলাকালীন আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি মোকাবিলার জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত প্রশাসনিক ম্যাজিস্ট্রেটরা যথাযথ পদক্ষেপ নেবেন বলে জানানো হয়েছে। এছাড়া আইন-শৃঙ্খলার সামগ্রিক পরিস্থিতি সম্পর্কে তাঁরা জেলা ম্যাজিস্ট্রেট এবং অতিরিক্ত জেলা ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে সময় সময় রিপোর্ট করবেন বলে জানানো হয়েছে।

করিমগঞ্জ জেলার রাঁধুনি-সহায়িকাদের সাংগঠনিক সভা অনুষ্ঠিত

করিমগঞ্জ (অসম), ৬ নভেম্বর (হি.স.) : মধ্যাহ্ন ভোজন কর্মচারী ইউনিয়ন তাঁদের বিভিন্ন অধিকার আদায়ের দাবিতে চলতি মাসের ২৬ তারিখ ভারত বনধ-এর ডাক দিয়েছে। প্রস্তাবিত বনধকে সফল করে তুলতে সারা অসম মধ্যাহ্ন ভোজন কর্মচারী ইউনিয়নের করিমগঞ্জ জেলা কমিটির ডাকে শুক্রবার জেলার রাঁধুনি, সহায়িকাদের এক সাংগঠনিক সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে।

ইউনিয়নের করিমগঞ্জ জেলা কমিটির সভাপতি মৃন্ময় দাসের পৌরোহিত্যে আজ শহরের কালীবাড়ি রোডের প্রভাংশু দত্ত মেমোরিয়াল হল-এ সভাটি অনুষ্ঠিত হয়। উপস্থিত ছিলেন ইউনিয়নের রাজ্য কমিটির কার্যনির্বাহী সভাপতি বিবেকানন্দ অধিকারী এবং কোষাধ্যক্ষ সঞ্জয় বারী। জেলার বিভিন্ন অঞ্চলের রাঁধুনি ও সহায়িকারা এদিনের সভায় উপস্থিত ছিলেন। ইউনিয়নের রাজ্য স্তরের নেতারা সভায় বলেন, ২০১৯-এ রাজ্য সরকার মধ্যাহ্ন ভোজন কর্মচারীদের কাজ কেড়ে নিয়ে তাঁদের কর্মচ্যুত করতে চেয়েছিল। সে সময় লড়াই করে তাঁরা নিজেদের জীবিকা অর্জনের একমাত্র সংস্থান বাঁচিয়েছিলেন। ইউনিয়নের রাজ্য স্তরের নেতারা সভায় রাজ্য সরকারের বিরুদ্ধে ক্ষোভ উগরে বলেন, তাঁদের আন্দোলনের ফলে রাজ্য সরকার মধ্যাহ্ন ভোজন কর্মচারীদের মাসিক পারিতোষিক পাঁচশো টাকা বাড়ালেও, আজ অবধি রন্ধন কর্মীরা এই টাকা পাননি। দুর্গা পূজার আগে বাড়তি পারিতোষিক মিটিয়ে দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দিয়েও রাজ্য সরকার কথা রাখেনি। লকডাউনের সময় রন্ধন কর্মীরা কোনও ধরনের সরকারি সাহায্য পাননি। তাই এ ধরনের বহু অধিকার আদায় না করা পর্যন্ত হার না মানা লড়াই চালিয়ে যাওয়ার পরামর্শ দেন ইউনিয়নের রাজ্য কমিটির কার্যনির্বাহী সভাপতি বিবেকানন্দ অধিকারী। এদিনের সাংগঠনিক সভায় অন্যদের সঙ্গে উপস্থিত ছিলেন ইউনিয়নের জেলা কমিটির সম্পাদিকা সান্ত্বনা মালাকার।

বরপেটারোডের শিশু নিকিতা হত্যাকাণ্ড ও গোরেশ্বরের ১০ বছরের শিশুকন্যা ধর্ষণের প্রতিবাদে মিছিল কিশোরী সংগঠনের

গুয়াহাটি, ৬ নভেম্বর (হি.স.) : নিম্ন অসমের বরপেটারোডে সংগঠিত ছোট্ট শিশু নিকিতা সরকারের লোমহর্ষক হত্যাকাণ্ড এবং গোরেশ্বরের ১০ বছরের নাবালিকা ধর্ষণের তীব্র ধিক্কার জানিয়ে আজ কিশোর-কিশোরীদের সংগঠন কমসোমল-এর অসম রাজ্য কমিটির আহ্বানে রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তে প্রতিবাদী কর্মসূচি পালন করা হয়। গুয়াহাটির ভাস্করনগরে আজ ৮ বছরের শিশু নিকিতা সরকারের হত্যাকারীদের ফাঁসি দেওয়া, শিশু হত্যা বন্ধ করা, শিশু ধর্ষণকারীর ফাঁসি দেওয়া, হত্যাকারীদের অতি শীঘ্র ফাস্টট্র্যাক আদালতে বিচার করে শাস্তি প্রদান করা ইত্যাদি দাবিতে প্ল্যাকার্ড ব্যানার নিয়ে প্রতিবাদী স্লোগানে উত্তাল করে তুলেছে কমসোমল-এর কিশোর-কিশোরীরা।

এছাড়া লখিমপুর, যোরহাট, নলবাড়ি, করিমগঞ্জ, দরং, ধুবড়ি, দক্ষিণ শালমারা মানকাচর ইত্যাদি জেলায়ও এই কর্মসূচি অনুষ্ঠিত হয়েছে আজ। জিংকু দোলে ও হিল্লোল ভট্টাচার্য এক প্রেস বার্তায় এ খবর জানান।

40
DYFI
40 YEARS O
STRUGG
&
SACRIFIC
FOR A
BETTER IND
DYFI TRIPU

শুক্রবার আগরতলায় আয়োজিত রক্তদান শিবিরে বিরোধী দলনেতা মানিক সরকার। ছবি- নিজস্ব।

হরেকরকম হরেকরকম হরেকরকম

বদলে গিয়ে আরও সংক্রামক হতে পারে করোনাভাইরাস: গবেষণা

ফ্লোরিডার একদল গবেষক মনে করছেন, তারা দেখাতে পেরেছেন যে নতুন করোনাভাইরাস এমনভাবে পরিবর্তিত হয়েছে যাতে এটি আরও সহজে মানুষকে সংক্রমিত করতে পারে।সিএনএন জানিয়েছে, ভাইরাসের এই পরিবর্তন মহামারীর গতিপ্রকৃতি বদলে দিতে পারে কিনা তা দেখতে আরও গবেষণার প্রয়োজন বলে বিজ্ঞানীরা মনে করেন।তবে গবেষণাটির সঙ্গে জড়িত নন এমন একজন বিজ্ঞানী বলছেন, সম্ভবত ভাইরাসটি পরিবর্তিত হয়েছে, যা ব্যাখ্যা করে যুক্তরাষ্ট্র ও লাতিন আমেরিকায় কেন এত সংক্রমণ ঘটেছে।বিজ্ঞানীরা ভাইরাসটির পরিবর্তিত হওয়া নিয়ে অনেক আগে থেকেই আশঙ্কা করছিলেন।ফ্লোরিডার স্ক্রিপস রিসার্চ ইনস্টিটিউটের গবেষকরা জানান, মিউটেশনটি ভাইরাসের স্পাইক প্রোটিনকে প্রভাবিত করে। এটি ভাইরাসটির বাইরের একটি কাঠামো, যা এটি মানব কোষে প্রবেশের জন্য ব্যবহার করে। যদি গবেষণার ফলগুলো নিশ্চিত হয় তবে বলা যাবে, প্রথমবারের মতো কেউ দেখাতে পেরেছে যে ভাইরাসের পরিবর্তনগুলি মহামারীটির জন্য তাৎপর্যপূর্ণ।

এই গবেষণায় নেতৃত্ব দেওয়া স্ক্রিপস রিসার্চের ভাইরোলজিস্ট হেইরিয়ুন চো এক বিবৃতিতে বলেন, ‘‘গবেষণাগারে সেল কালচার সিস্টেমে রূপান্তরিত ভাইরাসগুলি অপরিবর্তিত ভাইরাসের চেয়ে বেশি সংক্রামক ছিল।’’

কয়েকদিন আগে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা দাবি করে, নতুন করোনাভাইরাসটিতে এখন পর্যন্ত দেখা মিউটেশনগুলি উন্নয়নের পর্যায়ে থাকা ভ্যাকসিনগুলোর কার্যকারিতায় প্রভাব ফেলবে না। আর গত সপ্তাহে তারা বলেছিল, রূপান্তরের কারণে ভাইরাস আরও সংক্রমণযোগ্য হয় না এবং মারাত্মক অসুস্থতার সম্ভাবনাও বাড়ায় না।

চো এবং সহকর্মীরা গবেষণাগারে একাধিক পরীক্ষা চালিয়ে দেখেন ‘ডি৬১৪জি’ নামের একটি মিউটেশন ভাইরাসটিকে আরও অনেক স্পাইক দেয় এবং সেই স্পাইকগুলিকে আরও স্থিতিশীল করে তোলে। এর ফলে এটি কোষগুলিতে আরও সহজে ঢুকতে পারে।

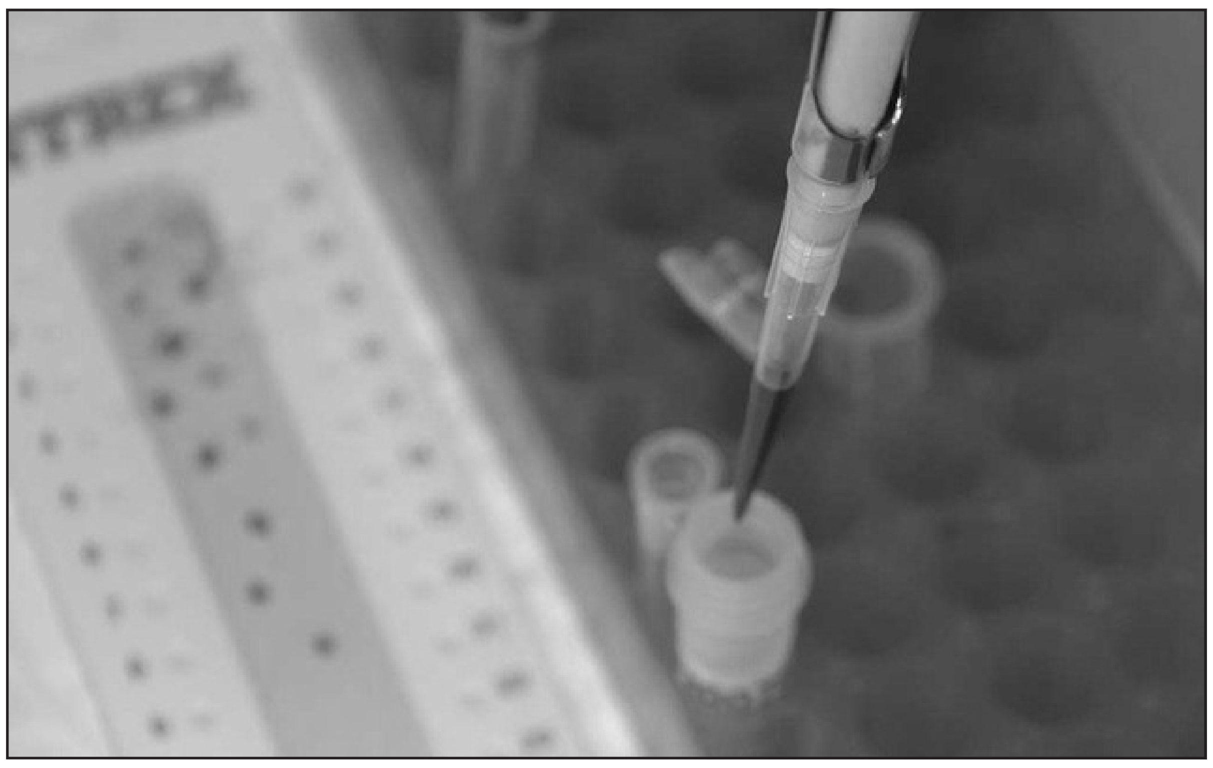

গবেষকরা তাদের ফলগুলো বায়োআরক্সিভ নামে একটি প্রিপ্রিন্ট সার্ভারে পোস্ট করবেন। এর মানে এই ক্ষেত্রের অন্যান্য বিশেষজ্ঞরা গবেষণাটি এখনও পর্যালোচনা করেননি।তবে চো এবং তার সহকর্মীরা তাদের কাগজপত্র একজন বায়োলজিস্ট, বায়োটেকনোলজির উদ্যোক্তা ও অ্যাক্সেস হেলথ ইন্টারন্যাশনালের চেয়ারম্যান উইলিয়াম হ্যাসলটাইনকে পাঠিয়েছিলেন। তিনি মনে করছেন, এই গবেষণার ফলই ব্যাখ্যা করে পুরো আমেরিকা জুড়ে করোনভাইরাস কীভাবে সহজে ছড়িয়ে গেল।

হ্যাসেলটাইন সিএনএনকে বলেন, “এটি তাৎপর্যপূর্ণ কারণ এটি দেখায় যে ভাইরাসটি পরিবর্তিত হতে পারে, যা এটির জন্য সুবিধাজনক কিন্তু সম্ভবত আমাদের জন্য অসুবিধার। এখন পর্যন্ত এটি মানব সংস্কৃতির সাথে ভালোভাবে খাপ খাইয়ে নিচ্ছে।”

“জানুয়ারির মাঝামাঝি সময়ে একটি পরিবর্তন ঘটেছিল, যা ভাইরাসটিকে আরও সংক্রামক করে তোলে। এর অর্থ এই নয় যে এটি আরও মারাত্মক হয়ে ওঠে। তবে এটি ভাইরাসটিকে প্রায় ১০ গুণ বেশি সংক্রামক করে তোলে।”অন্যান্য গবেষকরাও কিন্তু এ নিয়ে শঙ্কা প্রকাশ করেছিলেন। গত এপ্রিলে লস অ্যালামস ন্যাশনাল ল্যাবরেটরির বেটি কর্বার ও তার সহকর্মীরা ডি৬১৪জি রূপান্তরকে “জরুরি উদ্বেগের” বলে আখ্যায়িত করেছিলেন।“এটি ইউরোপে ফেব্রুয়ারির শুরুতে ছড়িয়ে পড়তে শুরু করে। নতুন অঞ্চলে এটি ছড়ানোর পর এটাই প্রভাবশালী রূপে পরিণত হয়।”ডি৬১৪জি রূপান্তরটিই বর্তমানে ভাইরাসটির সবচেয়ে সাধারণ রূপ কিনা তা প্রমাণে আরও পরীক্ষার প্রয়োজন ছিল যা স্ক্রিপসের গবেষকরা করেছেন।ভাইরাস মানবদেহে সংক্রমিত হলে, তারা কোষগুলোর দখল নিয়ে কারখানা বানিয়ে অনুলিপির পর অনুলিপি তৈরি করে। তবে এটি করতে প্রথমে তাদের অবশ্যই কোষগুলিতে ঢোকার একটি উপায় খুঁজে বের করতে হবে।হ্যাসলটাইন জানান, স্ক্রিপসের গবেষকরা এটা তিনটি আলাদা পরীক্ষায় দেখিয়েছেন। রূপান্তরটির ফলে ভাইরাস আরও সহজে কোষগুলিতে সংযুক্ত হতে এবং কোষের ভেতর প্রবেশ করতে পারে।হ্যাসলটাইন জানান এর প্রভাবগুলি গুরুত্বপূর্ণ, “এর অর্থ হলো, ক্রমাগত পরিবর্তনের জন্য আমাদের সতর্ক থাকতে হবে।”“ভাইরাসটি নিয়ন্ত্রণে আমরা যা কিছু করি না কেন, এটি প্রতিক্রিয়া দেখাবে। আমরা ওষুধ তৈরি করলে এটি প্রতিরোধ করতে চাইবে। আমরা একটি ভ্যাকসিন তৈরি করলে, এটি তা এড়িয়ে যেতে চাইবে। আর আমরা বাড়িতে বসে থাকলে এটি বের করার চেষ্টা করবে কীভাবে আরও দীর্ঘসময় টিকে থাকা যায়।”

করোনা ভাইরাসের ভ্যাকসিন: কী, কীভাবে, কখন ?

করোনাভাইরাস যখন প্রবল গতিতে ছড়ানোর পাশাপাশি মানুষ মেরে যাচ্ছে, বিশ্ব তখন ভাইরাসটি প্রতিরোধে কার্যকর একটি ভ্যাকসিন হাতে পাওয়ার অপেক্ষায়।টিকা তৈরির বিভিন্ন গবেষণা আর পরীক্ষা-নিরীক্ষা নিয়ে গণমাধ্যমে আসছে অসংখ্য তথ্য।কেন এত সময় লাগছে ভ্যাকসিন পেতে? আদৌ কি আসবে ভ্যাকসিন? কার্যকর হবে তো? — এমন নানা প্রশ্ন জাগছে সাধারণ মানুষের মনে।

কবে আসবে কোভিড-১৯ ভ্যাকসিন?কেউ এখনও নিশ্চিত করে তা বলতে পারছে না; তবে লক্ষ্য আগামী বছরের শুরুর দিকে হাতে পাওয়ার।

বিশ্বজুড়েই চলছে ভ্যাকসিন বের করার কর্মযজ্ঞ। এ নিয়ে একেকটি গবেষণা আছে একেক পর্যায়ে। যুক্তরাষ্ট্রের জাতীয় অ্যালার্জি ও সংক্রামক রোগ ইনস্টিটিউটের পরিচালক ড় অ্যান্থনি ফাউচি আত্মবিশ্বাসী যে ২০২১ সালের প্রথম প্রান্তিকে কোনো একটি ভ্যাকসিন নিরাপদ ও কার্যকর প্রমাণিত হবে।

তবে ভ্যাকসিন উদ্ভাবনে চলা গবেষণাগুলোর মধ্যে কোনটি সবচেয়ে সম্ভাবনাময় তা পরিষ্কার নয়।

এরই মধ্যে মার্কিন সরকার মডার্নার মতো বায়োটেক কোম্পানিগুলোকে ভ্যাকসিন দ্রুত উদ্ভাবনে সহায়তা করছে যাতে এটি নিরাপদে কাজ করবে প্রমাণিত হলেই যেন দ্রুত বাজারে আনা যেতে পারে।ফাউচি বলেন, ‘‘২০২১ সালের শুরুর দিকে আমরা কয়েক কোটি ডোজ হাতে পেতে চাই।’’

জাতীয় স্বাস্থ্য ইনস্টিটিউটসের পরিচালক ড় ফ্রান্সিস কলিন্সও একই রকম পূর্বাভাস দিয়েছেন। “যদি সব কিছু ঠিকঠাক হয়, তবে ২০২১ সালের প্রথম দিকে প্রায় ১০ কোটি ডোজ পাওয়া সম্ভব হবে।”তবে অনেক বিশেষজ্ঞ মনে করেন, জানুয়ারির মধ্যে কার্যকর ভ্যাকসিন হাতে পাওয়ার লক্ষ্যটা অনেক উচ্চাকাঙ্ক্ষী।

ভাইরোলজি, ইমিউনোলজি এবং ভ্যাকসিন উন্নয়নে বিশেষজ্ঞ ড় ল্যারি কোরি বলেন, “এই লক্ষ্য সম্ভব করতে হলে সবকিছুই অবিশ্বাস্যভাবে নিখুঁত হতে হবে।”

ভ্যাকসিন তৈরিতে এত সময় লাগে কেন?

ভ্যাকসিন কার্যকর এবং নিরাপদ কিনা তা নিশ্চিত করতে অনেক ধাপের পরীক্ষা-নিরীক্ষার মধ্য দিয়ে যেতে হয়।

যুক্তরাষ্ট্রের জাতীয় অ্যালার্জি ও সংক্রামক রোগ ইনস্টিটিউটের (এনআইএআইডি) সংক্রামক রোগ বিশেষজ্ঞ ডা. এমিলি আরবিল্ডিং জানান, সাধারণত একটি টিকা তৈরি করতে আট থেকে ১০ বছর সময় লাগে।

মাম্পসের টিকা তৈরি করতে সময় লেগেছিল চার বছর। সংক্রামক রোগের ইতিহাসে এটাকেই সবচেয়ে দ্রুত ভ্যাকসিন তৈরি করার উদাহরণ হিসেবে ধরা হয়।

ভ্যাকসিন তৈরিতে সময় লাগার অনেক কারণও আছে। সম্ভাব্য একটি ভ্যাকসিন তৈরি করার পর সাধারণত মানুষের আগে প্রাণীর ওপর পরীক্ষা করা হয়। ফল আশানুরূপ হলে মানুষের ওপর তিন পর্যায়ে পরীক্ষা শুরু হয়।

প্রথম পর্যায়ে একটি ছোট দলের সবাইকে টিকা দিয়ে দেখা হয় এটি নিরাপদ কিনা। কখনও দেখা হয়, শরীরের রোগ প্রতিরোধ ব্যবস্থা কীভাবে সাড়া দেয়। সব ঠিকঠাক থাকলে গবেষকরা পরের ধাপে যান।দ্বিতীয় পর্যায়ে অংশগ্রহণকারীদের সংখ্যা বাড়ানো হয়, সাধারণত যা প্রায় একশ জনের মতো হয়।ঝুঁকিতে থাকা সদস্যদের সংখ্যাও বাড়ানো হয়। বিভিন্ন বয়সের ও শারীরিক অবস্থার অংশগ্রহণকারী থাকে এই ট্রায়ালে, বিশেষ করে যাদের জন্য নতুন ভ্যাকসিনটি আনা হচ্ছে। ফল আশাব্যঞ্জক হলে তৃতীয় ধাপের ট্রায়াল শুরু হয়।

তৃতীয় ধাপে হাজার হাজার মানুষের মধ্যে ভ্যাকসিনের কার্যকারিতা এবং নিরাপত্তার দিকটি পরীক্ষা করা হয়। এ ধাপে গবেষকরা ভ্যাকসিনের সম্ভাব্য বিরল পার্শ প্রতিক্রিয়া আছে কিনা বোঝার চেষ্টাও করেন।

দ্রুত ভ্যাকসিন আনতে চাইলে ঝুঁকি কি?ইতিহাস বলে তাড়াহুড়ো করে ভ্যাকসিন আনলে পরিণতি ভালো হয় না। ২০১৭ সালে ফিলিপিন্সে মশাবাহিত ডেঙ্গুর জন্য প্রায় ১০ লাখ শিশুকে টিকা দেওয়ার একটি কর্মসূচি নিরাপত্তাজনিত কারণে বন্ধ করা হয়। টিকা নেওয়া ১০টি শিশু মারা যাওয়ার ঘটনায় ১৪ কর্মকর্তাকে অভিযুক্ত করে সরকার বলেছিল, তাড়াহুড়ো করে এই কর্মসূচি চালু করা হয়েছিল।১৯৭৬ সালে যুক্তরাষ্ট্রে সোয়াইন ফ্লুর প্রাদুর্ভাব নিয়ে কাজ চলার সময় সরকার বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার একটি সতর্কতা উপেক্ষা করে নতুন ভাইরাসের বিরুদ্ধে “যুক্তরাষ্ট্রের প্রতিটি পুরুষ, মহিলা এবং শিশুকে” টিকা দেওয়ার পরিকল্পনা নেয়। ৪ কোটি ৫০ লাখ মানুষকে ভ্যাকসিন দেওয়ার পর গবেষকরা দেখেন, প্রায় ৪৫০ জনের মধ্যে বিরল একটি ব্যাধি দেখা দিয়েছে, যাতে দেহের রোগ প্রতিরোধ ব্যবস্থা নার্ভগুলোকে আক্রমণ করে এবং পক্ষাঘাতের দিকে নিয়ে যায়। এদের মধ্যে মারা যায় কমপক্ষে ৩০ জন।নিরাপদেই কীভাবে টিকা তৈরির প্রক্রিয়ার গতি বাড়ানো যায়? জাতীয় স্বাস্থ্য ইনস্টিটিউটসের পরিচালক কলিন্স বলেন, ‘‘‘এটা কি নিরাপদ’ এবং ‘এটা কি আপনাকে রক্ষা করবে’ — এই দুটি দিক খুব ভালোভাবে পরীক্ষা না করে কোনো ভ্যাকসিনই বাজারে আনা হবে না।’’ বিজ্ঞানীরা সাধারণ প্রক্রিয়াগুলোর গতি বাড়ানোর নিরাপদ উপায় খুঁজতে চেষ্টা করছেন। সিয়াটল এবং আটলান্টায় গবেষকরা মানুষের আগে প্রাণীদের পরীক্ষার নিয়মের পরিবর্তে প্রাণী ও মানুষের মধ্যে একই সময়ে পরীক্ষা করার পরিকল্পনা করেছিলেন।

আবার ট্রায়াল শেষ হওয়ার আগেই কিছু ভ্যাকসিন প্রচুর পরিমাণে তৈরি করে রেখে দেওয়া যেতে পারে। ফাউচি বলেন, ‘‘আমরা ভ্যাকসিনগুলো কাজ করে কিনা তা জানার আগেই উৎপাদন শুরু করতে যাচ্ছি।’’

যদি ভ্যাকসিনের পরীক্ষাগুলো সফল হয়, লাখ লাখ ডোজ আগেই প্রস্তুত থাকবে। উৎপাদনের জন্য কয়েক মাস অপেক্ষা করতে হবে না। ভ্যাকসিনগুলো সঙ্গে সঙ্গেই জীবন বাঁচাবে। তবে পরীক্ষাগুলো সফল না হলে আগেই তৈরি এই ভ্যাকসিনগুলো ফেলে দিতে হতে পারে।ফাউচি জানান, এনআইএআইডি -এর সঙ্গে অংশীদারিত্বের ভিত্তিতে বায়োটেক কোম্পানি মডের্নার একটি ভ্যাকসিন গ্রীষ্মের মাঝামাঝি সময়ে চূড়ান্ত ধাপের পরীক্ষায় যাবে। এগুলো কাজ করবে কিনা সেটা পরিষ্কার হওয়া আগেই ভ্যাকসিনের ডোজ উৎপাদনের পরিকল্পনা রয়েছে। নভেম্বর বা ডিসেম্বরের মধ্যে প্রায় ১০ কোটি ডোজ তৈরি করা হবে।ভ্যাকসিনটি কাজ করবে কিনা তা নির্ধারণের জন্য নভেম্বর বা ডিসেম্বরের মধ্যে বিজ্ঞানীদের কাছে পর্যাপ্ত তথ্য থাকা উচিত বলে ফাউচি মনে করেন।

যুক্তরাজ্যের কোম্পানি অ্যাস্ট্র্যাজেনেকাও ভ্যাকসিন তৈরির কাজ করছে একই সময়সূচি অনুসরণ করে।কারা তৈরি করছে ভ্যাকসিন?বিশ্বজুড়ে অনেকগুলো গবেষণা দল করোনাভাইরাসের ভ্যাকসিন তৈরি বা পরীক্ষা করার জন্য কাজ করছে।বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা জানিয়েছে, জুনের শুরুর দিকেও ১২০টির বেশি দল এ নিয়ে কাজ করছিল। কোনো কোনো দল অন্যদের তুলনায় পরীক্ষায় এগিয়ে রয়েছে। ৪ জুন পর্যন্ত ১০টি সংস্থা মানুষের ওপর পরীক্ষা-নিরীক্ষা শুরু করেছে। এদের মধ্যে চারটি যুক্তরাষ্ট্রে, পাঁচটি চীনে এবং একটি যুক্তরাজ্যে।ম্যাসাচুসেটস-ভিত্তিক মর্ডেনা সম্ভবত হিউম্যান ট্রায়ালে এগিয়ে আছে। তবে যুক্তরাজ্য-ভিত্তিক অ্যাস্ট্যাজেনেকা, যুক্তরাষ্ট্রের ফাইজার ও চীনের সিনোভ্যাকও তেমন পিছিয়ে নেই।

কলিন্স বলেন, “বেশ কিছু পরীক্ষা চলায় এবং তারা সবাই আলাদা কৌশল ব্যবহার করায় আমি আশাবাদী যে কমপক্ষে একটিতে আর সম্ভবত দুটি বা তিনটিতে আমাদের চাহিদা অনুযায়ী ফল আসবে।”

কারা অংশ নিচ্ছে ট্রায়ালগুলোতে?

পরীক্ষার অংশগ্রহণকারীরা সাধারণত স্বেচ্ছাসেবী যারা এর আগে করোনাভাইরাসে সংক্রামিত হননি।

ওয়াশিংটনের নেটওয়ার্ক ইঞ্জিনিয়ার নিল ব্রাউনিং স্বেচ্ছাসেবী হয়েছেন বিশ্ববাসীর করোনাভাইরাসে ভোগার কষ্ট দেখে। “আমি গবেষণা কেন্দ্রের কাছাকাছি ছিলাম এবং একজন সুস্থ মানুষ ছিলাম।”

মডের্নার ভ্যাকসিন পরীক্ষার প্রথম পর্যায়ে ৪৫ জন অংশগ্রহণকারীর একজন ব্রাউনিং। তিনি জানান, তাদের ১৫ জনের তিনটি দলে ভাগ করা হয়। একটি দলের সবাইকে ভ্যাকসিনের ছোট ডোজ, ২৫ মাইক্রোগ্রাম দেওয়া হয়। দুই সপ্তাহ পরে দেখা যায়, তাদের শরীরে ভ্যাকসিন থেকে ক্ষতিকর বড় কোনো প্রভাব পড়েনি। তাই দ্বিতীয় দলে দেওয়া হয় চারগুণ বেশি ডোজ, ১০০ মাইক্রোগ্রাম। দ্বিতীয় দলেও কোনো বড় সমস্যা দেখা না দেওয়ায় তৃতীয় দলে দেওয়া হয় ১০ গুণ বেশি ডোজ, ২৫০ মাইক্রোগ্রাম।ব্রাউনিং জানান, তিনি পরীক্ষামূলক ভ্যাকসিনের দুটি ডোজ পেয়েছেন এবং পরে “সম্পূর্ণ স্বাভাবিক” অনুভব করেছেন। সম্ভবত এখন ট্রায়ালে অংশগ্রহণকারীদের ভাইরাসের সংস্পর্শে আনা হবে যাতে ভ্যাকসিনটি কার্যকর হবে কিনা নিশ্চিত হওয়া যায়।

ব্রাউনিং তার পরিবারকে শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত তার স্বেচ্ছাসেবক হতে যাওয়ার কথা জানাননি। আর এখন তারা এটাকে খুব ভালোভাবে নিয়েছে বলে ব্রাউনিং জানান।

ভ্যাকসিনের দাম কত হবে?

এটি এখনও বোঝা যাচ্ছে না। সাহায্য সংস্থা ডক্টরস উইদাউট বর্ডারস কোনো লাভ ছাড়াই উৎপাদন মূল্যে কোভিড-১৯ ভ্যাকসিন বিক্রি করার জন্য ওষুধ কোম্পানিগুলোকে চাপ দিতে বিশ্বনেতাদের প্রতি আহ্বান জানিয়েছে।ভ্যাকসিন নীতি নিয়ে সংস্থাটির জেষ্ঠ্য উপদেষ্টা কেইট এলডার বলেন, “মনে হচ্ছে সবাই একমত যে আমরা এখানে ব্যবসার সাধারণ নিয়মগুলো প্রয়োগ করতে পারি না, যেখানে সবচেয়ে বেশি অর্থ খরচ করতে পারা দেশ শুরুতেই তাদের জনগণকে রক্ষা করতে পারবে আর বিশ্বের বাকি মানুষরা পেছনে পড়ে থাকবে।”

কতটা কার্যকর বা দীর্ঘস্থায়ী হবে ভ্যাকসিন?

সব রোগের ভ্যাকসিন কিন্তু সমানভাবে কাজ করে না। পোলিওর টিকা একবার দেওয়া হলে সাধারণত পুরো জীবনের জন্য সুরক্ষা পাওয়া যায়। আবার কোনা মৌসুমের শুরুতে ফ্লু শট বা সাধারণ ফ্লু প্রতিরোধের টিকা নেওয়ার পরও ওই মৌসুমেই রোগটি দেখা দিতে পারে। আর পরের মৌসুমে তো আবার আলাদা ফ্লু শট নেওয়া লাগেই। কারণ সাধারণ ফ্লুর ভাইরাস দ্রুত পরিবর্তিত হয়ে যায় বলে প্রতিবছর নতুন ফ্লু ভ্যাকসিন তৈরি করা হয়।গবেষকরা এই মুহূর্তে বলছেন, করোনাভাইরাসের কোনো ভ্যাকসিন কতটা কার্যকর বা দীর্ঘস্থায়ী হবে তা অনুমান করার উপায় নেই।বে প্রায়োজনীয় রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা পেতে একাধিক ডোজ প্রয়োজন হতে পারে। কলিন্স জানান, তৃতীয় ধাপের ট্রায়ালে বোঝা যাবে একটি না দুটি ইঞ্জেকশনের প্রয়োজন হবে।

কার্যকর কোভিড-১৯ ভ্যাকসিন পাওয়া নিশ্চিত কিনা?

এটি নিশ্চিত না। গবেষকরা আশাবাদী হলেও এর কোনও গ্যারান্টি নেই। লন্ডনের ইমপেরিয়াল কলেজের গ্লোবাল হেলথের অধ্যাপক ড় ডেভিড ন্যাবারো বলেন, “কিছু ভাইরাস রয়েছে যাদের বিরুদ্ধে এখনও আমাদের কোনো ভ্যাকসিন নেই।”“আমরা নিশ্চিতভাবে ধরে নিতে পারি না যে কোনও টিকা আসবে অথবা এলেও তা কার্যকারিতা এবং সুরক্ষার সব পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হবে।”আর মানুষের দেহে করোনাভাইরাসের বিরুদ্ধে দীর্ঘস্থায়ী প্রতিরোধ ব্যবস্থার বিকাশ না হলে একটি ভ্যাকসিন হয়তো কখনোই ভালো কাজ করতে পারবে না।ভ্যাকসিন না এলে উপায়?ভ্যাকসিন না পাওয়া গেলে স্বাভাবিক জীবনযাপনে ফেরার পথ আরও দীর্ঘ ও কঠিন হতে পারে। বিশেষজ্ঞরা বলছেন, বেশি বেশি করে করোনাভাইরাসের পরীক্ষা ও অ্যান্টিবডির পরীক্ষা করতে হবে। কন্ট্যাক্ট-ট্রেসিংয়ের প্রক্রিয়া আরও জোরদার করতে হবে।ন্যাবারোর পরামর্শ, করোনাভাইরাসের ক্রমাগত হুমকি থেকে রক্ষা পেতে সব দেশকে নিজেদের জনগণকে রক্ষা করার মতো অবস্থায় যেতে হবে। ভাইরাসের কথা মাথায় রেখেই আমাদের সামাজিক জীবন এবং অর্থনৈতিক কার্যকলাপ চালিয়ে যেতে সক্ষম হতে হবে।

করোনা ভাইরাস মহামারীর বিস্তার ?

উত্তর গোলার্ধে উষ্ণ আবহাওয়ার আগমনের পর সাধারণ মানুষের মনে প্রশ্ন জেগেছে, গ্রীষ্ম করোনাভাইরাস মহামারী বিস্তারের গতি কমিয়ে দিতে পারবে কি। এ নিয়ে মাথা ঘামাচ্ছেন বিজ্ঞানীরাও।উষ্ণ আবহাওয়া এলে সাধারণত ফ্লুর মৌসুম শেষ হয়। কিন্তু জলবায়ু একা কিন্তু করোনাভাইরাস মহামারীর ছড়িয়ে পড়া রোধ করতে পারেনি। উল্টো উষ্ণ ও রৌদ্রোজ্জ্বল ব্রাজিল এবং মিশরে প্রাদুর্ভাব বাড়ছে।রয়টার্স জানিয়েছে, কীভাবে সূর্যের আলো, আর্দতা এবং বাইরের বাতাস ভাইরাসের ওপর প্রভাব ফেলে — এ নিয়ে সাম্প্রতিক কিছু গবেষণায় আশাবাদী হওয়ায় কিছু কারণ পাওয়া যায়।নতুন এই করোনাভাইরাস কি মৌসুমী রোগ? ভাইরাসটি খুব বেশি সময় আগে আসেনি বলে এ নিয়ে নিশ্চিতভাবে কিছু বলা যায় না।

শ্বাস-প্রশ্বাস সংক্রান্ত সংক্রমণ যেমন ফ্লু এবং সাধারণ সর্দি মৌসুমকে অনুসরণ করে। শীতল আবহাওয়া, ঘরের ভেতর কম আর্দতা এবং বাড়ির ভেতরে বেশি সময় ব্যয় করাসহ পরিবেশগত পরিস্থিতি তাই মহামারীর ছড়িয়ে পড়া ত্বরান্বিত করতে পারে।

করোনাভাইরাসের ওপর আবহাওয়ার প্রভাব সম্পর্কে কয়েক রকমের বক্তব্য পাওয়া গেছে। চীনের ২২১টি শহর নিয়ে এক সমীক্ষায় দেখা গেছে, তাপমাত্রা, আর্দতা এবং দিনের আলো মহামারী ছড়িয়ে পড়ার গতিকে প্রভাবিত করে না।আবার অন্য দুটি গবেষণায় দেখা গেছে, প্রভাব পড়ছে। ৪৭টি দেশে নতুন করে সংক্রমণ নিয়ে এক সমীক্ষায় দেখা গেছে, ফিলিপিন্স, অস্ট্রেলিয়া ও ব্রাজিলের মতো অঞ্চলে উচ্চ তাপমাত্রার সঙ্গে মহামারীর ছড়িয়ে পড়ার গতি কমার যোগসূত্র আছে।১১৭টি দেশের ওপর করা আরেকটি গবেষণার প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, “উত্তর গোলার্ধে গ্রীষ্মের সময় নতুন কোভিড-১৯ কেস কমতে পারে আর শীতকালে পুনরুত্থান দেখা দিতে পারে।”

তবে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার জরুরি কর্মসূচির প্রধান মাইক রায়ান সতর্ক করে দিয়ে বলেছেন, “আমরা এমন প্রত্যাশার ওপর নির্ভর করতে পারি না যে মৌসুম বা তাপমাত্রা এর (রোগের বিস্তার) উত্তর হবে।”কেন গ্রীষ্ম এবং শীতকালে ভিন্নভাবে শ্বাস-প্রশ্বাস সংক্রান্ত রোগ ছড়ায়? ব্রিটেনের রিডিং বিশ্ববিদ্যালয়ের সেলুলার মাইক্রোবায়োলজির বিশেষজ্ঞ সিমোন ক্লার্ক জানান, ঠাণ্ডা আবহাওয়া কাশি, সর্দি এবং ফ্লু ছড়িয়ে দেয় বলে ধরা হয় কারণ শীতল বাতাস নাকের ভেতরের জায়গা ও বায়ু চলার পথগুলোতে জ্বালা সৃষ্টি করে। এর ফলে ভাইরাসের সহজে সংক্রমিত হতে পারে।শীতে মানুষ বাড়ির ভেতর বেশি সময় ব্যয় করে।

শুক্রবার ব্যাম্বু মিশন নিয়ে আয়োজিত বৈঠকে টিআইডিসি চেয়ারম্যান টিংকু রায়। ছবি- নিজস্ব।

কালাইনে ট্রাক-বাইক মুখোমুখি, মর্মান্তিক মৃত্যু যুবকের, উত্তেজনা, জাতীয় সড়কে অবরোধ

কালাইন (অসম), ৬ নভেম্বর (হি.স.) : কাছাড় জেলার অন্তর্গত কালাইনের কাঁচাকান্তি কালীবাড়ি সংলগ্ন এলাকায় ছয় নম্বর জাতীয় সড়কে ট্রাক ও মোটর বাইকের মুখোমুখি সংঘর্ষে মর্মান্তিক মৃত্যু ঘটেছে ১৯ বছরের তরতাজা এক যুবকের। মর্মন্তুদ এই সড়ক দুর্ঘটনায় নিহত যুবককে কালাইন ব্রাহ্মণগ্রামের অজয় বৈষ্ণব বলে শনাক্ত করা হয়েছে। ঘটনাটি সংঘটিত হয়েছে আজ শুক্রবার সকাল প্রায় সাড়ে আটটা নাগাদ। ঘটনার পর স্থানীয় উত্তেজিত জনতা ৬ নম্বর জাতীয় সড়ক অবরোধ করেন।

কালাইনের বিশিষ্ট ব্যবসায়ী কৃষ্ণ বৈষ্ণবের ছেলে অজয় বৈষ্ণব হোন্ডা সিভি বাইকে কালাইন কলেজ রোড থেকে ডিগাবর তেমাথায় বাবার বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠানে যাচ্ছিলেন। সে সময় বিপরীত দিক থেকে দ্রুতগতিতে এএস ০১ এমসি ১৭৬৩ নম্বরের ১১০৯ মডেলের একটি ট্রাকের সঙ্গে সংঘর্ষ হয় বাইকের। প্রচণ্ড ধাক্কায় বাইক থেকে রাস্তায় ছিটকে পড়ে অজয়। অজয়ের পায়ের আঙুল ছিঁড়ে উবে যায়। এছাড়া মাথা, বুক, হাত, পা সহ সমস্ত শরীরে গুরুতর আঘাতে প্রচণ্ড রক্তক্ষরণ হয়েছে তার। তড়িঘড়ি আশপাশের লোকজন অজয়কে উদ্ধার করে কালাইন এফআরইউ হাসপাতালে নিয়ে গেলে কর্তব্যরত চিকিৎসকরা তাকে মৃত বলে ঘোষণা করেন।

এদিকে সদা হাস্যময় মায়াবী মিশুক ও পরোপকারী যুবকের মর্মান্তিকভাবে অকালমৃত্যুতে সমগ্র কালাইন এলাকায় শোকের ছায়া নেমে এসেছে। ঘটনার সঙ্গে সঙ্গে ঘন ঘন সড়ক দুর্ঘটনার প্রতিবাদে রাস্তা অবরোধ করেন উত্তেজিত জনতা। পরে কালাইন পুলিশের তৎপরতায় সাড়ে দশটা নাগাদ জাতীয় সড়ক অবরোধমুক্ত হয়। পুলিশ মৃতদেহের ময়না তদন্তের জন্য শিলচর মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে পাঠিয়েছে।

ঘটনার সঙ্গে সঙ্গে ঘাতক ট্রাকের চালক পালিয়ে না গিয়ে দুর্ঘটনায় ছটফটকারী যুবক অজয়কে হাসপাতালে পাঠানোর সক্রিয় ভূমিকা পালন কনেন। এজন্য ক্ষুব্ধ জনতা তাকে কোনওরকম হেনস্তা করেননি বলে জানিয়েছেন স্থানীয় কালাইন গ্রাম পঞ্চায়েত সভাপতি মৃদুলকান্তি চক্রবর্তী। পরে পুলিশ এসে তাদের হেফাজতে নিয়ে যায় চালককে।

যাবতীয় প্রস্তুতি শেষ, ৭ নভেম্বর অন্তিম দফার ভোট বিহারে

পাটনা, ৬ নভেম্বর (হি.স.): নির্বাচনী প্রক্রিয়ার সমস্ত ধরনের প্রস্তুতি শেষ হয়ে গিয়েছে। ৭ নভেম্বর (শনিবার) বিহারে বিধানসভা নির্বাচনের অন্তিম তথা শেষ দফার ভোটগ্রহণ। তৃতীয় তথা অন্তিম দফায় বিহারের ১৫টি জেলার ৭৮টি বিধানসভা আসনে হবে ভোটগ্রহণ। ১৫টি জেলার মধ্যে রয়েছে কিষাণগঞ্জ, কাটিহার, মাধেপুরা এবং সুপৌল। একইসঙ্গে এদিন বাল্মীকি নগর সংসদীয় আসনেরও ভোটগ্রহণ হবে।

তৃতীয় দফায় ১,২০৪ জন প্রার্থীর ভাগ্য নির্ধারণ করবেন ২.৩৫ কোটিরও বেশি ভোটার। সকাল সাতটা থেকে ছ”টা পর্যন্ত চলবে ভোটগ্রহণ। মাওবাদী-অধ্যুষিত চারটি বিধানসভা কেন্দ্রে বিকেল চারটে পর্যন্ত চলবে ভোটগ্রহণ। শেষ দফায় ৩৫টি আসনে লড়ছে বিজেপি, জেডি (ইউ) ৩৭টি আসনে, বিকাশশীল ইনসান পার্টি পাঁচটি আসনে, হিন্দুস্তানি আওয়াম মোর্চা একটি আসনে। আরজেডি প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছে ৪৬টি আসনে, কংগ্রেস প্রার্থীর ভাগ্য নির্ধারণ হবে ২৫টি আসনে এবং বামেরা সাতটি আসনে প্রার্থী দিয়েছেন। এছাড়াও লোক জনশক্তি পার্টি ৪২টি আসনে প্রার্থী দিয়েছে, আরএলএসপি ২৩টি আসনে, বিএসপি ১৯টি আসনে এবং এনসিপি ৩১টি আসনে প্রার্থী দিয়েছে।

শেষ দফায় ভাগ্য নির্ধারণ হবে বিধানসভার স্পিকার বিজয় কুমার চৌধুরী এবং বিকাশশীল ইনসান পার্টির প্রধান মুকেশ সাহনির। এছাড়াও বিজেন্দ্র যাদব, বীমা ভর্তি, ফিরোজ এবং রমেশ ঋষিদেব-সহ ১২ জন প্রার্থীর ভাগ্যনির্ধারন হবে। বিহার বিধানসভা নির্বাচনের ফলাফল ঘোষণা হবে ১০ নভেম্বর।

বিশ্বে করোনার-সংক্রমণ অব্যাহতই, স্বস্তি দিচ্ছে সুস্থতা

ওয়াশিংটন, ৬ নভেম্বর (হি.স.): বিশ্বে করোনার প্রকোপ অব্যাহতই। এ পর্যন্ত গোটা বিশ্বে আক্রান্তের সংখ্যা ৫ কোটি ছুঁইছুঁই (৪ কোটি ৯০ লক্ষ ১৬ হাজার ৪৮০)। প্রাণ হারিয়েছেন ১২ লক্ষ ৩৯ হাজার ৩৭৫ জন করোনা রোগী। তবে স্বস্তি এটুকুই, আক্রান্তের মত পাল্লা দিয়ে বাড়ছে সুস্থ হয়ে যাওয়ার সংখ্যাটাও। ইতিমধ্যেই প্রায় সাড়ে ৩ কোটি মানুষ করোনাকে জয় করে ফেলেছেন।

সবচেয়ে বেশি প্রভাব পড়েছে আমেরিকায়। বিগত ২৪ ঘন্টায় আমেরিকায় নতুন করে কোভিড-১৯ ভাইরাসে আক্রান্ত হয়েছেন ১ লক্ষ ২৩ হাজার ০৮৫ জন। দৈনিক মৃত্যুও বেড়েই চলেছে, শেষ ২৪ ঘন্টায় আমেরিকায় মৃত্যু হয়েছে করোনা-আক্রান্ত ১,২২৬ জন রোগীর। ফলে বাড়তে বাড়তে আমেরিকায় কোভিড-১৯ ভাইরাসে সংক্রমিত ২ লক্ষ ৩৩ হাজার ৭৬৭ জন মানুষের মৃত্যু হয়েছে এবং আক্রান্তের সংখ্যা ৯.৪৯ মিলিয়নের বেশি।

আমেরিকার পরই সবচেয়ে বেশি খারাপ অবস্থা ভারতে। ভারতে ৮৪-লক্ষের গণ্ডি ছাড়িয়ে গিয়েছে করোনা-সংক্রমণ। শুক্রবার সকাল আটটা পর্যন্ত ভারতে করোনা-আক্রান্তের সংখ্যা ৮৪,১১,৭২৪-এ পৌঁছে গিয়েছে। ভারতে কোভিড-১৯ ভাইরাসে মৃতের সংখ্যা বেড়ে হয়েছে ১, ২৪,৯৮৫। আমেরিকা ও ভারতের পর তালিকায় তৃতীয় স্থানে রয়েছে ব্রাজিল। সে দেশে মোট করোনা আক্রান্ত এ পর্যন্ত ৫৬ লক্ষ ১৪ হাজার ২৫৮ জন। মৃত্যু হয়েছে ১ লক্ষ ৬১ হাজার ৭৭৯ জন রোগীর।

দুমকা কোষাগার মামলা ২৭ নভেম্বর পর্যন্ত পিছলো লালুর জামিন আর্জি

রাঁচি, ৬ নভেম্বর (হি.স.): আপাতত স্বস্তি পাচ্ছেন না বিহারের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী লালুপ্রসাদ যাদব। ৩.১৩ কোটি টাকার পশুখাদ্য কেলেঙ্কারির দুমকা কোষাগার মামলায় ঝাড়খণ্ড হাইকোর্টে জামিনের আবেদন জানিয়েছিলেন লালুপ্রসাদ যাদব। কিন্তু, আগামী ২৭ নভেম্বর পর্যন্ত লালুর জামিন আবেদনের শুনানি পিছিয়ে দিয়েছে ঝাড়খণ্ড হাইকোর্ট। লালুর আইনজীবী জানিয়েছেন, ”দুমকা কোষাগার মামলায় অর্ধেক সাজা খেটেছেন লালুপ্রসাদ যাদব। তাই জামিনের আবেদন জানিয়েছিলাম আমরা, কিন্তু সিবিআই ইচ্ছাকৃতভাবে পাল্টা হলফনামা জমা দেয়নি। তাই ২৩ নভেম্বরের মধ্যে সিবিআইকে হলফনামা জমা দিতে বলেছে আদালত। জামিনের আবেদনের শুনানি হবে ২৭ নভেম্বর।”

দুমকা কোষাগার মামলায় দোষীসাব্যস্ত লালুপ্রসাদ যাদবের ৫ বছরের কারাবাসের সাজা হয়েছে। কোটি কোটি টাকার পশুখাদ্য কেলেঙ্কারির পাঁচটি মামলার মধ্যে চারটিতে দোষীসাব্যস্ত লালু। তিনটি মামলায় ইতিমধ্যেই তিনি জামিন পেয়েছেন। অক্টোবর মাসেই চাইবাসা ট্রেজারি মামলায় জামিন পেয়েছেন লালু।

আমাকে তো চেনেন : রাজনীতিতে আসার প্রশ্নে উত্তর অজয় চক্রবর্তীর

কলকাতা, ৬ নভেম্বর (হি. স.) : রাজনীতিতে আসার প্রশ্ন এড়িয়ে গেলেন পন্ডিত অজয় চক্রবর্তী। শুক্রবার তাঁর সঙ্গে দেখা করতে দক্ষিণ কলকাতায় তাঁর বাড়িতে যান কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ।

এদিন রাজনীতিতে আসার ব্যাপারে সাংবাদিকদের প্রশ্নের স্পষ্ট উত্তর না দিয়ে অজয়বাবু বলেন, আমাকে তো চেনেন। সঙ্গীতের বাইরে অন্য কিছু জানিনা। উনি একজন বিখ্যাত মানুষ। আমার সাহস নেই ওনাকে আমন্ত্রণ জানানোর। উনি অতিথি হিসাবে নিজেই আসছেন। এ রকম একজন বাড়িতে আসায় আমি গর্বিত। আব্দুল কালাম, আরএসএস-এর মোহন ভাগবৎ এঁরাও এসেছিলেন।

অজয় চক্রবর্তীর প্রতিষ্ঠার তুলনায় আমজনতার একটা বড় অংশ তাঁর সম্পর্কে ততটা জানার অবকাশ পান না। পাতিয়ালা ঘরানায় তাঁর সবিশেষ দক্ষতা থাকলেও মূলত তিনি উস্তাদ বড়ে গুলাম আলী খান ও উস্তাদ বরকত আলী খান সাহেবের গায়কী ঢংয়ের প্রতিনিধিত্ব করছেন। এছাড়াও ভারতের অন্যান্য প্রধান শাস্ত্রীয় ঘরানা বিশেষত ইন্দোর, দিল্লি, জয়পুর, গোয়ালিয়র, আগ্রা, কিরানা, রামপুর এবং এমনকি দক্ষিণ ভারতের কার্নাটিক সঙ্গীতেও তাঁর দখল রয়েছে। এ পর্যন্ত শতাধিক গানের এলবাম প্রকাশ করেছেন। এর অধিকাংশই ভারত, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, কানাডা, যুক্তরাজ্য ও জার্মানি থেকে বের হয়েছে। রেকর্ডগুলোয় অনেক বিশুদ্ধ শাস্ত্রীয় সুরের সম্মিলন ঘটেছে। এছাড়াও সরাসরি সঙ্গীত প্রদর্শনসহ সঙ্গীতের অনেক গোত্র যেমন: ঠুমরী, দাদরা, ভজন এবং শ্যামাসঙ্গীতের মত আধ্যাত্মিক গান অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। অনেক বাংলা গানের মধ্যে রবিঠাকুর ও কাজী নজরুল ইসলামের গানেও পারদর্শী তিনি। তাঁকে ভারতীয় শাস্ত্রীয় সঙ্গীতের অন্যতম সঙ্গীত কিংবদন্তি হিসেবে বিবেচনা করা হয়। অনেকগুলো পদকপ্রাপ্তি ঘটেছে তাঁর। তন্মধ্যে ২০১১ সালে ভারতের সর্বোচ্চ গৌরবান্বিত ও ভারত সরকার প্রদত্ত পদ্মশ্রী পদক, ১৯৯৯-২০০০ সালে দিল্লিতে সঙ্গীত নাটক অকাদেমি পুরস্কার, ১৯৯৩ সালে জাতীয় পুরস্কার কুমার গৌরব ও ১৯৮৯ সালে মুক্তিপ্রাপ্ত বাংলা চলচ্চিত্র ছন্দনীড়ের জন্য শ্রেষ্ঠ পুরুষ কণ্ঠশিল্পীর পুরস্কার লাভ করেন তিনি। প্রথম ভারতীয় কণ্ঠশিল্পী হিসেবে পাকিস্তান ও চিন সরকারের কাছ থেকে আমন্ত্রণ লাভ করেন। জাজ সঙ্গীতের জন্মস্থান নিউ অর্লিয়েন্সে সঙ্গীত প্রদর্শনের পর তাকে সম্মানসূচক নাগরিকত্ব প্রদান করা হয়।

পশ্চিমবঙ্গ থেকে সাবেক ও বর্তমান উভয় মুখ্যমন্ত্রী থেকেই সম্মাননা পেয়েছেন। ২০১২ সালে পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় কর্তৃক রাজ্যের সর্বোচ্চ দুই সম্মাননা - মহাসঙ্গীত সম্মান ও বঙ্গভূষণ লাভ করেন। একই সালে আলভাস বিরাসাত পুরস্কার পান তিনি। ভারতের স্বাধীনতা দিবসে বিবিসি”র সুবর্ণজয়ন্তীতে আমন্ত্রিত হন। ২০১৫ সালে মধ্যপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী কর্তৃক জাতীয় তানসেন সম্মান পান।[

৭-৩০ নভেম্বর দিল্লিতে নিষিদ্ধ আতশবাজি, দুঃশ্চিন্তায় ব্যবসায়ীরা

নয়াদিল্লি, ৬ নভেম্বর (হি.স.): করোনাভাইরাসের প্রকোপ ফের বাড়ছে দিল্লিতে। দিল্লিতে এখন কোভিড-১৯ ভাইরাসের তৃতীয় ওয়েভ চলছে। তার উপর আবার বায়ুদূষণ। সবমিলিয়ে রাজধানীর পরিস্থিতিতে এখন ভীষণ খারাপ। সামগ্রিক পরিস্থিতি বিচার করার পর দিল্লি সরকার সিদ্ধান্ত নিয়েছে, ৭ নভেম্বর থেকে আগামী ৩০ নভেম্বর পর্যন্ত দিল্লিতে নিষিদ্ধ থাকবে সমস্ত ধরনের আতশবাজি। শুক্রবার দিল্লির স্বাস্থ্যমন্ত্রী সত্যেন্দ্র জৈন জানিয়েছেন, ৭ থেকে ৩০ নভেম্বর পর্যন্ত দিল্লিতে সমস্ত ধরনের আতশবাজি নিষিদ্ধ করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে রাজ্য সরকার।

অরবিন্দ কেজরিওয়াল সরকারের এই সিদ্ধান্তের ফলে চিন্তা বেড়ে গিয়েছে আতশবাজি বিক্রেতাদের। দীপাবলি উপলক্ষ্যে অনেকেই আতশবাজি মজুত করে ফেলেছিলেন, তাঁরাই সবথেকে বেশি চিন্তায় পড়েছেন। একজন বিক্রেতা জানিয়েছেন, আচমকা সমস্ত ধরনের আতশবাজিতে নিষেধাজ্ঞা জারি হওয়ায় ১৫-২০ লক্ষ ক্ষতি হবে। এর আগে সরকারি জানিয়েছিল পরিবেশবান্ধব আতশবাজি বিক্রি করা যাবে, তাই মজুত করেছিলাম আমরা। কিন্তু, এখন সমস্ত ধরনের আতশবাজি নিষিদ্ধ করা হয়েছে। বিক্রেতাদের অনেকেই জানিয়েছেন, এই নিষেধাজ্ঞার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানাবেন তাঁরা।

মতুয়া মন পেতে তাঁদের মন্দিরে অমিত শাহ, করলেন মধ্যাহ্নভোজনও

কলকাতা, ৬ নভেম্বর (হি. স.) : কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ মতুয়া মন পেতে তাঁদের মন্দিরে যান। মধ্যাহ্নভোজনও করেন ওই ধর্মীয় সম্প্রদায়ের এক সদস্যের বাড়িতে।

বস্তুত নির্দিষ্ট কিছু পড়শি দেশ থেকে ভারতে আসা আশ্রয় প্রার্থীদের নাগরিকত্ব প্রদানের ব্যাপারে সিদ্ধান্ত রূপায়ণে দেরি হওয়ায় ক্ষোভ দেখা দিয়েছে মতুয়াদের মধ্যে। সম্প্রতি সর্বভারতীয় মতুয়া মহাসঙ্ঘের সঙ্ঘাতিপতি তথা স্থানীয় বিজেপি সাংসদ শান্তনু ঠাকুর সাংগাঠনিক সভায় বলেন, “নিঃস্বার্থ নাগরিকত্ব আইন চালু না হলে মতুয়ারাই ঠিক করবেন তাঁরা কোন পথে হাঁটবেন।“ এতে প্রতিক্রিয়া দেখা দেয়। ক’দিন আগে ত্রিপুরা ও মেঘালয়ের প্রাক্তন রাজ্যপাল তথাগত রায় ঠাকুরনগরে গিয়ে সর্বভারতীয় মতুয়া মহাসঙ্ঘের তিন প্রতিনিধির সঙ্গে বৈঠক করেন। এর পর তিনি টুইটে লেখেন, “অত্যন্ত ফলপ্রসূ আলোচনা হয়েছে এবং আমি মতুয়াদের কিছু পরামর্শও দিয়েছি। এবার তাঁরা নিজেদের সমাজের মধ্যে আলোচনা করে পরবর্তী পদক্ষেপ ঠিক করবেন। আমি কেবল ওঁদের জানিয়ে দিয়েছি যে অত্যাচারিত হিন্দু হিসাবে ওঁরা যাই করুন আমি ওঁদের সঙ্গে আছি।“

অজয় চক্রবর্তীর বাড়ি থেকে নিউ টাউন সংলগ্ন বাগজোলায় শ্রী শ্রী গুরুচাঁদ মতুয়া মহাসঙ্ঘের হরিচাঁদ মন্দিরে যান কেন্দ্রীয় মন্ত্রী। পুজো দেন শতবর্ষপ্রাচীন ওই মন্দিরে। সম্প্রদায়ের তরফে একটি স্মারকলিপি দেওয়া হয় তাঁকে। নিউ টাউনের আদর্শপল্লীতে মতুয়া পরিবারের নবীন বিশ্বাসের বাড়িতেও যান তিনি। ২০১৭-তে উত্তর ২৪ পরগনার রাজারহাটের পরিবারে তাঁকে খেতে দেখা গিয়েছিল। এবারেও তিনি দুপুরে খাবারের জন্য যান এ রকম এক পরিবারে।

বেআইনিভাবে পেঁয়াজের মজুত রুখতে কলকাতার বাজারে ইবির হানা

কলকাতা, ৬ নভেম্বর (হি. স.) : যত দিন বাড়ছে ততোই ক্রমাগত দাম বাড়ছে পেঁয়াজের। পেঁয়াজের ঝাঁজে নয় বরং দামেই চোখে জল আসছে ক্রেতাদের। এরই মাঝে শুক্রবার পেঁয়াজের বেআইনি মজুত রুখতে শহরের বিভিন্ন বাজারে হানা ইবির।

পেঁয়াজের বেআইনি মজুত নিয়ে ইতিমধ্যেই কড়া রাজ্য সরকার। বৃহস্পতিবার বিজ্ঞপ্তি জারি করে রাজ্য সরকারের তরফে জানানো হয়েছে পেঁয়াজ বেআইনি ভাবে মজুত করে রাখা যাবে না। রাজ্য সরকারের এই বিজ্ঞপ্তির পরে আরও কড়া কলকাতা পুলিশের এনফোর্সমেন্ট ব্রাঞ্চ(ইবি)। এদিন কোলে মার্কেট, নিউ মার্কেট, লেক মার্কেট, ল্যান্সডাউন মার্কেট সহ শহরের একাধিক বাজারে হানা দেয় ইবি। বেআইনিভাবে পেঁয়াজ মজুত রাখা যাবে না স্পষ্ট জানায় ইবি আধিকারিকরা। কত দামে কিনে কত দামে পেঁয়াজ বিক্রি হচ্ছে সেইসব নিয়ে অভিযান চালায় ইবি।

শুক্রবার বাম সংগঠনে আয়োজিত সভায় প্রাক্তন মন্ত্রী মানিক দে। ছবি- নিজস্ব।

৮ নভেম্বর আগরতলা প্রেসক্লাব আয়োজিত ভোট নিয়ে সাংবাদিকদের সামনে প্রেসক্লাবের কর্মকর্তারা। ছবি- নিজস্ব।

মতুয়া বাড়িতে অমিত শাহর মধ্যাহ্নভোজের আগে নিরাপত্তার বলয়ে ছেয়ে গিয়েছে বাগুইহাটি

কলকাতা, ৬ নভেম্বর (হি. স.) : ২১- র নির্বাচনের আগে রাজ্য সফরে এসেছেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ। শুক্রবার একাধিক কর্মসূচি নিয়ে কলকাতায় পা রেখেছেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী। কিছুক্ষণ পরেই কলকাতায় মতুয়া সম্প্রদায়ের বাড়িতে মধ্যাহ্নভোজ সারবেন অমিত শাহ। কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী পৌঁছানোর আগে নিরাপত্তার চাদোয়ায় মুড়ে দেওয়া হয়েছে বাগুইহাটি।

এদিন সকালে দক্ষিণেশ্বরে মন্দিরে গিয়ে পুজো দেন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ। সেখান থেকে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী যান পণ্ডিত অজয় চক্রবর্তীর বাড়ি। মতুয়া সংঘের মন্দিরে পুজো দিয়ে বাগুইআটির আদর্শপল্লিতে নবীন বিশ্বাসের বাড়িতে অমিত শাহ মধ্যাহ্নভোজ সারবেন। ইতিমধ্যেই কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আসাকে ঘিরে সাজো সাজো রব। গোটা রাস্তা ভরিয়ে দেওয়া হয়েছে ফ্ল্যাগ ও হোর্ডিং-এ। উপস্থিত রয়েছেন বিজেপির কর্মী-সমর্থকেরা। যে রাস্তা দিয়ে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী প্রবেশ করবেন সেই রাস্তা বর্তমানে বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে অন্যান্য গাড়ি চলাচলের জন্য যে বাড়িতে অমিত শাহ মধ্যাহ্নভোজ করবে সেই বাড়িতে বাড়ির পরিবারের সদস্য ছাড়া আর কাউকে ঢুকতে বা বের হতে দেওয়া হচ্ছে না। ওই পরিবারের সদস্যদের ইতিমধ্যেই করোনা পরীক্ষা করা হয়েছে।

ছয়ের পাতায়

হাসপাতাল থেকে ফেরার পথে দুর্ঘটনা, মৃত ২

হাওড়া, ৬ নভেম্বর (হি স): ফের শহরে দুর্ঘটনা। হাসপাতাল থেকে বাড়ি ফেরার পথে দুর্ঘটনা। শুক্রবার এই ঘটনার সাক্ষী থাকল হাওড়ার জগৎবল্লভপুর। দুর্ঘটনার জেরে মৃত দুই।

যত সময় বাড়ছে ততোই আতঙ্ক বাড়াচ্ছে করোনা। চোখে দেখা না গেলেও এই অদৃশ্য ভাইরাসের আতঙ্কে কোণঠাঁসা শহরবাসী। এরই মাঝে করোনা আবহে ফের শহরে দুর্ঘটনা। জানা গিয়েছে, শুক্রবার ভোর ছ’টা নাগাদ হাওড়ার জগৎবল্লভপুরে দুর্ঘটনা ঘটে। কলকাতার এমআরএস হাসপাতাল থেকে চিকিৎসার পর মারুতি ভ্যান করে আমতার জয়পুরে ফিরছিলেন এক পরিবার। কিন্তু পথেই ঘটে যায় বিপত্তি। ওই মারুতি ভ্যানটি নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে নয়াচক লালগেটের কাছে আমতা রানিহাটি রোডে লরির পিছনে ধাক্কা মারে। দুমড়ে-মুচড়ে যায় মারুতি ভ্যানটি। এই দুর্ঘটনায় ঘটনাস্থলেই মারা যান দুজন। অন্যদিকে এক আহত মহিলাকে চিকিৎসার জন্য নিয়ে আসা হয়েছে কলকাতার এক হাসপাতালে। কিভাবে দুর্ঘটনা খতিয়ে দেখছে পুলিশ।

জাতীয়তাবাদের আদর্শে অনুপ্রাণিত করা বিজেপি-র লক্ষ্য : রঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়

কলকাতা, ৬ নভেম্বর (হি. স.) : অজয় চক্রবর্তীর মত যাঁরা এখনও মমতার কথায় ও সুরে গান করেন নি, সেই ছোট্ট অংশটিকে জাতীয়তাবাদের আদর্শে অনুপ্রাণিত করা বিজেপি তথা সংঘ পরিবারের লক্ষ্য। শুক্রবার এই মন্তব্য করলেন জাতীয়তাবাদী অধ্যাপক ও গবেষক সঙ্ঘের প্রাক্তন প্রদেশ কার্যকারি সদস্য ডঃ রঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়।

অজয়বাবুর কাছে শাহর যাওয়া নিয়ে প্রশ্ন ও আলোড়ন জেগেছে বিভিন্ন মহলে। এ প্রসঙ্গে রঞ্জনবাবু ’হিন্দুস্থান সমাচার’-কে জানান, ‘‘এটা নিজেদের ‘অবাঙালি দল’-এর বদনাম ঘোচানোর চেষ্টা করা। মিঠুন চক্রবর্তী থেকে সৌরভ গাঙ্গুলীর সঙ্গে যোগাযোগ এরই অঙ্গ বিশেষ। এ কারনেই মোহন ভাগবত থেকে মোদী-শাহ জুটি যতবারই কলকাতায় এসেছেন, ততবারই হাজার ব্যস্ততার মাঝেও বুদ্ধিজীবীদের নিয়ে বৈঠক করেছেন। যদিও বাংলার বৌদ্ধিক সমাজকে অতিক্রম করে গ্রামবাংলায় দাগ কাটতে পারে, এমন বুদ্ধিজীবীর নাম হয়ত অধরাই থেকেছে। ফলে প্রচেষ্টা অব্যাহত থাকবে, একথা বলাই যায়।“

রঞ্জনবাবুর মতে, “বাংলার অন্যতম প্রধান সংগীতশিল্পী পন্ডিত অজয় চক্রবর্তী। সম্মানীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী, তাঁর বাড়িতে পদার্পণে আশ্চর্য হওয়ার কিছু নেই। কিন্তু যথেষ্ট তাৎপর্য আছে। বিজেপি তথা সঙ্ঘ পরিবারের যাবতীয় কার্যকলাপের সম্পূর্ণ অর্ধেক জুড়ে থাকে এই সম্পর্ক অভিযান। যার অন্যতম বৈশিষ্ট্য হল সমাজের বিভিন্ন স্তরের খ্যাতনামা ও প্রতিষ্ঠিত ব্যাক্তিদের সাথে যোগাযোগ বা সম্পর্ক তৈরি করা। সেই সঙ্গে তাঁদের সঙ্ঘের নানাবিধ কাজের সঙ্গে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ ভাবে যুক্ত করা। বাংলার ক্ষেত্রে এই বিষয়টি আরও গুরুত্বপূর্ণ কারণ গত দশ বছর ধরে মমতা ব্যানার্জি এই খ্যাতনামা মানুষগুলোকে অকাতরে নানা সুযোগ সুবিধা দিয়ে নিজের পক্ষে দাঁড় করিয়ে ছেড়েছেন।এমনকি এদের মধ্যে অধিকাংশই প্রকাশ্যে দেশের সংবিধান ও আইন ব্যবস্থাকে চ্যালেঞ্জ পর্যন্ত ছুড়ে দিয়েছেন।

আরও আশ্চর্যের বিষয় হচ্ছে যে বর্তমানে সংবাদ মাধ্যমের একটি বড় অংশ এখনও মনে করেন বা আরও ভালো ভাবে বলা যায়, মনে করতে বাধ্য করেন যে ওই বুদ্ধিজীবী মানুষগুলোই বোধহয় বাংলার জনসমাজকে প্রভাবিত করেন। গত লোকসভা নির্বাচনে এটা মিথ্যা প্রমাণিত হওয়া সত্বেও। এই ক্ষেত্রে বিজেপির দায় রয়েই গিয়েছে।‘

শহরকে হোর্ডিং মুক্ত করতে নয়া কৌশল কলকাতা পুরসভার

কলকাতা, ৬ নভেম্বর (হি. স.): শহর কলকাতাকে হোর্ডিং মুক্ত করতে নয়া কৌশল নিচ্ছে কলকাতা পুরসভা। বিভিন্ন এলাকাকে হোর্ডিং মুক্ত করার পাশাপাশি বেশ কিছু এলাকায় কি পরিমান বিজ্ঞাপন দেওয়া যাবে সেই সংখ্যাও বেঁধে দেবে পুর কর্তৃপক্ষ। একই সঙ্গে ধর্মতলা থেকে ডালহৌসি চত্বরকে সম্পূর্ণ হোর্ডিং ফ্রি জোন হিসেবে ঘোষণা করেছে কলকাতা পুরসভা।

কলকাতা পুরসভা দেখেছে ধর্মতলা থেকে ডালহৌসি চত্বরের বহু পুরনো বাড়ি ও ঐতিহ্য শালী স্থাপত্য হোর্ডিং এর কারণে ঢেকে গিয়েছে। ফলে সৌন্দর্য হারাচ্ছে ওই এলাকা। এবার ধর্মতলা থেকে ডালহাউসি চত্বরকে পুরো হোর্ডিং ফ্রি জোন হিসেবে ঘোষণা করেছে পুর কর্তৃপক্ষ। ওই এলাকায় যত্রতত্র হোর্ডিং লাগানো আটকাতে এবার তৎপর হল কলকাতা পুরসভা।

কলকাতা পুরসভার তরফে আরও জানানো হয়েছে, প্লাস্টিক এবং ফ্লেক্সের হোর্ডিং সম্পূর্ণভাবে বাতিল করতে হবে। কেবলমাত্র নির্দিষ্ট মাপের উচ্চতায় ডিজিটাল হোর্ডিং বসাতে হবে। একইসঙ্গে কলকাতার গুরুত্বপূর্ণ এলাকাগুলিতে বিজ্ঞাপনের হোর্ডিং লাগানো যাবে না। স্টেশন, হাসপাতাল, শহরের গুরুত্বপূর্ণ অফিস, ঐতিহ্যবাহী সৌধগুলির সামনে হোর্ডিং বসানো যাবে না। সেই সঙ্গে ডিজিটাল বোর্ডগুলিতেও চরা রং ও তীব্র আলোর ব্যবহার করা যাবে না। এতে গাড়িচালকদের সমস্যা হতে পারে।

এছাড়াও পুরসভার তরফে জানানো হয়েছে পার্কস্টিট এলাকায় বেঁধে দেওয়া হবে হোর্ডিংয়ের সংখ্যা। অন্যদিকে, বিপদজনক বাড়ির ছাদে লাগানো যাবেনা কোনরকম বিজ্ঞাপনের হোর্ডিং। একান্তই কোন বাড়ির ছাদে বিজ্ঞাপনের হোডিং লাগাতে গেলে সে ক্ষেত্রে পুরসভার অনুমতি নিতে হবে সংশ্লিষ্ট সংস্থাকে।

লোকাল ট্রেন চালু হতেই বাড়ছে মেট্রো সংখ্যা

কলকাতা, ৬ নভেম্বর (হি স): আগামী সপ্তাহে বুধবার থেকে ফের চালু হচ্ছে লোকাল ট্রেন। বৃহস্পতিবার রেল রাজ্য বৈঠকে এমনটাই সিদ্ধান্ত হয়েছে। লোকাল ট্রেন চালু হতেই এবার বাড়ছে মেট্রোর সংখ্যাও। শুক্রবার এমনটাই সিদ্ধান্ত নিয়েছে মেট্রো রেল কর্তৃপক্ষ।মেট্রো রেল সূত্রে খবর, ১১ নভেম্বর থেকে চালু হচ্ছে লোকাল ট্রেন। তাই যাত্রী চাপ কমাতে বাড়ছে মেট্রো সংখ্যা। এবার থেকে চলবে ১৯০ টি মেট্রো। অফিস টাইমে সাত মিনিট অন্তর মিলবে মেট্রো। তবে, যেরকম ইপাস ছিল মেট্রো যাতায়াতের ক্ষেত্রে। ইপাস বহাল থাকবে। যাত্রা করতে গেলে স্টেশনে ঢোকার জন্য অ্যাপ মারফত নিতে হবে ই-পাস। এছাড়াও কোন যাত্রীকে মাস্ক ছাড়া ঢুকতে দেওয়া হবে না স্টেশন চত্বরে। তাপমাত্রা মেপে জীবাণুমুক্ত করে তবেই অনুমতি মিলবে স্টেশনে ঢোকার। করোনা আবহে মেট্রো চালুর পর আগে যেরকম সোম থেকে শনি শেষ মেট্রো ছাড়ত রাত নটায় এখনও সেই নিয়মই বহাল আছে। নোয়া পাড়া ও কবি সুভাষ থেকে এই সময় শেষ মেট্রো ছাড়বে। অন্যদিকে রবিবার সকাল ১০.১০ থেকে রাত সাড়ে নটা পর্যন্ত পরিষেবা মিলবে। রবিবার নোয়াপাড়া থেকে দিনের শেষ মেট্রো ছাড়বে রাত ৮.২৩ মিনিটে। প্রসঙ্গত, বৃহস্পতিবার লোকাল ট্রেন চালু নিয়ে নবান্নে রাজ্যের সঙ্গে রেলের বৈঠক ছিল। সেই বৈঠকে সিদ্ধান্ত হয়েছে, আগামী সপ্তাহ থেকেই চালু হচ্ছে লোকাল ট্রেন। সম্ভাব্য দিন হিসেবে বেছে নেওয়া হয়েছে বুধবারকে। প্রতিদিন ১৮১ জোড়া ট্রেন চলবে। শিয়ালদা ডিভিশনে প্রতিদিন চলবে ১১৪ জোড়া লোকাল ট্রেন। হাওড়া ডিভিশনে চলবে ৫০ জোড়া লোকাল ট্রেন। খড়্গাপুর ডিভিশনে চলবে ৩৩ টি ট্রেন। পূর্ব ও দক্ষিণ-পূর্ব মিলিয়ে প্রতিদিন ১৮১ জোড়া ট্রেন চলবে। প্রাথমিকভাবে এটাই সিদ্ধান্ত হয়েছে। মানুষের ভিড় বাড়লে ট্রেনের সংখ্যাও বদলাতে পারে। প্রতি স্টেশনে নিরাপত্তা ব্যবস্থা রাখা হচ্ছে। কমানো হচ্ছে গ্যালোপিং ট্রেনের সংখ্যা। পুরনো টাইমটেবিল অদলবদল করেই চলবে ট্রেন।

বিজ্ঞাপন সম্পর্কিত সতর্কীকরণ

জাগরণ পত্রিকায় নানা ধরনের বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়ে থাকে। এ সম্পর্কে পাঠকদেরকে অনুরোধ তারা যেন খোঁজখবর নিয়েই বিজ্ঞাপনদাতাদের সঙ্গে যোগাযোগ করেন। বিজ্ঞাপনদাতাদের কোন দাবি, বক্তব্য সম্পর্কে জাগরণ এর কোন দায়িত্ব নেই।

বিজ্ঞাপন বিভাগ
জাগরণ

জরুরী পরিষেবা

হাসপাতাল : জিবি : ২৩৫-৫৮৮৮ **আইজিএম :** ২৩২-৫৬০৬, **টি এম সি :** ২৩৭ ০৫০৪ **চক্ষুব্যাঙ্ক :** ৯৪৩৬৪৬২৮০০। **অ্যাম্বুলেন্স : একতা সংস্থা :** ৯৭৭৪৯৯৮৯৯৬ **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **শিবনগর মডার্ণ ক্লাব : ও আমরা তরুণ দল :** ২৫১-৯৯০০, **সেন্ট্রাল রোড দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ রিলিভার্স : ৯৮৬২৭৬৭৪২৮ **কর্ণেল চৌমুহনী যুব সংস্থা :** ৯৮৬২৫৭০১১৬/ **সংহতি ক্লাব :** ৮৭৯৪১ ৬ ৮২৮১, **অনীক ক্লাব :** ৯৪৩৬৪৮৭৪৮৩, ৯৪৩৬৪৬৪৬০১, **রামকৃষ্ণ ক্লাব :** ৮৭৯৪১৬৮৮১ **শতদল সংঘ :** ৯৮৬২৯৩৯৭৮০, **প্রগতি সংঘ (পূর্ব আড়ালিয়া) :** ৯৭৭৪১১৬৬২৪, **রেডক্রস সোসাইটি :** ২৩১-৯৬৭৮, **টিআরটিসি :** ২৩২৫৬৮৫, **এগিয়ে চলো সংঘ :** ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **লালবাহাদুর দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৯৪৩৬৫০৮৬৩৯, ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **মানব ফাউন্ডেশন:** ২৩২৬১০০। **চাইল্ড লাইন : ১০৯৮ (টোলফ্রি : ২৪ ঘন্টা)। ব্লাড ব্যাঙ্ক : জিবি :** ২৩৫-৬২৮৮ **(পি বি এক্স), আইজিএম:** ২৩২-৫৭৩৬, **আই এল এস :** ২৪১৫০০০/৮৯৭৪০৫০৩০০ **কসমোপলিটন ক্লাব :** ৯৮৫৬০ ৩৩৭৭৬, **শববাহী যান : নব অঙ্গীকার** ৮৭৯৪৫১৪৩১১, **সেন্ট্রাল রোড যুব সংস্থা :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ **বটতলা নাগেরজলা স্ট্যান্ড ডেভেলাপমেন্ট সোসাইটি :** ০৩৮১-২৩৭-১২৩৪, ৮৯৭৪৮৬০৩৩৫, ৯৮৬২৭০২৮২৩, **সমাজ কল্যাণ ক্লাব :** ৯৭৭৪৬৭০২৪২, **সংযোগ সংঘ :** ৯৪৩৬১৬৯৫২১, ৯৮৫৬৮৬৭১২০, **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **ত্রিপুরা ট্রাক ওনার্স সিন্ডিকেট :** ২৩৮-৫৮৫২, **ত্রিপুরা ট্রাক অপারেটর্স অ্যাসোসিয়েশন :** ২৩৮-৬৪২৬, **রিলিভার্স :** ৮৮৩৭০৫৯৫৯৮, **কুঞ্জবন স্পোর্টিং ইউনিয়ন :** ৮৯৭৪৫৮১৮১০, **ত্রিপুরা ন্যায্যমূল্যের দোকান পরিচালক সমিতি :** ২৩৮১৭১৮, ৯৪৩৬৪৬৯৬৪৪, **সূর্য তোরণ ক্লাব (দুর্গা চৌমুহনী) :** ৮৭২৯৯১১২৩৬, **আগন্তুক ক্লাব :** ৭০০৫৪৬০০৩৫/ ৯৪৩৬৫৯১৮৯১, **ত্রিপুরা নির্মাণ শ্রমিক ইউনিয়ন :** ৮২৫৬৯৯৭ **ফায়ার সার্ভিস : প্রধান স্টেশন :** ১০১/২৩২-৫৬৩০, **বাধারঘাট :** ১০১/২৩৭-৪৩৩৩, **কুঞ্জবন :** ২৩৫-৩১০১, **মহারাজগঞ্জ বাজার :** ২৩৮ ৩১০১ **পুলিশ : পশ্চিম থানা :** ২৩২-৫৭৬৫, **পূর্ব থানা :** ২৩২-৫৭৭৪, **আমতলী থানা :** ২৩৭-০৩৫৮, **এয়ারপোর্ট থানা :** ২৩৪-২২৫৮, **সিটি কন্ট্রোল :** ২৩২-৫৭৮৪, **বিদ্যুৎ : বনমালীপুর :** ২৩২-৬৬৪০, ২৩০-৬২১৩। **দুর্গা চৌমুহনী :** ২৩২-০৭৩০, **জিবি :** ২৩৫-৬৪৪৮। **বড়দোয়ালী :** ২৩৭০২৩৩, ২৩৭১৪৬৪ **আইজিএম :** ২৩২-৬৪০৫। **বিমানবন্দর এয়ার ইন্ডিয়া :** ২৩৪১৯০২, ২৩৪-২০২০, **এয়ার ইন্ডিয়া টোল ফ্রি নম্বর :** ১৮৬০-২৩৩-১৪০৭, ১৮০০-১৮০-১৪০৭, **ইন্ডিগো :** ২৩৪-১২৬৩, **স্পাইস জেট :** ২৩৪-১৭৭৮, **রেল সার্ভিস : রিজার্ভেশন :** ২৩২-৫৫৩৩ **আন্তর্জাতিক বাস সার্ভিস : টি আর টি সি বিল্ডিং :** ২৩২-৫৬৮৫। **আগরতলা রেলস্টেশন :** ০৩৮১-২৩৭৪৫১৫।

বিরসা মুন্ডার মূর্তিতে অমিত শাহের মাল্যদান ঘিরে ক্ষোভ তৃণমূল কর্মীদেব

বাঁকুড়া, ৬ নভেম্বর (হি. স.) : বিরসা মুন্ডার নাম করে আদিবাসী মডেলে মাল্যদান করার অভিযোগকে কেন্দ্র করে ব্যাপক রাজনৈতিক উত্তেজনা ও চাপান-উতোর শুরু হয়েছে। বিরসা মুন্ডার নাম করে আদিবাসী মডেলে মাল্যদান করে আদিবাসী সমাজকে অপমানিত করা হয়েছে এই অভিযোগ তুলে শুক্রবার সকালে পুয়াবাগান - বিশপুরিয়া মোড়ে বেশ কিছু আদিবাসী বাঁকুড়া জেলা পরিষদের সভাধিপতি মৃত্যুঞ্জয় মুর্মু ও বিধায়ক বীরেন টুটু নেতৃত্বে বিক্ষোভ প্রদর্শন করে ও অমিত শাহ এর মত আদিবাসী ও দলিত দের রক্তমাখা হাত দ্বারা আদিবাসী মূর্তিকে অপবিত্র করা হয়েছে এই অভিযোগ তুলে আজকে সকালে ওই মূর্তিটি দুধ ও গঙ্গা জল দিয়ে শোধন করা হয়।

গতকাল স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ এই স্থানে এসে আদিবাসী মূর্তির পাশে বিরসা মুন্ডার প্রতিকৃতিতে মাল্যদান করে শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করেন। এই কর্মসূচিকে ঘিরে জেলাজুড়ে রাজনৈতিক চাপানউতোর শুরু হয়েছে।তৃণমূলের পক্ষ থেকে অভিযোগ করা হয়েছে বিরসা মুন্ডার নাম দিয়ে সেখানে এক আদিবাসী মডেলকে মাল্যদান করে অমিত শাহ সমগ্র আদিবাসী সমাজকে অপমানিত করেছেন।

তৃণমূল কংগ্রেসের জেলা সাধারণ সম্পাদক জয় ব্যানার্জি বিজেপিকে উদ্দেশ্য করে বলেন এরা ভারতের সংস্কৃতি ,আদিবাসী সংস্কৃতি সম্বন্ধে জানেনা ,বিরসা মুন্ডা কে সেটাই ভালো করে জানে না ইতিহাস জানে না তাই এক আদিবাসী মডেলকে তারা বিরসা মুন্ডা বলে চালিয়ে দিতে চাইছে। আদিবাসীরা বিরসা মুন্ডাকে দেবতা জ্ঞানে পূজা করে- অমিত শাহ এবং বিজেপির এই কাজ তাদের আঘাত দিয়েছে।

জেলা পরিষদের মেন্টর অরূপ চক্রবর্তী বলেন পোয়া-বাগানের মোড়ে জাতীয় সড়ক কর্তৃপক্ষ একটি আদিবাসী মডেল স্থাপন করে। ওটা বিরসা মুন্ডার মূর্তি নয়। গতকাল অমিত শাহ ওই মূর্তিকে বিরসা মুন্ডা বলে মাল্যদান করে ,যেটা আদিবাসী সমাজ মেনে নিতে পারেনি তাই আজ সকালে আদিবাসীরা এসে ওই স্থানে বিক্ষোভ প্রদর্শন করে। আমাদের দলের আদিবাসী নেতা সভাধিপতি মৃত্যুঞ্জয় মুর্মু বিধায়ক বীরেন টুডু, জেলা পরিষদ কর্মাধ্যক্ষ জ্যোৎস্না মান্ডি প্রমুখ আদিবাসী নেতারা হাজির থেকে প্রতিবাদে সামিল হন।

এ বিষয়ে বিজেপির পক্ষ থেকে বলা হয়েছে ওই মডেলের পাশে বিরসা মুন্ডার প্রতিকৃতিতে মাল্যদান করেন অমিত শাহ। যাই হোক তারা এই বিষয়টি নিয়ে আর কোনো মন্তব্য করতে রাজি নন।

কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীকে বহিরাগত বলে কটাক্ষ তৃণমূলের

কলকাতা, ৬ নভেম্বর (হি. স.): কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীকে বহিরাগত বলে কটাক্ষ করল রাজ্যের শাসক দল। বৃহস্পতিবার বিরসা মুন্ডার মনে করে অজ্ঞাত এক আদিবাসী মূর্তিতে মালা পড়িয়ে ছিলেন অমিত শাহ। এরপর এই শুক্রবার নিজেদের টুইটার হ্যান্ডেলে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীকে কটাক্ষ করে তৃণমূল।

গতকাল বাঁকুড়ায় গিয়ে বিরসা মুন্ডার মূর্তিতে মালা দিয়ে নিজের বঙ্গ সফর শুরু করবেন বলে ভেবেছিলেন অমিত শাহ। কিন্তু দেখা যায় বিরসা মুন্ডার মূর্তি ভাবে এক অজ্ঞাত পরিচয় আদিবাসী শিকারির মূর্তিতে মালা দেন তিনি। কিন্তু পরে ভুল ভাঙতেই বিরসা মুন্ডার ছবি এনে ওই মূর্তির নিচে রেখে তাতে মালা দেন অমিত শাহ। এই ঘটনার পরেই শুক্রবার নিজেদের টুইটারে অমিত শাহকে বহিরাগত বলে একহাত নিল রাজ্যের শাসক দল।

এদিন টুইটারে তৃণমূল লেখে, 'আবারও বহিরাগত একই কাজ করলেন। অন্য একজনের মূর্তির পায়ের কাছে ভগবান বীরসা মুণ্ডার ছবি রেখে মাল্যদান সত্যিই অপমানকর। এই ধরণের আচরণে বাংলার সংস্কৃতি উপেক্ষিত। তিনি (অমিত শাহ) কি কখনও বাংলাকে সম্মান করবেন?' এই টুইটে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীকেও ট্যাগ করা হয়েছে। স্বাভাবিক ভাবেই এই ঘটনার পরেঅস্বস্তিতে বাড়ে বিজেপির। যা নিয়ে পদ্ম বাহিনীর দিকে কটাক্ষ ছুড়ে দিয়েছে ঘাস ফুল শিবির।

বিধানসভা নির্বাচনের আগে আদিবাসী ভোটকে নিজেদের পক্ষে আনতে দু''দিনের সফরে এসেছেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ। এদিকে আদিবাসী ভোটব্যাংককে নিজেদের দিকে রাখতে অমিত সাহা আসার আগেই মতুয়া সম্প্রদায়ের জন্য ১০ কোটি টাকার উন্নয়ন প্রকল্প ঘোষণা করেছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। বিধানসভা নির্বাচনের আগেই ভোট ব্যাংকের আখের গোছাতে যে দুই দল নিজেদের পারস্পরিক রাজনৈতিক গতিবিধি ম্যাপে নিয়ে চলছে তা বলাই বাহুল্য।

পাথারকান্দিতে উচ্ছেদ অভিযান, ধূলিস্যাত নয়টি পাকা দোকানঘর

পাথারকান্দি (অসম), ৬ নভেম্বর (হি.স.) : করিমগঞ্জ জেলার পাথারকান্দিতে সরকারি জমি জবর দখলকারীদের বিরুদ্ধে ফের উচ্ছেদ অভিযান চালিয়েছে প্রশাসন। আজ শুক্রবার এবং গতকাল, দুদিনে পাথারকান্দির ব্যস্ততম দক্ষিণ রেলওয়ে গেট সংলগ্ন রাজারগাঁও ঘেঁষা জাতীয় সড়কের পাশে কয়েক যুগ থেকে অবৈধভাবে জবরদখল করে সরকারি জমিতে গড়ে তোলা মোট নয়টি পাকা বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠান গুঁড়িয়ে দেওয়া হয়েছে।

এসকেভেটর (জেসিবি) লাগিয়ে সার্কল অফিসার জেনাথন ভাইপেই তাঁর কার্যালয়ের আমিন আব্দুর রৌফ বিশাল পুলিশবাহিনী নিয়ে এই উচ্ছেদ অভিযান চালিয়েছেন। জানা গেছে, গত কয়েক যুগ থেকে পাথারকান্দির ব্যস্ততম দক্ষিণ রেলওয়ে গেট সংলগ্ন রাজারগাঁওয়ের প্রবেশ পথে জাতীয় সড়কের পাশে অবৈধভাবে সরকারি জমিতে দ্বিতল পাকা গৃহ নির্মাণ করে ব্যবসা চালিয়ে যাচ্ছিলেন একাংশ। বেশ কয়েকবার স্থানীয়দের পক্ষ থেকে অবৈধ দখলকারীদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়ার আবেদন জানালেও কাজের কাজ কিছুই হয়নি বলে অভিযোগ উঠেছিল। এমন-কি জবরদখলকারীদের জন্য প্রধানমন্ত্রী গ্রামীণ সড়ক যোজনার নির্মাণ কাজও থমকে গিয়েছিল। অবশেষে গতকাল স্থানীয় প্রশাসন তাদের উচ্ছেদ করতে অভিযানে নামে। এলাকাকে জবরদখলমুক্ত করায় সন্তোষ ব্যক্ত করেছেন স্থানীয়রা।

বেলেঘাটায় ফের বিজেপি কর্মীকে মারধরের অভিযোগ

কলকাতা, ৬ নভেম্বর (হি স): ইতিমধ্যেই রাজ্য সফরে হাজির কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ। কিন্তু অন্যদিকে ফের বেলেঘাটায় বিজেপি কর্মীকে মারধরের অভিযোগ উঠলো। শুক্রবার ঘটনার তদন্তে ফুলবাগান থানার পুলিশ।

অভিযোগ উঠেছে বৃহস্পতিবার গভীর রাতে বেলেঘাটার ৩৩ নম্বর ওয়ার্ডের বাসিন্দা বিজেপি কর্মী সমীর পাড়ুইর উপর চার-পাঁচজন দুষ্কৃতী হামলা চালায়। সমীর পাড়ুইর পরিবারের অভিযোগ হামলাকারীরা মত্ত অবস্থায় ছিল। সেই অবস্থাতেই ওই বিজেপি কর্মীর উপর উপর হামলা চালায়। মেরে নাক ফাটিয়ে দেওয়ার অভিযোগ উঠেছে দুষ্কৃতীদের বিরুদ্ধে। ইতিমধ্যেই ফুলবাগান থানায় বিষয়টি জানিয়েছেন বিজেপি কর্মী পরিবার। ঘটনার তদন্তে নেমেছে ফুলবাগান থানার পুলিশ।

ওই বিজেপি কর্মীর পরিবারের তরফে আরও অভিযোগ কিছুদিন আগেই সমীর পাড়ুই ফুলবাগান থানা ঘেরাও কর্মসূচিতে যোগ দেয় আর তারপর থেকেই তাকে হুমকি দেওয়া হচ্ছিল ।

গিয়েছে বাগুইহাটি

পাচের পাতার পর

ঘটনাস্থল ভালো করে খতিয়ে দেখছে পুলিশ কর্মীরা। যে পরিবারে মধ্যাহ্নভোজ সারবেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী সেই পরিবারের ৬ জনকে থাকতে দেওয়া হয়েছে মধ্যাহ্নভোজের সময়।

জানা গিয়েছে অমিত শাহর মধ্যাহ্নভোজের মেনুতে থাকছে ভাত, রুটি, মুগ ডাল, ছোলার ডাল, বেগুন ভাজা, শুক্তো, চাটনি, গুড়ের পায়েস। ব্যবস্থাপনা খতিয়ে দেখছে পুলিশ।

করোনার

● **প্রথম পাতার পর**

ত্রিপুরা থেকে পণ্য রফতানি বন্ধ ছিল। এপ্রিল মাসে বাংলাদেশ থেকেও কোন যাত্রী ত্রিপুরায় আসতে পারেননি। কারণ, সীমান্ত দিয়ে যাতায়াতে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রকের বিধিনিষেদের কারণে বাংলাদেশে অবস্থানরত ত্রিপুরার নাগরিক দেশে ফিরতে পারেননি। তবে, বাংলাদেশী নাগরিক-রা প্রতিনিয়ত দেশে ফিরে গেছেন।

আইসিপিই-র রিপোর্ট অনুযায়ী এপ্রিল থেকে ত্রিপুরায় বাংলাদেশের পণ্য আমদানি শুরু হলেও শুধু জুন ও জুলাই মাসে ত্রিপুরা থেকে বাংলাদেশে পণ্য রফতানি হয়েছে। তাতে দেখা যাচ্ছে, চলতি অর্থ বছরে অক্টোবর পর্যন্ত আগরতলা আইসিপি দিয়ে বাংলাদেশ থেকে ত্রিপুরায় ২৩৬.৮১ কোটি টাকার পণ্য আমদানি এবং ০.৯৩ কোটি টাকার পণ্য রফতানি হয়েছে। তেমনি, ১১৪৫ জন বাংলাদেশ থেকে ত্রিপুরায় এসেছেন এবং ২০৩২ জন ত্রিপুরা থেকে বাংলাদেশ গিয়েছেন।

দেবাশীষ বাবু জানিয়েছেন, করোনা মহামারীর মাঝে আইসিপি-তে পরিষেবা চালু রাখতে গিয়ে প্রচুর কর্মী এবং বিএসএফ ও কাস্টমস-র আধিকারিক-রা সংক্রমিত হয়েছেন। তবে, স্বাস্থ্যবিধি বজায় রাখার সবরকম ব্যবস্থা করা হয়েছিল। আইসিপি-তে স্যানিটাইজ করা, কর্তব্যরত সীমান্তরক্ষি বাহিনী-র জওয়ানদের পিপিই কিট প্রদান, স্যানিটাইজার, মাস্ক বিলি করা, সবই নিয়ম মেনে পালন করা হয়েছে। তাঁর দাবি, বাংলাদেশ থেকে আসা পণ্যবাহী গাড়িগুলি স্যানিটাইজ করার ব্যবস্থা হয়েছে। কারণ, পণ্যবাহী গাড়ি-র মাধ্যমে করোনা-র সংক্রমণ ছড়াতে পারে, সেই আশঙ্কা থেকে সমস্ত সুরক্ষা ব্যবস্থা করা হয়েছে।

সূচনা

● **প্রথম পাতার পর**

যথেষ্ট লাভজনক বলে দাবি করেন তিনি।

তাঁর আরও দাবি, ত্রিপুরায় বিজেপি-আইপিএফটি জোট সরকার গঠন হওয়ার পর স্ব-সহায়ক গোষ্ঠীগুলি দারুণভাবে উন্নতি করতে শুরু করেছে। কারণ, লাভজনক প্রমাণিত না হলে বন্ধ করে দেওয়ার সরকারি সিদ্ধান্তে প্রত্যেকেই প্রতিযোগিতায় নেমেছে। তাতে স্ব-সহায়ক গোষ্ঠী লাভের মুখ দেখতে শুরু করেছে। তাঁর কথায়, বাঁশের মোমবাতি বিকল্প পণ্য হিসেবে প্রতিষ্ঠা পাবে। তেমনি, স্ব-সহায়ক গোষ্ঠীর উন্নতিতে অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির সাথে কর্মসংস্থান বাড়বে।

এদিকে, আজ মুখ্যমন্ত্রীকে আঁখের তৈরি গুড় উপহার দিয়েছে একটি স্ব-সহায়ক গোষ্ঠী। এছাড়া ত্রিপুরায় তৈরি জ্যাম মুখ্যমন্ত্রীকে উপহার দেওয়া হয়েছে। তিনি ওই পণ্যগুলি বাজারজাতকরণে বাঁশের প্যাকেট ব্যবহারের পরামর্শ দিয়েছেন। এদিন তিনি বলেন, বাঁশ দিয়ে জলের বোতল, বিস্কুট, চাল তৈরি হয়েছে। এখন মোমবাতিও তৈরি হয়ে গেছে। আগামীদিনে বাঁশ দিয়ে আরও অভিনব পণ্যের আবিষ্কার হবে বলে তিনি আশা প্রকাশ করেছেন। তাতে তিনি নিশ্চিত, প্লাস্টিকের ব্যবহার বন্ধ হয়ে যাবে।

অফিসারদের

● **প্রথম পাতার পর**

না সরকার। শাসক দলের অন্দরে এখন প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে। এখন ক্ষোভ ঘরে বাইরে। এর থেকে মুখ ঘুরিয়ে নিতেই এধরনের প্রচেষ্টা বলে অভিযোগ বিরোধী দলনেতা মানিক সরকারের। পুলিশ অফিসার দায়িত্ব সঠিক ভাবে পালনে ব্যর্থ হলে মানুষ বিশ্বাস হারাবে। সময় এসেছে যোগ্য ভূমিকা নেওয়ার।

পুলিশ অফিসারকে দিয়ে সরকার যে স্টেটমেন্ট জনগণের সামনে উপস্থিত করলো এতে পুলিশকে হাস্যস্কর করে তোলা হয়েছে। এক্ষেত্রে অফিসার দায়ী নন। তিনি উর্ধতন কর্তৃপক্ষের নির্দেশ প্রতিপালন করেছেন। ২০১৮ সালের তেসরা মার্চ ভোট গণনার দিন দুপুর থেকে রাজ্যজুড়ে সন্ত্রাস শুরু হয়েছে। সমস্ত বিরোধী রাজনৈতিক দলের নেতাকর্মীরা আক্রান্ত হয়েছেন। ১৭ জন সিপিএম কর্মী-সমর্থক খুন হয়েছেন এখনো পর্যন্ত। শুক্রবার এক প্রতিক্রিয়ায় এই অভিমত ব্যক্ত করেন বিরোধী দলনেতা মানিক সরকার।

পণের

● **প্রথম পাতার পর**

ঘটনাকে জানিয়ে উদয়পুর মহিলা থানায় অভিযোগ করে।

অভিযোগ করার পরও উদয়পুর মহিলা থানা পুলিশ ঘটনার এখনো কোনো সুরাহা করতে পারেনি। নির্যাতিতা গৃহবধূ ও তার পরিবার দাবি জানায় সুবিচারের জন্য। একজন পুলিশের লোক হয়ে কিভাবে পণের টাকা দাবি করে স্ত্রীর উপর নির্যাতন করছে সেটা নিয়েও উদয়পুর মহিলা থানার পুলিশ মুখে কুলুপ এঁটে বসে আছেন। নির্যাতিতা গৃহবধূর সারা শরীরে লাঠি দিয়ে মারধর করার ফলে শরীরে বিভিন্ন অংশে রক্ত জমাট বেধে কালো দাগ পড়ে যায়। এই নিয়ে উদয়পুর গর্জি কালাবন এলাকায় ছি:ছি: করছে।

ভূমিকম্পে

● **প্রথম পাতার পর**

খবর এখনো মিলেনি।

ন্যাশনাল সেন্টার ফর সিসমোলোজি-র তথ্য অনুসারে, উত্তর-পূর্বাঞ্চলের আন্তর্জাতিক সীমান্ত ঘেঁষা রাজ্যগুলিতে সবচেয়ে বেশি ভূকম্পন অনুভূত হচ্ছে। এক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে, মায়ানমার-এ সবচেয়ে বেশি ভূমিকম্প হচ্ছে। গত কয়েক মাসে উত্তর-পূর্বাঞ্চলের রাজ্যগুলিতে ক্রমাগত ভূমিকম্প হচ্ছে। অরুণাচল প্রদেশ, মিজোরাম, মণিপুর রাজ্যে সবচেয়ে বেশি ভূমিকম্প হয়েছে। বিষয়টি ভীষণ চিন্তার বলেই মনে করা হচ্ছে।

শিল্পী

● **প্রথম পাতার পর**

উপড়ে পড়ে বিষ্ণু আচার্যীর পরিবারের উপর। এতে আহত হন বাউল শিল্পী মন্টি আচার্যী এবং ছোট ছেলে। তবে বাউল শিল্পী মন্টি আচার্যী চোখের পাশে ধারালো অস্ত্র দিয়ে আঘাত করে এবং হাতে আঘাত করে নরেন সরকার বলে অভিযোগ বাউল শিল্পী মন্টি আচার্যীর। শুধু তাই নয়, মারধোর করা হয় শিল্পী মন্টি আচার্যীর স্বামী বিষ্ণু আচার্যীকে বলে অভিযোগ অসহায় পরিবারের। পরে বাউল শিল্পীর পরিবার আমতলি থানায় মামলা দায় করেছে। এলাকায় দেখা দিয়েছে চাঞ্চল্য।

তেলিয়ামুড়ায়

● **প্রথম পাতার পর**

প্রধান এলাকা গুলির মধ্যে মোহর ছড়া, কৃষ্ণপুর ,চাকমা ঘাট ,ব্রহ্মছরা অন্যতম। এই সকল এলাকা গুলিতে ধানসহ শীতকালীন সবজি বর্ষণের ফলে নষ্ট হয়ে গেছে। বর্ষণের ফলে ধান ও বিভিন্ন ধরনের সবজি নষ্ট হয়ে যাওয়ায় চিন্তার ভাঁজ কৃষকদের কপালে। ক্ষতিগ্রস্ত কৃষকরা জানান সরকার থেকে কিছু সাহায্য করা হলে তারা উপকৃত হবে। এইদিকে তেলিয়ামুড়া কৃষি তত্ত্বাবধায়কের সাথে কথা বললে তেলিয়ামুড়া মহকুমা কৃষি দপ্তরের তত্ত্বাবধায়ক সেন্টু আচার্জ জানান ক্ষতিগ্রস্ত কৃষকদের নামের তালিকা তৈরি করা হচ্ছে। প্রকৃত ক্ষতিগ্রস্ত কৃষকদের সাহায্যের জন্য ব্যবস্থা গ্রহণ করা হচ্ছে দপ্তর থেকে।

বাংলাদেশ

● **প্রথম পাতার পর**

মুখে প্রায় অর্ধশতাধিক নাইজেরিয়ান বাসিন্ধা অসম চুড়াইবাড়ি পুলিশের হাতে ধরা পড়েছে।এক্ষেত্রে রাজ্য পুলিশের নিরাশাজনক ভূমিকা সহ সীমান্ত সুরক্ষা নিয়ে প্রশ্ন তুলতে শুরু করেছেন এলাকার সচেতন মহল।

চিটফান্ড নিয়ে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীকে স্মারকলিপি দেওয়ার অনুমতি মিলল না

কলকাতা, ৬ নভেম্বর (হি. স.) : চিটফান্ড কেলেঙ্কারিতে ক্ষতিগ্রস্থদের টাকা ফেরতের ও এজেন্টদের নিরাপত্তার দাবিতে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহকে স্মারকলিপি দেওয়ার অনুমতি পেল না অল বেঙ্গল চিট ফান্ড সাফারার্স ওয়েলফেয়ার অ্যাসোসিয়েশন।

সংগঠনের রাজ্য সভাপতি রূপম চৌধুরী শুক্রবার এ কথা জানিয়ে বলেন, নিরাপত্তার অজুহাতে আমাদের এই স্মারকলিপি দিতে দেওয়া হল না।

উদ্ধার

● **প্রথম পাতার পর**

গৃহবধূর নাম মীতা সাহা। স্বামীর নাম কিংকর সাহা।সংবাদ সূত্রে জানা গেছে প্রায় ১২ বছর আগে সামাজিক প্রথা তাদের বিয়ে হয়েছিল। তাদের একটি পুত্র সন্তান রয়েছে। পরিবারে কোন ধরনের ঝামেলা ছিল না।পরিবারে কোনো ধরনের ঝামেলা না থাকা সত্ত্বেও কেন ওই গৃহবধূর আত্মহত্যার পথ বেছে নিয়েছে তা নিয়ে স্থানীয় জনমনে কৌতূহলের সৃষ্টি হয়েছে। পারিবারিক সূত্রে জানা গেছে গতকাল রাতেস্বামী স্ত্রী সহ তারা একই সঙ্গে ঘুমিয়ে ছিলেন। সকালে স্ত্রী আগেই ঘুম থেকে উঠে।সকাল সাতটা নাগাদ স্বামী কিংবা ঘুম থেকে উঠে স্ত্রীর মৃতদেহ দেখতে পায়। সঙ্গে সঙ্গে সে চিৎকার করে। চিৎকার শুনে প্রতিবেশীরাও ছুটে আসেন। খবর পাঠানো হয় আগরতলা পূর্ব মহিলা থানায়। খবর পেয়ে মহিলা থানার পুলিশ ছুটে এসে ঝুলন্ত মৃতদেহটি উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য হাসপাতাল মর্গে পাঠায়।পুলিশ প্রাথমিকভাবে অস্বাভাবিক মৃত্যু জনিত একটি মামলা গ্রহণ করে এ ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে।তবে এর পেছনে অন্য কোনো কারণ আত্মগোপন করে রয়েছে কিনা সে সম্পর্কে বিস্তারিত কোনো তথ্য জানা যায়নি। অবশ্য এ ব্যাপারে মৃতার বাপের বাড়ি তরফ থেকে এখনো পর্যন্ত থানায় কোনো ধরনের অভিযোগ দায়ের করা হয়নি।

মোহনপুরের কালাছড়া গ্রাম পঞ্চায়েতের নলগড়িয়া প্রায় আড়াই বছরের এক শিশুর মৃতদেহ উদ্ধার হয়েছে। পারির কিছুদূরে পরিত্যেক্ত জলাশয় থেকে শিশুর মৃতদেহ উদ্ধার করা হয়।শিশুর মৃতদেহ উদ্ধারের সংবাদে এলাকায় চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছে। সংবাদ সূত্রে জানা গেছে শিশুটি গত কয়েকদিন ধরে নিখোঁজ ছিল। শিশুটির মা বাবা এবং আত্মীয়-পরিজন রা গত কয়েকদিন ধরে শিশুকে খুঁজছিল। কিন্তু শিশুটিকে খুঁজে পাওয়া যাচ্ছিল না।এ ব্যাপারে থানায় সংক্রান্ত একটি অভিযোগও দায়ের করা হয়েছিল। অবশেষে পরিত্যক্ত একটি জলাশয় থেকে শিশুর মৃতদেহ উদ্ধার হয়েছে।নিখোঁজ শিশুর মৃতদেহ উদ্ধারের ঘটনাকে কেন্দ্র করে এলাকায় জনমনে তীব্র প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয়েছে। এটি একটি হত্যাকাণ্ড বলে অনেকে আশঙ্কা করছেন।পুলিশ মৃতদেহটি উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য হাসপাতাল মর্গে পাঠিয়েছে।ঘটনার তদন্ত ক্রমে আসল রহস্য উদঘাটনের জন্য স্থানীয় জনগণ পুলিশের কাছে দাবি জানিয়েছেন।

আইজিপি

● **প্রথম পাতার পর**

করেছেন রাজ্য পুলিশের আইজিপি (আইন-শৃঙ্খলা) দীপক কেডিয়া, সাউদার্ন অসম রেঞ্জের ডিআইজি দিলীপকুমার দে, করিমগঞ্জের জেলাশাসক আম্বামুথান এমপি, পুলিশ সুপার মায়াঙ্ক কুমার সহ বন আধিকারিকরা। তবে তাঁদের পরিদর্শনেও সীমান্তে সৃষ্ট জটিলতার তেমন কোনও উন্নতি হওয়ার খবর নেই। কারণ ইতিপূর্বে দুই রাজ্যের যথাক্রমে মিজোরামের মামিত এবং অসমের করিমগঞ্জ জেলা প্রশাসন স্তরে ইচাবিলে অনুষ্ঠত বৈঠকে গৃহীত সিদ্ধান্তগুলো পালন করছে না মিজোরাম। মিজো প্রশাসন বারবার তাদের আগ্রাসী মনোভাব দেখিয়ে চলছে বলে ওয়াকিবহাল মহলের অভিযোগ।

এদিকে আজ রাজ্য পুলিশের আইজিপি (আইন-শৃঙ্খলা)-রা সীমান্ত এলাকার সার্বিক পরিস্থিতির খোঁজ নিয়েছেন। সীমান্তের মেদলিছড়া সেতুর পাশে দাঁড়িয়ে ম্যাপ হাতে নিয়ে রাজ্য পুলিশের আইজিপি দীপক কেডিয়া অসমের সীমান্ত সম্পর্কে বন বিভাগের আধিকারিকদের কাছে জানতে গেলে তাদের এক আধিকারিক আগাগোড়া কিছু না জেনে ওই সেতুই সীমান্ত বলে জানান দিয়ে উপস্থিতবর্গের কাছে হাসির পাত্র হয়েছেন। বন বিভাগের এমন স্বীকারোক্তিতে অসন্তোষ প্রকাশ করেছেন খোদ জেলাশাসক। তিনি জানান, এই সেতু থেকে প্রায় আড়াই কিলোমিটার দূরে রয়েছে দুই রাজ্যের মূল সীমানা। সেখানে সীমান্তের পুরনো খুঁটিও রয়েছে।

পরে ওপারে নিয়োজিত মিজো পুলিশের সাথে অসমের আইজিপি কথা বলতে চাইলে তারা কোনও সাড়া দেয়নি বলে জানা গেছে। ফলে আজকের সীমান্ত পরিদর্শন কার্যসূচিও ফলপ্রসূ হয়নি বলে খবর।

এদিকে স্থানীয় আলাল উদ্দিন, সাধন মালাকার সহ অনেকে ক্ষোভ ব্যক্ত করে জানান, অসমের প্রায় আড়াই কিলোমিটার জমি মিজোরা দীর্ঘদিন থেকে দখল করে তাদের বলে দাবি করে আসছে। অসমের জমি মিজোরামের দখলে, আজকের দিনে তা কারও অজানা নয়। কিন্তু বিষয়টি নিয়ে প্রশাসন বা রাজ্য সরকার তেমন মাথা ঘামাচ্ছে না। তাঁরা আরও জানান, ইতিমধ্যে বিবাদাকৃত এলাকায় এসএসবি জওয়ানদের মোতায়েন করা হলেও পাহাড়ি এলাকার জনমনে আতঙ্ক বেড়ে চলছে।

অমিত শাহ

● **প্রথম পাতার পর**

নিজের ভাইপোর জন্য। আরেক ধরণের আইন ভোটব্যাঙ্কের জন্য। আর সাধারণ মানুষের জন্য আলাদা'। তিনি বলেন, রাজনৈতিক হত্যায় শীর্ষে বাংলা। ফলে ক্ষোভ বাড়ছে মানুষের। নারী নির্যাতনের বাংলা প্রথম। মানুষ পরিবর্তন চাইছে।

এদিন পশ্চিমবঙ্গের বাসিন্দাদের কাছে অমিত শাহ আহ্বান করেন, 'আপনারা কংগ্রেস, কমিউনিস্ট ও মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে বারবার সুযোগ দিয়েছেন বিজেপিকে একবার সুযোগ দিন। ৫ বছরে সোনার বাংলা গড়ে দেখাবো। আমাদের লক্ষ্য খুব নির্দিষ্ট, বাংলায় বিকাশ হোক। সীমান্ত সুরক্ষিত হোক। বাংলায় অনুপ্রবেশ বন্ধ হোক। দিদির একমাত্র লক্ষ্য আগামী বার ভাইপোকে মুখ্যমন্ত্রী বানানো। এবার বাংলার মানুষকে ঠিক করতে হবে তারা পরিবারবাদ চান না বিকাশবাদ'।

এদিন তিনি দাবি করেন, ২০২১ এর বিধানসভা নির্বাচনে ২০০-র বেশি আসন নিয়ে ক্ষমতায় আসবে বিজেপি। মে মাসে বিজেপি ক্ষমতায় আসবে। বাংলার মানুষের মনে অনেক প্রত্যাশা ছিল। মানুষের ইচ্ছা পূরণ করতে পারেনি তৃণমূল। অন্যদিকে, কৃষকদের জন্য নতুন আলো দেখিয়েছে মোদিজী।

অমিতবাবু বলেন, "আজ কলকাতায় পণ্ডিত অজয় চক্রবর্তীর সাথে আমার দেখা করার সৌভাগ্য হয়েছে। তিনি তাঁর কণ্ঠ ও বাদ্যযন্ত্রের সাথে সংগীতের জগতে দীপ্তমান। তিনি গুরু-শিষ্য পরম্পরার ঐতিহ্যের উপর জোর দিয়েছেন এবং তাঁর শিষ্যরাও সঙ্গীত জগতে আশ্চর্য অবদান রেখেছেন। তাঁর এই অবদান দেশের জন্য গর্বের বিষয়।"

শাহ জানান, কলকাতার গৌরাঙ্গ নগরে নবীন বিশ্বাস মহাশয়ের বাড়িতে মধ্যাহ্ন ভোজের ব্যবস্থা ছিল। এমন বিনম্র আতিথিয়তার জন্য আমি বিশ্বাস পরিবারের কাছে কৃতজ্ঞ। তাদের এই স্নেহ ও ভালোবাসা আমার কাছে চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবে।

রক্তদান শিবির

আটের পাতার পর

দিবস উপলক্ষে রক্তদান শিবির সংগঠিত করে প্রকৃত মানুষের দায়িত্ব পালন করে চলেছে বলে তিনি অভিমত ব্যক্ত করেন।শুধুমাত্র ভারতের গণতান্ত্রিক যুব ফেডারেশন নয় বিভিন্ন সংগঠন কে রক্তদানের মতো এক মহতী কাজে এগিয়ে আসতে প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী মানিক সরকার আহ্বান জানিয়েছেন।রক্তদান শিবিরে অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন ডিওয়াইএফআইয়ের রাজ্য সভাপতি পলাশ ভৌমিক, রাজ্য সম্পাদক নবারুণ দেবপ্রমূখ।

বেড়ে ৯২.৩২ শতাংশ

আটের পাতার পর

করোনায় মৃত্যুও হু হু করে বাড়ছে। শুক্রবার সকাল আটটা পর্যন্ত করোনা-আক্রান্ত ১২৪,৯৮৫ জনের মৃত্যু হয়েছে। বিগত ২৪ ঘন্টায় মৃত্যু হয়েছে ৬৭০ জনের। ভারতে সুস্থতার সংখ্যা বেড়ে হয়েছে ৭,৭৬,৫৯, ৬৬ জন (৯২.৩২ শতাংশ)। এই মুহূর্তে ভারতে চিকিৎসাধীন রয়েছেন ৫, ২০,৭৭৩ জন করোনা-রোগী (৬.১৯ শতাংশ)।

বৈঠক অনুষ্ঠিত

আটের পাতার পর

প্রেস ক্লাবের পরিচালন কমিটির নির্বাচন অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে।

তিনি আরও জানান করোনা পরিস্থিতি কথা মাথায় রেখে আগরতলা প্রেস ক্লাবের দ্বিবার্ষিক সাধারন সভা ৮ নভেম্বর রবীন্দ্রভবনের দুই নং হলে অনুষ্ঠিত হবে। সকাল ১১ টা থেকে শুরু হবে সভা। তবে দুপুরের খাবার ও নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে আগরতলা প্রেস ক্লাবে। অপরদিকে আগরতলা প্রেস ক্লাবের বর্তমান পরিচালন কমিটির সদস্য সাংবাদিক বিশ্বেন্দু ভট্টাচার্য জানান সাংবাদিকদের কল্যাণে একটি তহবিল তৈরি করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়েছে। সেই মোতাবেক কাজ শুরু হয়েছে। পাশাপাশি তিনি আগরতলা প্রেস ক্লাবের নির্বাচন সংক্রান্ত বিভিন্ন বিষয় গুলি তুলে ধরেন।

সেরি আ:প্রমাণের নতুন সুযোগ রোনালদো-দিবালাদের

মাদ্রিদ।। এরই মধ্যে ফুটবল ফিরেছে ইতালিতে। ইউভেন্তুসকে কাঁদিয়ে ইতালিয়ান কাপের শিরোপায় চুমু এঁকেছে নাপোলি। স্থগিত থাকা দেশটির শীর্ষ লিগ সেরি আ পুনরায় শুরু হতে যাচ্ছে ২০ জুন। 'নতুন চ্যালেঞ্জ' শুরু হচ্ছে ইউভেন্তুস এবং ইদানিং কোচ ও সমালোচকদের তোপের মুখে থাকা ক্রিস্তিয়ানো রোনালদো, পাওলো দিবালাদের।গত মার্চ থেকে স্থগিত থাকা দেশটির ফুটবল গত ১৩ জুন মাঠে ফেরে ইউভেন্তুস-এসি মিলানের মধ্যকার ইতালিয়ান কাপের সেমি-ফাইনালের ফিরতি লেগ দিয়ে।অ্যাওয়ে গোলের সুবাদে সে যাত্রা উৎরে গেলেও ফাইনালে আর পথ পায়নি ইউভেন্তুস। গত বুধবার শিরোপা লড়াইয়ে টাইব্রেকারে ৪-২ গোলে তাদের হারিয়ে দেয় নাপোলি।এবার সেরি আ যাত্রা। তোরিনো-পার্মা ম্যাচ দিয়ে 'নতুন' শুরু হবে প্রতিযোগিতাটির। শিরোপাধারী ইউভেন্তুস এই পর্বে নিজেদের প্রথম ম্যাচ খেলতে স্পালের মাঠে যাবে ২২ জুন।সবার পরে ফিরছে সেরি আ

করোনাভাইরাসের প্রাদুর্ভাবে লিগের বাকি খেলা বাতিল করে দিয়ে পিএসজিকে চ্যাম্পিয়ন ঘোষণা করেছিল লিগ ওয়ান কর্তৃপক্ষ। বিষয়টি আদালত পর্যন্ত গড়ালেও মাঠে আর ফেরেনি প্রতিযোগিতাটি, চ্যাম্পিয়নের মুকুট টিকে থাকে পিএসজির।গত ১৬ মে মাঠে ফেরে জার্মান বুন্ডেসলিগা। ১১ জুন স্পেনের লা লিগা এবং ১৭ জুন পুনরায় শুরু হয় ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগ। লিগ বাতিলের দাবি, অনবনম না থাকা-এমন অনেক ইস্যু নিয়ে ঢের তর্ক-বিতর্কের পর ইউরোপের শীর্ষ পাঁচ লিগের মধ্যে সেরি আ ফিরছে সবার পরে। আর সব লিগের মতো ইতালির শীর্ষ প্রতিযোগিতাটিও থাকবে নানা বিধি-নিষেধের ঘেরাটোপে।ইউভেন্তুসের ঘাড়ে শ্বাস ফেলছে লাৎসিওবুন্ডেসলিয়ায় বায়ার্ন মিউনিখ, লিগ ওয়ানে পিএসজি শিরোপা উৎসব সেরে নিয়েছে। প্রিমিয়ার লিগ শিরোপার চৌকাঠে এক পা দিয়ে রেখেছে লিভারপুল। সেরা হওয়ার লড়াইটা চলছে স্পেনের লা লিগায় ও ইতালির সেরি আয়।স্পেনে বার্সেলোনার ঘাড়ে শ্বাস ফেলছে চিরপ্রতিদ্বন্দ্বী রিয়াল মাদ্রিদ। সেরি আয় ইউভেন্তুসকে চাপে রেখেছে লাৎসিও। ২৬ ম্যাচে ২০ জয় ও তিন ড্রয়ে ৬৩ পয়েন্ট নিয়ে শীর্ষে আছে সাররির দল। মাত্র ১ পয়েন্ট কম নিয়ে পরের স্থানটিতে লাৎসিও। শীর্ষ দুই দলের বাকি আছে ১২টি করে ম্যাচ।আগামী ২০ জুলাই মুখোমুখি হবে দল দুটি। প্রথম দেখায় পিছিয়ে পড়ার পরও ৩-১ গোলে জিতেছিল লাৎসিও। মৌসুমে সেটাই ছিল ইউভেন্তুসের প্রথম হার। পরে ইতালিয়ার সুপার কাপের ফাইনালেও লাৎসিও জেতে ৩-১ গোলে।গত সেপ্টেম্বর থেকে লিগে অপরাজিত রয়েছে লাৎসিও। জিতেছে সব শেষ ১৮ ম্যাচের ১৬টিতে। লিগ স্থগিত হওয়ার আগে নিজেদের শেষ ম্যাচে ইন্টার মিলানকে ২-০ গোলে হারিয়ে শীর্ষস্থান ধরে রাখে ইউভেন্তুস। দলটির মৌসুম কাটছে উত্থান-পতনের মধ্য দিয়ে। বছরের শুরুতে এক পর্যায়ে লিগে পাঁচ ম্যাচের তিনটিতেই হেরেছিল তারা। ২৫ ম্যাচে ৫৪ পয়েন্ট নিয়ে ইন্টার আছে তৃতীয় স্থানে। সেরা ছয়ে থাকা বাকি তিন দল আতালান্তা (৪৮), রোমা (৪৫) ও নাপোলি (৩৯)।ইম্মোবিলের পেছনে রোনালদো লিগ টেবিলে ইউভেন্তুস-লাৎসিও জমজমাট লড়াই চললেও গোলের পাতায় দুই দলের দুই ফরোয়ার্ডের লড়াইটা অনেকটা একতরফা। ২৬ ম্যাচে ২৭ গোল নিয়ে শীর্ষে রয়েছেন লাৎসিওর ফরোয়ার্ড চিরো ইম্মোবিলে। ২২ ম্যাচে ২১ গোল নিয়ে দ্বিতীয় স্থানে ইউভেন্তুসের পর্তুগিজ ফরোয়ার্ড রোনালদো।গোলদাতার তালিকার সেরা পাঁচে থাকা বাকি তিন জন ইন্টার মিলানের রোমেলু লুকাকু (১৭টি), কাইয়ারির জোয়াও পেদ্রো (১৬টি) ও আতালান্তার জসিপ লিচিচ (১৫টি)। অ্যাসিস্টের তালিকায় ১২টি অ্যাসিস্ট নিয়ে শীর্ষে লাৎসিওর লুইস আলবের্তো।প্রমাণের নতুন সুযোগ রোনালদো -দিবালারইদানিং সময়টা খুব একটা ভালো যাচ্ছে না রোনালদোর। ইতালিয়ান কাপে এসি মিলানের বিপক্ষে স্পট কিকে লক্ষ্যভেদ করতে ব্যর্থ হয়েছেন। ফাইনালে নাপোলির বিপক্ষে নষ্ট করেছেন সুযোগ। এই ম্যাচের পরই কোচ সাররির সমালোচনার মুখে পড়তে হয়েছে দলের সেরা ফরোয়ার্ডকে। ৩৫ বছর বয়সী রোনালদোর ফিটনেস নিয়ে বলছেন অনেক বাঁকা কথা।ইউভেন্তুসের আরেক ফরোয়ার্ড পাওলো দিবালাও আছেন নিজের ছায়া হয়ে। আর্জেন্টিনার এই ফরোয়ার্ড ২৪ ম্যাচে ৭ গোল নিয়ে যৌথভাবে আছেন ২০তম স্থানে! দলটির আরেক আর্জেন্টাইন ফরোয়ার্ড গনসালো হিগুয়াইনের অবস্থা আরও খারাপ; ২৩ ম্যাচ মাত্র ৫ গোল তার। নিজেদের মেলে ধরার তাগিদ তিন জনের সামনেই।

৩২৯ দিন পর ফিরে ২৯ সেকেন্ডে গোল

মাদ্রিদ।। স্বপ্নের মতো প্রত্যাবর্তন বুঝি একেই বলে। মারাত্মক এক চোটে মৌসুমে খেলার কোনো সম্ভাবনাই ছিল না মার্কো আসেনসিওর। অপ্রত্যাশিত বিরতির সময়ে সেরে উঠলেন। ৩২৯ দিন পর নামলেন মাঠে। বদলি হিসেবে নেমে প্রথম স্পর্শেই পেলেন জালের দেখা, সময় লাগল কেবল ২৯ সেকেন্ড! এমন ফেরায় স্বাভাবিকভাবেই দারুণ খুশি রিয়াল মাদ্রিদের ফরোয়ার্ড।আলফ্রেদো দি স্তেফানো স্টেডিয়ামে বৃহস্পতিবার রাতে লা লিগার ম্যাচে দ্বিতীয়ার্ধের নজরকাড়া ফুটবলে ভালেন্সিয়াকে ৩-০ গোলে হারায় রিয়াল। দলের দ্বিতীয় গোলটি করেন আসেনসিও। অন্য দুই গোল আরেক ফরোয়ার্ড করিম বেনজেমার।৭৪তম মিনিটে ফেদে ভালভেরদেকে তুলে আসেনসিওকে নামান কোচ জিনেদিন জিদান। মাঠে নামার আধা মিনিট না যেতেই গোল। ভালেন্সিয়ার রক্ষণ একটি কর্নার ক্লিয়ার করতে ব্যর্থ হলে বল ধরে ডি-বক্সে ঢুকে অরক্ষিত আসেনসিওকে বাড়ান ফেরলাঁদ মঁদি। দুর্দান্ত কোনাকুনি ভলিতে ঠিকানা খুঁজে নেন স্প্যানিশ ফরোয়ার্ড।গত বছরের জুলাইয়ে আর্সেনালের বিপক্ষে প্রীতি ম্যাচে বাঁ পায়ের হাঁটুতে চোট পেয়ে লম্বা সময়ের জন্য ছিটকে পড়েন আসেনসিও। ২০১৯-২০ মৌসুমে আর মাঠে নামতে পারবেন না বলেই ধারণা করা হয়েছিল। তবে করোনাভাইরাসের প্রাদুর্ভাবে বদলে গেছে পরিস্থিতি, যা শাপেবর হয়েছে আসেনসিওর জন্য। এই মৌসুমেই আবার মাঠে নেমে লিখলেন প্রত্যাবর্তনের দারুণ এক গল্প।ছবি: রিয়াল মাদ্রিদছবি: রিয়াল মাদ্রিদনিজের প্রতিটি অভিষেকই রাঙিয়েছেন আসেনসিও। স্প্যানিশ সুপার কাপ, লা লিগা, চ্যাম্পিয়ন্স লিগ, কোপা দেল রে-সবগুলো প্রতিযোগিতাতেই নিজের প্রথম ম্যাচে গোল পেয়েছেন। ভালেন্সিয়া ম্যাচটি যদিও অভিষেক ছিল না। তবে করোনাভাইরাস বিরতির পর দর্শকশূন্য স্টেডিয়ামে তার প্রথম ম্যাচ। গোল পেলেন সেখানেও।মৌসুমের শুরু থেকে গোলের জন্য সংগ্রাম করতে হয়েছে রিয়ালকে। আসেনসিওকে কোচ দেখেছেন সমস্যার সমাধান হিসেবে। ভালেন্সিয়া ম্যাচটাই যেমন। প্রথমার্ধে রিয়ালের নয় শটের আটটি ছিল লক্ষ্যে। এর কোনোটি জাল খুঁজে পায়নি। আসেনসিওর গোল করতে লাগল কেবল একটি শট। এই গোলে ম্যাচে রিয়ালের নিয়ন্ত্রণ আরও দৃঢ় হয়।এদেন আজার, বেনজেমা, আসেনসিও-এই তিন জনকে নিয়ে আক্রমণভাগ সাজানোর ছক এঁকেছিলেন কোচ। কিন্তু আসেনসিওর মতো আজারও চোটের কারণে মাঠের বাইরে ছিলেন অনেকটা সময়। বেলজিয়ান ফরোয়ার্ড ফেরার পর প্রথম দুই ম্যাচে আলো ছড়িয়েছেন। মৌসুমের শিরোপা লড়াই যখন জমে উঠেছে, গুরুত্বপূর্ণ এই সময়ে দুজনের ফেরা রিয়ালকে নিশ্চিতভাবে আরও উজ্জীবিত করে তুলবে।ফেরার ম্যাচে আসেনসিও শুধু গোল করেননি, করিয়েছেনও। তার পাস থেকে নিজের দ্বিতীয় গোলটি করেন বেনজেমা। ফেরার ম্যাচ রাঙাতে পেরে উচ্ছ্বসিত আসেনসিও মুভিস্টারকে জানান প্রতিক্রিয়া।"খুব করে ফিরতে চেয়েছিলাম, অনেক মাস কঠোর পরিশ্রম করেছি। আবার খেলতে পেরে, গোল করে ও জিততে পেরে আমি খুব খুশি।""এর পেছনে আছে অনেক পরিশ্রম। সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হচ্ছে, আমি ভালো বোধ করছি। আমরা জিতেছি, বাকি সময়টার জন্য আমি প্রস্তুত।"

CLAIMANT NOTICE

Following articles (vehicle) were seized by the Forest Department, Sadar Forest Sub Division. Under sec -2 under section 52 (A) Indian Forest Act 1927 and rules made there under.

S L . No.	Name of Article	Registration No.	Engine No. & Chassis No.	Date & Time of seizure	By Whom
01.	Commander Jeep	NIL	Engine No: -NIL Chassis No: -NIL	29.08.2020 at 01:15 PM	Sri Priyalal Sen , Fr. A/o FPU Sadar

Therefore, in exercise of power under Indian Forest Act it is contemplated to confiscate the said vehicle for its use in commission of forest offence. Therefore it is once again brought to the notice of legal owner of above mentioned seized articles to prefer his/her/their claim to the Authorized Officer (Sub Divisional Forest Officer Sadar Sub Division, Agartala.) within 25 (twenty five) days from the date of issue of the notice alongwith legal relevant documents supporting ownership, failing which the decision regarding the confiscation of all the article seized shall be taken ex-p ate. Issued under my seal and signature of this day on 02-11-2020

(S.Debbarma, TFS)
Sub Divisional Forest Officer
Sadar Forest Sub Division,
Agartala

ICA/D-804/2020-21

NOTICE INVITING TENDER/ QUOTATION

On behalf of the Governor of Tripura, sealed tender is hereby invites sealed Short Notice quotation for selection of vendor for Supply, installation & commissioning of CCTV Camera along with storage, connection and other accessories for CCTV surveillance system in at the Office of the District Magistrate & Collector, Sepahijala, Bishramganj. The interested bidders may offer their rates in the prescribed format as detailed in the Short Notice Inviting Quotation. For details about the terms & conditions please visit the District Website i.e https://sepahijcila.nic.ini as well as it may be seen in the notice board of the office.

The quotation will be received up to 3.00 PM of 21-11-2020 from 04-11-2020 and will be opened on 23-11-2020 at 03:00 PM.

ICA/C-2021/2020-21

NOTICE INVITING TENDER

Proposals are being invited by Directorate of Information Technology (DIT), Govt. of Tripura from reputed and experienced Companies/ Firms/ Agencies under Two Bid System i.e. Technical Bid and Financial Bid for supply and installation ICT Equipment for DIT. Detailed tender document can be downloaded from https://dit.tripura.gov.in, http://tripura.gov.in and https://tripuratenders.gov.in. The interested agencies may submit bids through online at https://tripuratenders.gov.in on or before 19.11.2020, 4:00 PM.

Director Directorate of
Information Technology

ICA/C-2015/2020-21

PRESS NOTICE INVITING e-TENDER NO: 19/EE/MNP/PWD(R&B)/2020-21 Dated 03/11/2020

The Executive Engineer, Mohanpur Division , PWD(R&B), Mohanpur, Tripura (West) invites on behalf of the 'Governor of Tripura' percentage rate e-tender from the Central & State public sector undertaking / enterprise and eligible Bidders /Firms/ Agencies of appropriate class registered with PWD/TTAADC/ MES/CPWD/Railway/Other State PWD up to 3.00 P.M. on 23/11/2020 for the work of the following:-1. DNIeT No: 17/R/DNIe-T/SE-IV/PWD(R&B)/2020-21, ESTIMATED COST: Rs. 43,52,247/-2. DNIeT No: 34/EE/MNP/PWD(R&B)/2020-21, ESTIMATED COST: Rs. 14,30,826/-3. DNIeT No:35/EE/MNP/PWD(R&B)/2020-21,ESTIMATED COST: Rs. 14,39,694/-4. DNIeT No:36/EE/MNP/PWD(R&6)/2020-21, ESTIMATED COST: Rs. 12,5$,634/-For details visit website https:J/tripuratenders.gov.in. For any enquiry, please cont,ct by e-Nail to rnonanpurpwdrancibdivision@qrnoil.con).

Excutive Engineer
Mohanpur Division PWD(R&B).
Mohanpur, West Tripura

ICA/C-2028/2020-21

ভারতের ”পেস প্যাকেজ” ইতিহাস সেরা !

নয়াদিল্লি।। যুগ যুগ ধরে স্পিনারদের দেশ হয়ে থাকা ভারতে পেস বিপ্লব হয়ে গেছে গত কয়েক বছরে। তাদের বোলিং আক্রমণে এখন গতিময় ও স্কিলফুল দারুণ সব পেসার। এই আক্রমণের এক সেনানী মোহাম্মদ শামির মতে, গভীরতার দিক থেকে ভারতের এখনকার পেস আক্রমণ ক্রিকেট ইতিহাসের সেরা।ইতিহাসের সেরা পেস আক্রমণের আলোচনায় একসময়কার ক্যারিবিয়ান পেস ব্যাটারি, ওয়াসিম আকরাম-ওয়াকার ইউনিসের পাকিস্তান, অস্ট্রেলিয়ার ডেনিস লিলি-জেফ টমসন বা ম্যাকগ্রা-লি-গিলেস্পি, এমন আরও কয়েকটি পেস আক্রমণের প্রসঙ্গ উঠে আসে বারবার। ভারতীয়দের নাম সেখানে খুব একটা আসে না।কিন্তু শামির বিশ্বাস, ভারতের এখনকার আক্রমণকে সেরা বলবে সবাই! ক্রিকেট ওয়েবসাইট ইএসপিএনক্রিকইনফোতে ভারতের সাবেক কিপার-ব্যাটসম্যান দীপ দাসগুপ্তর সঙ্গে সাক্ষাৎকারে শামি একটি দিক থেকে ক্রিকেট ইতিহাসেই সবার ওপরে রাখলেন নিজেদের।" আপনি ও বিশ্বের আর সবাই নিশ্চয়ই একমত হবেন যে, আর কোনো দলেরই একসঙ্গে ৫ পেসারের প্যাকেজ ছিল না। শুধু এই সময়েই নয়, ক্রিকেটের ইতিহাসেই এটি হয়তো সেরা ফাস্ট বোলিং ইউনিট।"যে ৫ জনের আক্রমণের কথা বলছেন শামি, সেখানে তার নিজের সঙ্গে আছেন ইশান্ত শর্মা, জাসপ্রিত বুমরাহ, উমেশ যাদব ও ভুবনেশ্বর কুমার। উঠতি আরও বেশ কয়েকজন পেসার অবশ্য গত কিছুদিনে নজর কেড়েছেন। তবে এই ৫ জনই মূল পেস বোলিং গ্রুপের অংশ। ৫ জনেরই স্কিল দুর্দান্ত, শক্তির জায়গা আলাদা ও সবাই দারুণ কার্যকর।এমন একটি পেস আক্রমণে নতুন বল হাতে পেতে শীতল লড়াই চলার কথা নিজেদের মধ্যে। অধিনায়কের জন্যও এটি হয়ে ওঠার কথা মাথাব্যথার কারণ। তবে শামি জানালেন, তাদের ক্ষেত্রে ব্যাপারটি পুরো উল্টো।" বিরাট কোহলিকে ঘিরে ধরে আমরা বলি সিদ্ধান্ত নিতে। কিন্তু সে সাধারণত বলে, 'আমাকে এসবের মধ্যে জড়াবে না, তোমরা নিজেদের মধ্যে ঠিক করে নাও, আমার কোনো সমস্যা নেই।' আমাদের টিম মিটিংয়ে এ ধরণের মজাই হয়। বেশির ভাগ সময় আমিই অন্যদের বলি নতুন বলে বল করতে। খানিকটা পুরোনো বলে বল করতে আমার আপত্তি নেই।"

Executive Engineer, W.R. Division No.V, Karnalpur, Dhalai, Tripura invites sealed tenders vide Press NIet No. 12/EE/WR/D-V/KMP/2020-21 Dated: 04-11-2020 for the followin works:

SI	DNIeT No.	Estimated Cost	Earnest Money	Timer completion
1.	DNIeT No: 02/SE/ WRC-II/KGT/2020-21	Rs. 72,59,491.00	Rs. 72,595.00	4 (Four) months
	DNIeT No: 031SE/ WRC-II/KGT12020-21	Rs. 72,59,491.00	Rs. 72,595.00	4 (Four) months
	DNIeT No: 041SE/ WRC-II/KGT/2020-21	Rs. 1,17,20,153.00	Rs 1,17,202 00	4 (Four) months

Bid documents can been seen in the website https://tripuratenders.gov.in w.e.f. 04-11-2020 and last date of downloading & bidding for bids is 04-12-2020.

For more details kindly visit https://tripuratenders.gov.in Note: *NO NEGOTIATION WILL BE CONDUCTED WITH THE LOWEST BIDDER*

Executive Engineer
Water Resource Division No.V
Kamalpur, Dhabi, Tripura

ICA/C-2012/2020-21

PRESS NOTICE INVITING e-TENDER NO. EE-IED/PWD/AGT/38/2020-21 dated 05/11/2020

The Executive Engineer, Internal Electrification Division, PWD (Building), Agartala, West Tripura invites on behalf of the 'Governor of Tripura' percentage rate e-tender from the Central & State public sector undertaking /enterprise and eligible Bidders/Firms/Agencies of appropriate class registered with PWD/ TTADC/ MES/ CPWD/ Railway/ Other State'PVVD up to 3.00 P.M. on 19/11/2020.

Sl`No	Name of work	Estimated Cost	Earnest Money	Time of completion
1	DNIeT No.EE-IED/ AGT/73/2020-21	Rs.293,473.00	Rs.2,935.00	90 (ninety) days
2	DNIeT No.EE-IED/ AGT/74/2020-21	Rs.241,864.00	Rs.2,419.00	90 (ninety) days

Last date and time for document downloading and bidding is on 19/11/2020 upto 3.00 PM and opening of bid at

3.30 PM on 19/11/2020, if possible. For more details kindly visit: https://tripuratenders.gov.in Note: *NO NEGOTIATION WILL BE CONDUCTED WITH THE LOWEST BIDDER*

For and on behalf of the Governor of Tripura
(DHRUBAPADA DEBNATH)
Executive Engineer, Internal Electrification
Division, PWD (Buildings), Agartala,
West Tripura

ICA/C-2018/2020-21

PRESS NOTICE INVITING e-TENDER No: 121EE/PWD/KHW/2020-21
Date- 02-11-2020

The Executive Engineer, Khowai Division, PWD(R&B), Khowai District, Tripura invites on behal (,1 the 'Governor of Tripura' percentage rate e-tender from the Central & State public sector idertaking / enterprise and eligible Contractors /Firms/Agencies of appropriate class registered with I 'WD/E1 AADC/MES/CPWD/Railway/Other State PWD up to 3.00 P.M. on 04-12-2020 for the following work:

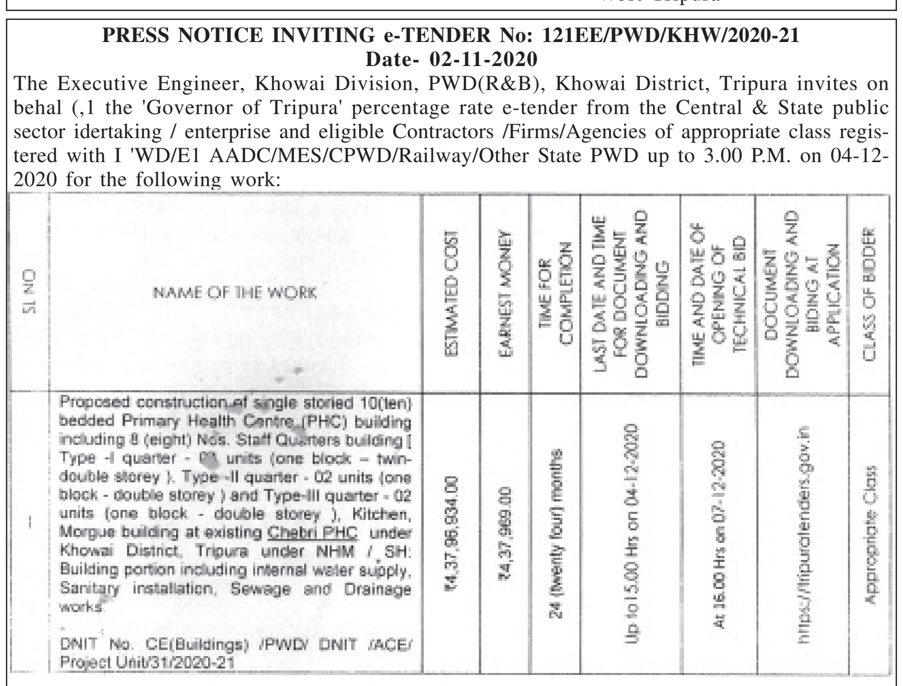

SI NO	NAME OF THE WORK	ESTIMATED COST	EARNEST MONEY	TIME FOR COMPLETION	LAST DATE AND TIME FOR DOCUMENT DOWNLOADING AND BIDDING	TIME AND DATE OF OPENING OF TECHNICAL BID	DOCUMENT DOWNLOADING AND BIDING AT APPLICATION	CLASS OF BIDDER
1	Proposed construction of single storied 10(ten) bedded Primary Health Centre (PHC) building including 8 (eight) Nos. Staff Quarters building [Type -I quarter - 01 units (one block – twin-double storey), Type -II quarter - 02 units (one block - double storey) and Type-III quarter - 02 units (one block - double storey), Kitchen, Morgue building at existing Chebri PHC under Khowai District, Tripura under NHM / SH: Building portion including internal water supply, Sanitary installation, Sewage and Drainage works DNIT No. CE(Buildings) /PWD/ DNIT /ACE/ Project Unit/31/2020-21	₹4,37,96,934.00	₹4,37,969.00	24 (twenty four) months	Up to 15.00 Hrs on 04-12-2020	At 16.00 Hrs on 07-12-2020	https://tripuratenders.gov.in	Appropriate Class

For more details kindly visit: https://triouratenders.gov.in Note: `NO NEGOTIATION WILL BE CONDUCTED WITH THE LOWEST BIDDER*

Executive Engineer
Khowai Division, PWD(R&B) Khowai
District, Tripura.

ICA/C-2024/2020-21

কথার ফাঁদে পড়তে চান না পুজারা

নয়াদিল্লি।। ২২ গজে চেতেশ্বর পুজারা প্রায়ই হয়ে ওঠেন ধৈর্যের প্রতিমূর্তি। কখনও কখনও যেন ধ্যানমগ্ন কোনো ঋষি। প্রতিপক্ষের বোলিং বা কথার তির, কোনোকিছুই ভাঙাতে পারে না সেই ধ্যান। এই ভারতীয় ব্যাটসম্যান বলছেন, কথার ফাঁদে পা দিয়ে নিজের বিপদ ডেকে আনতে চান না।ব্যাটসম্যানের মনোযোগে চিড় ধরাতে স্লেজিং নামক অস্ত্রের প্রয়োগ ক্রিকেটে হরহামেশাই হয়। একেকজনের ধরন বুঝে চলে এই অস্ত্রের ব্যবহার। পুজারার ক্ষেত্রে যেমন, প্রতিপক্ষ জানে যে তিনি উইকেটে থিতু হয়ে গেলে বড় ইনিংস প্রায় নিশ্চিত। তাই শুরুতেই তার দিকে ছুটে যায় কথার তোপ।পুজারা অবশ্য সেসবকে পাত্তা দেন সামান্যই। সনি টেন টিভিতে সাক্ষাৎকারে টেস্ট র‍্যাঙ্কিংয়ের সাত নম্বর ব্যাটসম্যান জানালেন, নিজের মনোযোগের দুর্গে তিনি নিরাপদেই থাকেন।" ইনিংসের শুরুতে প্রচুর স্লেজিংয়ের মুখোমুখি হতে হয়। থিতু হয়ে গেলে তারা (প্রতিপক্ষ) স্লেজিং নিয়ে আর খুব ভাবে না, আউট করার চেষ্টায় মন দেয়। কিন্তু আউট করতে ব্যর্থ হয়ে যখন হতাশ হয়ে ওঠে, তখন আবার কথার অস্ত্র ব্যবহার শুরু হয়।""" এটি মূলত করা হয় ব্যাটসম্যানের মনোযোগ নাড়িয়ে দিতে। আমি সাধারণত পাল্টা জবাব দেই না। কখনও কখনও মনে হয় বটে, জবাব দেই। তবে নিজেকে সামলে চেষ্টা করি মনোযোগী ও ধীরস্থির থাকতে, কারণ নিজের কাজটা আমি জানি। তারা স্লেজিং করে মনোযোগে চিড় ধরাতে। পাল্টা জবাব দিতে গেলে তাদের ফাঁদে পা দিয়ে ফেলতে পারি। আমি তাই চেষ্টা করি নিজের জোনে থাকতে।"উইকেটে যাওয়ার পর নিজের সেই 'জোন'-এ ঢোকার বা থাকার চেষ্টা করে সব ব্যাটসম্যানই। পুজারা কিভাবে খুঁজে পান সেই পথ? টেস্টে ১৮ সেঞ্চুরি ও প্রায় ৬ হাজার রান করা ব্যাটসম্যান জানালেন, একটি-দুটি শটেও মিলতে পারে পথের দেখা।" অনেক সময়ই এমন হয়েছে, একটি ব্যাক ফুট পাঞ্চ বা একটি কাভার ড্রাইভেই হয়ে গেছে। সত্যি বলতে, ছন্দ খুঁজে পাওয়া যায় মূলত ডিফেন্স খেলে।

দীপাবলির প্রস্তুতি...

মৃদু ভূকম্পন হিমাচলে, ধরমশালার অদূরে ২.৯ তীব্রতার কম্পন

শিমলা, ৬ নভেম্বর (হি.স.): হালকা তীব্রতার ভূমিকম্পে কেঁপে উঠল হিমাচল প্রদেশের চম্বা জেলা। শুক্রবার সকালে মৃদু ভূকম্পন অনুভূত হয় হিমাচল প্রদেশের ধরমশালা থেকে ৭৩ কিলোমিটার উত্তরে। সকাল ৬.২৫ মিনিট নাগাদ অনুভূত হয় ভূকম্পন, রিখটার স্কেলে ভূমিকম্পের তীব্রতা ছিল ২.৯। মৃদু ভূকম্পনে ক্ষয়ক্ষতির কোনও খবর পাওয়া যায়নি।

ন্যাশনাল সেন্টার ফর সিসমোলোজি জানিয়েছে, শুক্রবার সকাল ৬.২৫ মিনিট নাগাদ ২.৯ তীব্রতার ভূকম্পন অনুভূত হয় হিমাচল প্রদেশের চম্বা জেলায়, ধরমশালা থেকে ৭৩ কিলোমিটার উত্তরে। ভূমিকম্পের উৎসস্থল ছিল ভূপৃষ্ঠের মাত্র ১১ কিলোমিটার গভীরে। মৃদু তীব্রতার ভূকম্পনে ক্ষয়ক্ষতির কোনও খবর পাওয়া যায়নি।

পুলওয়ামা-এনকাউন্টারে নিকেশ একজন জঙ্গি, মৃত্যু সাধারণ নাগরিকের

শ্রীনগর, ৬ নভেম্বর (হি.স.): দক্ষিণ কাশ্মীরের পুলওয়ামা জেলায় সুরক্ষা বাহিনীর গুলিতে নিকেশ হয়েছে একজন জঙ্গি। তবে, দুঃসংবাদ হল সুরক্ষা বাহিনী ও জঙ্গিদের মধ্যেই গুলির লড়াইয়ের মাঝে পড়ে গিয়ে মৃত্যু হয়েছে একজন সাধারণ নাগরিকের এবং একজন নাগরিক জখম হয়েছেন। দক্ষিণ কাশ্মীরের পুলওয়ামা জেলার পাম্পোরের লালপোরা মীজ এলাকার ঘটনা। জম্মু ও কাশ্মীর পুলিশের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, জঙ্গি গতিবিধির খবর পাওয়ার পর বৃহস্পতিবার রাত থেকেই লালপোরা মীজ এলাকায় জঙ্গিদের সন্ধান তল্লাশি অভিযান চালায় সেনাবাহিনী, সিআরপিএফ এবং জম্মু-কাশ্মীর পুলিশের স্পেশাল অপারেশন গ্রুপ।

তল্লাশি অভিযান চলার কিছুক্ষনের মধ্যেই সুরক্ষা বাহিনী ও জঙ্গিদের মধ্যে গুলির লড়াই শুরু হয়। গুলির লড়াইয়ের মাঝে পড়ে গিয়ে গুরুতর জখম হন দু''জন স্থানীয় নাগরিক। গুলিবিদ্ধ অবস্থায় মীজ গ্রামের বাসিন্দা আবিদ নবী এবং কিফায়াত আহমেদকে প্রথমে স্থানীয় হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। পরে শ্রীনগরের হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হলে আবিদ মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়েন। কিফায়াত হাসপাতালে চিকিৎসাধীন রয়েছেন। এরপরই সুরক্ষা বাহিনী ও জঙ্গিদের মধ্যে গুলির লড়াই চলতে থাকে। শুক্রবার সকালে কাশ্মীর জোন পুলিশের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, পাম্পোরে এনকাউন্টারে নিকেশ হয়েছে একজন জঙ্গি। নিহত জঙ্গির নাম ও পরিচয় জানার চেষ্টা চলছে।

বৈধ ভোট গণনা হলে সহজেই জয়ী হব : ডোনাল্ড ট্রাম্প

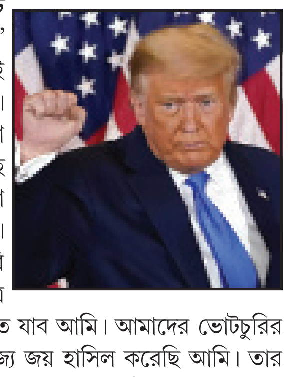

ওয়াশিংটন, ৬ নভেম্বর (হি.স.): ভোগণনায় কারচুপি ও ভোট চুরির দাবিতে এখনও অনড় মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে ট্রাম্প ফের জানালেন, 'বৈধ ভোট গণনা হলে সহজেই আমরা জিতব।' তাঁর দাবি, "আমার মতে খুব সহজেই নির্বাচনে জয়লাভ করব আমরা। আমাদের ধারণা, মামলা-মকদ্দমা অনেকদূর যাবে। কারণ আমাদের কাছে প্রচুর প্রমাণ রয়েছে। হয়ত শেষমেশ সর্বোচ্চ আদালতেই বিষয়টি উঠবে। এ ভাবে ভোটচুরি হতে দিতে পারি না।" ট্রাম্প আরও জানান, "শুধুমাত্র বৈধ ভোট গণনা হলে সহজেই জিতে যাব আমি। আমাদের ভোটচুরির চেষ্টা চলছে। অনেক গুরুত্বপূর্ণ রাজ্যে জয় হাসিল করেছি আমি। তার মধ্যে অনেক জায়গায় ঐতিহাসিক ভাবে সফল হয়েছি আমরা।"

ভোটগণনার প্রবণতায় আমেরিকার প্রেসিডেন্ট হওয়ার দৌড়ে এখনও পর্যন্ত পাল্লা ভারী ডেমোক্র্যাট প্রার্থী জো বাইডেনের দিকেই। ফল ঘোষিত রাজ্যগুলির মধ্যে ডেমোক্র্যাটদের দখলে ২৫৩ ইলেক্টোরাল কলেজের ভোট। ২১৪ ইলেক্টোরাল কলেজ ভোট এসেছে ট্রাম্পের রিপাবলিকানদের

আমরাই বিজয়ী ঘোষিত হব, তাতে কোনও সন্দেহ নেই : বাইডেন

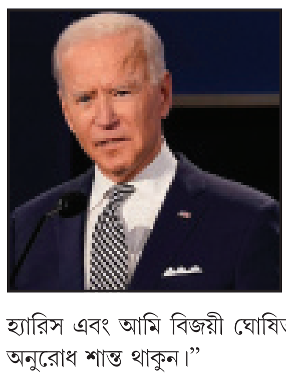

ওয়াশিংটন, ৬ নভেম্বর (হি.স.): আপাতত ভোটগণনা শেষ হওয়ার অপেক্ষা করছেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট নির্বাচনের ডেমোক্র্যাট প্রার্থী জো বাইডেন। তাঁর মতে, ভোটগণনা শেষ হলে তাঁরাই জয়ী হবেন। স্থানীয় সময় অনুযায়ী বৃহস্পতিবার জো বাইডেন জানিয়েছেন, "ভোটগণনা শেষ হলে আমরাই বিজয়ী ঘোষিত হব, তাতে কোনও সন্দেহ নেই।" উইলমিংটনের ডেলাওয়ারে জো বাইডেন জানিয়েছেন, "সেনেটর এবং আমি খুশি আছি। আমরা নিশ্চিত ভোটগণনা শেষ হলে সেনেটর কমলা হ্যারিস এবং আমি বিজয়ী ঘোষিত হব। তাই জনগণের কাছে আমার অনুরোধ শান্ত থাকুন।"

মার্কিন প্রেসিডেন্টের দৌড়ে এখন পাল্লা ভারী জো বাইডেনের। অনেকটাই পিছিয়ে ডোনাল্ড ট্রাম্প। ফল ঘোষিত রাজ্যগুলির মধ্যে ডেমোক্র্যাটদের দখলে ২৫৩ ইলেক্টোরাল কলেজের ভোট। ২১৪ ইলেক্টোরাল কলেজ ভোট এসেছে ট্রাম্পের রিপাবলিকানদের হাতে। জয়লাভ করতে দরকার ২৭০। ট্রাম্প অবশ্য ভোটচুরির দাবিতে এখনও অনড়।

সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়ের সুস্থ হয়ে উঠতে দীর্ঘ সময় ধরে লাগতে পারে ভেন্টিলেশন, মনে করছেন চিকিৎসকরা

কলকাতা, ৬ নভেম্বর (হি স): এখনও সংকটজনক বর্ষিয়ান অভিনেতা সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়। দীর্ঘ এক মাস ধরে মৃত্যুর সঙ্গে পাঞ্জা লড়ছেন অভিনেতা। সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়ের সুস্থ হয়ে উঠতে দীর্ঘ সময় ধরে লাগতে পারে ভেন্টিলেশন এমনটাই মনে করছে চিকিৎসকরা।

আগের মাসে আজকের দিনেই বেলভিউ হাসপাতালে ভর্তি হয়েছিলেন সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়। এখনও হাসপাতালে চিকিৎসারত অভিনেতা। বেশ কয়েকদিন ধরেই সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়ের শারীরিক অবস্থা সংকটজনক ইতিমধ্যেই চতুর্থবার ডায়ালিসিসও হয়েছে। শুক্রবার সংকটজনক হলেও

সামান্য উন্নতি হয়েছে অভিনেতার। আওয়াজ শুনে প্রতিক্রিয়া দিচ্ছেন। তবে অভিনেতার কিছু শারীরিক সমস্যা নিয়ে চিন্তিত চিকিৎসকরা। সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়ের সুস্থ হয়ে উঠতে দীর্ঘ সময় ধরে লাগতে পারে ভেন্টিলেশন। এমনটাই মনে করছেন চিকিৎসকরা।

উল্লেখ্য,গত ৬ অক্টোবর সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়কে বেলভিউ হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। যখন অভিনেতাকে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছিল তখন তিনি করোনা আক্রান্ত ছিলেন। যদিও বর্তমানে করোনা মুক্ত। তবে বেশ কয়েকদিন ধরেই সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়ের শারীরিক অবস্থা ক্রমাগত খারাপ হচ্ছে।

বনকে নির্ভর করে জনজাতি অংশের মানুষের আর্থসামাজিক মান উন্নয়নে সরকার অগ্রাধিকার দিয়েছে ঃ মুখ্যমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৬ নভেম্বর।। দেশ বিদেশের প্রক'তিপ্রেমী পর্যটকদের আরও বেশী আক'ষ্ট করতে ত'ষ্ণা অভয়ারন্যকে নতুন করে সাজিয়ে তোলার উদ্যোগ নিতে হবে। এইলক্ষ্যে ত'ষ্ণা অভয়ারন্যে চশমাবানর পয়েন্ট স্থাপন, লগ হাট স্থাপন এবং লেইকে বোটিং -এর ব্যবস্থা করার জন্য বনদপ্তরকে পরিকল্পনা গ্রহন করে কাজ করতে হবে। আজ সচিবালয়ের ভিডিও কনফারেন্স হলে অনলাইনের মাধ্যমে রাজ্য বন্যপ্রাণী পর্ষদের পর্যালোচনা সভায় মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব একথা বলেন। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, ত্রিপুরার বন ও বন্যপ্রাণীকে কেন্দ্র করে যেসব ক্ষেত্র থেকে আয়ের সুযোগ রয়েছে সেগুলির পরিকাঠামো উন্নয়নের জন্য বনদপ্তরকে পরিকল্পনা গ্রহণ করে কাজ করতে হবে। রাজ্যের জনজাতিদের জীবনধারনের ক্ষেত্রে বনের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে। বনকে নির্ভর করে জনজাতি অংশের মানুষের আর্থসামাজিক মান উন্নয়নে সরকার অগ্রাধিকার দিয়েছে। এক্ষেত্রে বনধন যোজনার বিভিন্ন প্রকল্পগুলি রূপায়নের মাধ্যমে জনজাতি অংশের মানুষের আরও বেশী অংশগ্রহণ নিশ্চিত করতে হবে দপ্তরকে।

মুখ্যমন্ত্রী বলেন, বনকে ধংসের হাত থেকে রক্ষা করার ক্ষেত্রে জনজাতি সমাজের সমাজপতিদেরও বিশেষ দায়িত্ব নেওয়া প্রয়োজন। রাজ্যের বিভিন্ন স্থানের বনা'লকে ঐ এলাকার নামে নামকরণ করতে দপ্তরকে উদ্যোগ নেওয়ার জন্য বলেন মুখ্যমন্ত্রী। এরফলে বনা'লটিকে রক্ষা করার ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট এলাকার জনগণ আরও আন্তরিকভাবে দায়িত্ব নেবে বলে মুখ্যমন্ত্রী সভায় অভিমত ব্যক্ত করেন। এছাড়াও যারা অবৈধভাবে বনের গাছ কেটে আয় করছে তা বন্ধ করতে তাদের জীবিকা নির্বাহের জন্য বিকল্প রোজগারের ব্যবস্থা করার জন্যও বন দপ্তরকে পরিকল্পনা নিতে বলেন মুখ্যমন্ত্রী। সভায় প্রধান মুখ্য বন সংরক্ষক ডি কে শর্মা স্টেট ওয়াইল্ড লাইফ বোর্ডের সর্বশেষ সভার গৃহীত সিদ্ধান্তের পরিপ্রেক্ষিতে যেসব পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে তা তুলে ধরেন। তিনি বলেন, সর্বশেষ সভায় সিদ্ধান্ত অনুসারে কমন বার্ডউইং প্রজাতিকে রাজ্যিক প্রজাপতি ঘোষনা করা হয়েছে। এবছরের ফেবয়ারী মাসে দুইদিনব্যাপী হর্ণবিল উৎসবের আয়োজন করা হয়েছে, ত'ষ্ণা অভয়ারন্যের অধীন বড় পাথড়ি এবং নিদয়া বন এলাকায় ২টি ৩৩ কেভি পাওয়ার সাবস্টেশন স্থাপনের জন্য ন্যাশনাল ওয়াইল্ড লাইফ বোর্ড থেকে অনুমতিপত্র আনা হয়েছে। এছাড়াও পতিছড়িতে ইণ্ডিয়ান বাইসন কনজারভেশন পার্ক নির্মানের জন্য জায়গা চিহ্নিত করা হয়েছে।

সভায় প্রধান মুখ্য বনসংরক্ষক আরোও জানান, বনদপ্তর মুঙ্গিয়াকামীতে ভালচার কনজারভেশন বীডিং প্রোগ্রাম কর্মসূচি হাতে নিয়েছে। ১০ বছরের জন্য এই প্রকল্প নেওয়া হয়েছে। এই প্রকল্পের জন্য প্রতিবছরে ১ কোটি টাকা করে ১০ বছরে মোট ১০ কোটি টাকা ব্যয় করা হবে। এই প্রকল্পে ২০২০-২১ অর্থবর্ষের জন্য কেন্দ্রীয় সরকার ইতিমধ্যেই প্রথম কিস্তি হিসেবে ৫১ লক্ষ টাকা ম'র করেছে। তিনি আরোও জানান,মুঙ্গিয়াকামীতে হাতির উৎপাত রোধ করার লক্ষ্যে একটি এলিফ্যান্ট অ্যান্টি ডিপরেডেশান ক্যাম্প স্থাপন করা হবে। এই প্রসঙ্গে মুখ্যমন্ত্রী হাতির দ্বারা ক্ষতিগ্রস্ত ক'ষকদের ক্যাম্পা (সিএএমপিএ) ফাণ্ডের মাধ্যমে ক্ষতিপূরণ দেওয়ার বিষয়টি বনদপ্তরকে গুরুত্ব দিয়ে দেখতে বলেন।

প্রধান মুখ্য বনসংরক্ষক সভায় আরোও জানান, রাজ্যের ইকো-ট্যুরিজমের উন্নয়নের লক্ষ্যে লগ হাট ও ন্যাচার লার্নিং সেন্টার নির্মাণ, ব্যাটারী চালিত বাহন চালু সহ বিভিন্ন উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। এ প্রসঙ্গে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, রাজ্যের ইকো-ট্যুরিজমের উন্নয়ন ও প্রচারের উপর বন দপ্তরকে বিশেষ গুরুত্ব দিয়ে কাজ করতে হবে।এইলক্ষ্যে বন দপ্তরের তৈরি ভালচার পয়েন্ট,বাইসন পয়েন্ট, বাটারফ্লাই পয়েন্ট ইত্যাদি বিষয়কে নিয়ে ডিজিট্যাল বোর্ড এবং ভিডিও তৈরি করে প্রচারে নিতে বলেন মুখ্যমন্ত্রী।

রাজ্য বন্যপ্রাণী পর্ষদের পর্যালোচনা সভায় বনমন্ত্রী মেবার কুমার জমাতিয়া,বন দপ্তরের প্রধান সচিব বরুণ কুমার সাহু,মুখ্যমন্ত্রীর প্রধান সচিব জে কে সিনহা প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন।এছাড়াও ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে রাজ্যের ৮টি জেলার বন্যপ্রাণী পর্ষদের চেয়ারপার্সন,ভাইস-চেয়ারপার্সন এবং সদস্যগণ আলোচনায় অংশগ্রহণ করেন।

ছাত্র-যুব ভবনে রক্তদান শিবির

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৬ নভেম্বর।। ভারতের ছাত্র যুব ফেডারেশনের ৪১ তম প্রতিষ্ঠা দিবস উপলক্ষে শুক্রবার আগরতলায় ছাত্র-যুব ভবনে এক রক্তদান শিবির অনুষ্ঠিত হয়। নর সিং গর অঞ্চল কমিটির উদ্যোগে রক্তদান শিবিরের আয়োজন করা হয়।রক্তদান শিবিরের আনুষ্ঠানিক সূচনা করেন বিরোধীদলীয় নেতা তথা প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী মানিক সরকার। রক্তদান শিবিরকে কেন্দ্র করে ব্যাপক উৎসাহ-উদ্দীপনা পরিলক্ষিত হয়।বলেন যে কোন সংগঠনের সামাজিক দায়িত্ব রয়েছে।ভারতের গণতান্ত্রিক যুব ফেডারেশন সবসময়ই বিভিন্ন সামাজিক কর্মসূচিতে নিজেদের নিয়োজিত করে থাকে। তাদের প্রতিষ্ঠা দিবস উপলক্ষে রক্তদান শিবির সংঘটিত করায় তিনি যুব সংগঠনের ভূয়শী প্রশংসা করেন।তিনি বলেন দল-মত জাতি-ধর্ম নির্বিশেষে সকল অংশের জনগণকে রক্তদানের মতো এক মহতী কাজে এগিয়ে আসা প্রয়োজন। রক্ত দানের মাহাত্ম্য সম্পর্কে বলতে গিয়ে বিরোধী দলনেতা মানিক সরকার বলেন জীবিত থাকাকালে শুধু নিজের জন্য ভাবলে চলবে না। জীবিত থাকাকালে যারা শুধুমাত্র নিজের জন্য এভাবে তারা জীবন্মৃত।যে মানুষ শুধুমাত্র নিজের কথা না ভেবে অন্যের পাশে দাঁড়ায় সেই মানুষ প্রকৃতপক্ষে জীবিত মানুষ। প্রকৃত মানুষ।ভারতের গণতান্ত্রিক যুব ফেডারেশন তাদের প্রতিষ্ঠা

ছয়ের পাতায় দেখুন

আগরতলা প্রেসক্লাবের বিদায়ী পরিচালন কমিটির অন্তিম বৈঠক অনুষ্ঠিত

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৬ নভেম্বর।। আগরতলা প্রেস ক্লাবের বর্তমান পরিচালন কমিটির এক বৈঠক অনুষ্ঠিত হয় শুক্রবার। আগরতলা প্রেসক্লাবে অনুষ্ঠিত এই বৈঠকে বর্তমান পরিচালন কমিটির সদস্যরা উপস্থিত ছিলেন। বৈঠক শেষে সাংবাদিক সম্মেলনের আয়োজন করা হয়। সাংবাদিক সম্মেলনে আগরতলা প্রেস ক্লাবের বর্তমান সভাপতি সুবল কুমার দে জানান আগামী ৮ নভেম্বর দ্বিবার্ষিকী সাধারণ সভা এবং আগরতলা প্রেসক্লাবের নির্বাচন। এদিন তিনি বক্তব্যের মধ্যে দিয়ে বলেন বিগত দিনে আগরতলা প্রেসক্লাব উন্নয়নের স্বার্থে এবং সাংবাদিকদের স্বার্থে নিরলসভাবে কাজ করেছেন। আগামী দিনেও কাজ করার জন্য বেশকিছু পরিকল্পনা হাতে নিয়েছে। আর সেই পরিকল্পনা মোতাবেক যাতে আগামী দিনেও আগরতলা প্রেস ক্লাবের নয়া কমিটি উন্নয়নের স্বার্থে এবং সাংবাদিকদের সাথে কাজ করে তার জন্য আহ্বান জানান তিনি।

পরে সম্পাদক প্রনব সরকার জানান আগরতলা প্রেসক্লাবের বর্তমান পরিচালন কমিটি অনেকগুলি ঐতিহাসিক কাজ করেছে। আগরতলা প্রেস ক্লাবকে অবাধ গণতন্ত্রের একটা পীঠস্থান হিসাবে প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব হয়েছে। আগে বৈদ্যুতিন সংবাদ মাধ্যমের সাংবাদিকদের সদস্যপদ আটকে রাখা হয়েছিল। বর্তমান পরিচালন কমিটি দায়িত্ব গ্রহণের পর ১৩০ জনের মতো সদস্যকে সদস্যপদ প্রদান করা হয়েছে।এইবার সর্বোচ্চ ২৮৮ জন সদস্য সদস্যা রয়েছে আগরতলা প্রেস ক্লাবে। আগরতলা প্রেস ক্লাবে একটি মিডিয়া সেন্টার করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়েছে। যাতে করে সাংবাদিকরা সেখানে বসে কাজ করতে পারে। প্রয়াত সাংবাদিক শান্তনু ভৌমিক ও সুদীপ দত্ত ভৌমিকের দুইটি আবক্ষ মূর্তি আগরতলা শহরে বসানো হবে। তার জন্য একটি সংস্থাকে দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে। এইবারই প্রথম উৎসবের মেজাজে আগরতলা

ছয়ের পাতায় দেখুন

ফের রেকর্ড সংক্রমণ আমেরিকায়, মৃত্যু বেড়ে ২৩৩,৭৬৭

ওয়াশিংটন, ৬ নভেম্বর (হি.স.): আমেরিকায় ফের রেকর্ড সংখ্যক বাড়ল দৈনিক করোনা-আক্রান্তের সংখ্যা, বিগত ২৪ ঘন্টায় আমেরিকায় নতুন করে কোভিড-১৯ ভাইরাসে আক্রান্ত হয়েছেন ১ লক্ষ ২৩ হাজার ০৮৫ জন। দৈনিক মৃত্যুও বেড়েই চলেছে, শেষ ২৪ ঘন্টায় আমেরিকায় মৃত্যু হয়েছে করোনা-আক্রান্ত ১,২২৬ জন রোগীর। ফলে বাড়তে বাড়তে আমেরিকায় কোভিড-১৯ ভাইরাসে সংক্রমিত ২ লক্ষ ৩৩ হাজার ৭৬৭ জন মানুষের মৃত্যু হয়েছে।

জোন্স হপকিন্স ইউনিভার্সিটির দেওয়া তথ্য অনুযায়ী, বৃহস্পতিবার সারা দিনে আমেরিকায় রেকর্ড সংখ্যক মানুষ কোভিড-১৯ ভাইরাসে আক্রান্ত হয়েছেন। নতুন করে আক্রান্তের সংখ্যা ১,২৩,০৮৫ জন। সবমিলিয়ে এযাবৎ আমেরিকায় করোনা-আক্রান্ত হয়েছেন ৯.৪৯ মিনিয়নের বেশি মানুষ। নতুন করে ১,২২৬ জনের মৃত্যুর পর মৃতের সংখ্যা ২৩৩,৭৬৭-তে পৌঁছেছে।

ভারতে ১১.৫৪ কোটি করোনা-টেস্ট, সুস্থতা বেড়ে ৯২.৩২ শতাংশ

নয়াদিল্লি, ৬ নভেম্বর (হি.স.): ভারতে ১১.৫৪ কোটির গণ্ডি ছাড়িয়ে গেল করোনা-পরীক্ষা। শুক্রবার সকাল আটটা পর্যন্ত ভারতে করোনা-টেস্টের সংখ্যা ১১,৫৪,২৯,০৯৫-এ পৌঁছে গেল। একইসঙ্গে বিগত ২৪ ঘন্টায় ভারতে ১২.২০ লক্ষের বেশি করোনা-পরীক্ষা করা হয়েছে। ইন্ডিয়ান কাউন্সিল অফ মেডিক্যাল রিসার্চ (আইসিএমআর) জানিয়েছে, ৫ নভেম্বর (বৃহস্পতিবার সারা দিনে) ভারতে ১২,২০,৭১১টি করোনা-স্যাম্পেল টেস্ট করা হয়েছে। সবমিলিয়ে এ পর্যন্ত দেশে ১১,৫৪,২৯,০৯৫টি করোনা-স্যাম্পেল টেস্ট করা হয়েছে।

স্বস্তি দিয়ে ভারতে দ্রুত বাড়ছে সুস্থতার সংখ্যা, তেমনই ভারতে

ছয়ের পাতায় দেখুন

খোয়াইয়ে কাঠ উদ্ধার

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৬ নভেম্বর।। খোয়াইয়ের জাম্বুরা এলাকায় বনদপ্তর এর কর্মীরা আজ প্রচুর কাঠ উদ্ধার করেছে।কাঠ পাচারকারীরা বাই সাইকেলে করে ওইসব কাট নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করছিল।সুনির্দিষ্ট আগাবো সংবাদের ভিত্তিতে বনদপ্তর এর কর্মীরা জাম্বুরা এলাকায় পরিবহনকারী শ্রমিকদের বাইসাইকেল সহ আটক করতে সক্ষম হয়। বাইসাইকেল সহ কার্ডগুলো বনদপ্তরের হেফাজতে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। এ ব্যাপারে মামলা দায়ের করা হয়েছে।বনদপ্তর সূত্রে জানা গেছে প্রায় সময়ই বাই সাইকেলে করে একাংশের লোকজন কাঠ শহরের উদ্দেশ্যে নিয়ে আসে। সংরক্ষিত বনাঞ্চল ধ্বংস করে এসব কাট পাচার করা হচ্ছে বলে অভিযোগ। বনদস্যুদের তাণ্ডবে সংরক্ষিত বনাঞ্চল দিনের-পর-দিন শূন্য হয়ে পড়তে শুরু করেছে। বনদস্যুদের এসব অবৈধ কার্যকলাপ বন্ধ করার জন্য বনদপ্তর এর কর্মীরা তৎপরতা শুরু করেছে।অঙ্গ হিসেবে অভিযান চালিয়ে শুক্রবার জাম্বুরা এলাকায় বেশ কয়েকটি বাইসাইকেল সহ প্রচুর পরিমাণ কাঠ আটক করতে সক্ষম হয়েছে। এ ধরনের অভিযান অব্যাহত থাকবে বলে বড় দপ্তর সূত্রে জানানো হয়েছে।

গকুলনগর গোদামে অসন্তুষ্ট শ্রমিকরা

নিজস্ব প্রতিনিধি, চড়িলাম, ৬ নভেম্বর।। শ্রমিকরা বঞ্চিত তা আর বলার অপেক্ষা রাখেনা। তার জলজ্যান্ত উদাহরণ বিশালগড় এর গকুলনগর ফুড গোডাউনের শ্রমিকরা। দীর্ঘদিন ধরে বিভিন্ন সমস্যা বুকছে তারা বাম আমলেও অভিযোগ জানিয়ে কোন লাভ হয়নি কিন্তু নতুন সরকার প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর শ্রমিকরা বাড়তি অক্সিজেন পায় এবার বুঝি তাদের লাঞ্ছনা থেকে মুক্তি মিলবে। কিন্তু নতুন সরকার এর আড়াই বছর পার হয়ে গেল তবে শ্রমিকরা সেই আগের মতই লাঞ্ছিত বঞ্চিত তাদের স্বপ্ন স্বপ্নই রয়ে গেল। নেই কোন টয়লেট রাস্তার চরম অবস্থা অবশেষে এই গোডাউনের দিকে নজর পড়ে সিপাহীজলা জেলা সভাধিপতি সুপ্রিয়া দাস দত্ত। শ্রমিকদের সঙ্গে কথা বলেন তাদের অবাব অভিযোগ এর কথা শুনে স্টোর কিপার মাধব সাহার সঙ্গে কথা বলেন। কিছুদিনের মধ্যে সমস্যা সমাধানের আশ্বাস দেন। সভাধিপতির পরিদর্শনে শ্রমিকরা খুবই খুশি এবং আনন্দিত।

৮৪-লক্ষ ছাড়াল করোনা-সংক্রমণ ভারতে মৃত্যু বেড়ে ১,২৪,৯৮৫

নয়াদিল্লি, ৬ নভেম্বর (হি.স.): ভারতে দৈনিক করোনা-আক্রান্তের সংখ্যা ফের বাড়ল, লাফিয়ে লাফিয়ে বাড়ছে মৃত্যুও। বাড়তে বাড়তে ভারতে ৮৪-লক্ষের গণ্ডি ছাড়িয়ে গেল করোনা-সংক্রমণ। শুক্রবার সকাল আটটা পর্যন্ত ভারতে করোনা-আক্রান্তের সংখ্যা ৮৪,১১,৭২৪-এ পৌঁছে গেল। ভারতে বিগত ২৪ ঘন্টায় (বৃহস্পতিবার সারাদিনে) নতুন করে কোভিড-১৯ ভাইরাসে আক্রান্ত ৬৭০ জনের মৃত্যু হয়েছে। শেষ ২৪ ঘন্টায় ভারতে নতুন করে আক্রান্ত হয়েছেন ৪৭,৬৩৮ জন।

শুক্রবার সকাল আটটা পর্যন্ত ভারতে কোভিড-১৯ ভাইরাসে মৃতের সংখ্যা বেড়ে হল ১,২৪,৯৮৫ জন। সুস্থতাও দ্রুত বাড়ছে ভারতে। বিগত ২৪ ঘন্টায় ভারতে সুস্থ হয়েছেন ৫৪,১৫৭ জন, ফলে এযাবৎ দেশে করোনা-মুক্ত হয়েছেন ৭৭,৬৫,৯৬৬ জন রোগী। কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রকের রিপোর্ট অনুযায়ী, শুক্রবার সকাল আটটা পর্যন্ত ভারতে সক্রিয় করোনা রোগীর সংখ্যা ৫ লক্ষ ২০ হাজার ৭৭৩ জন, বিগত ২৪ ঘন্টার মধ্যে কমেছে ৭,১৮৯ জন।

৫ নভেম্বর (বৃহস্পতিবার সারা দিনে) ভারতে ১২,২০,৭১১টি করোনা-স্যাম্পেল টেস্ট করা হয়েছে। ১২,২০,৭১১টি করোনা-স্যাম্পেলের মধ্যে পজিটিভ এসেছে ৪৭,৬৩৮টি স্যাম্পেল, বাকিগুলি নেগেটিভ। ইন্ডিয়ান কাউন্সিল অফ মেডিক্যাল রিসার্চ (আইসিএমআর) জানিয়েছে, এ পর্যন্ত ভারতে ১১,৫৪,২৯,০৯৫টি স্যাম্পেল টেস্ট করা হয়েছে।

স্বত্বাধিকারী পরিতোষ বিশ্বাস কর্তৃক রেন্বো প্রিন্টিং ওয়ার্কস আগরতলা থেকে মুদ্রিত ও জাগরণ কার্যালয় এল এন বাড়ী লেইন, আগরতলা ত্রিপুরা থেকে প্রকাশিত। সম্পাদক-পরিতোষ বিশ্বাস।